ভ্রান্তিবিনোদ।

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, সি, আই, ই,
প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

ঢাকা ষ্টুডেণ্টস্‌ লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগোপীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঢাকা-গেণ্ডেরিয়া প্রেসে,
শ্রীভানুচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

বান্ধবের যে সকল প্রবন্ধ জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নামযোগে প্রচারিত হয়, তাহার উপদেশযোগে লিখিত হইয়াছিল, সেই গুলিই সম্প্রতি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও বহু অংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভ্রান্তিবিনোদ নামে প্রচারিত হইল। প্রচলিত রুচি—রীতি ও নীতি-পদ্ধতির ভ্রান্তি-প্রদর্শন প্রসঙ্গে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়-বিনোদনই এই প্রবন্ধনিচয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই উদ্দেশ্য সংসাধনে কিঞ্চিৎপরিমাণেও কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইহাতে সময় ও সংসারের গতি এবং সামাজিকতার নূতনমূর্ত্তির প্রতি অনেক স্থলেই কটু কটাক্ষ দৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রীতি কখনও হিতপথ প্রদর্শন কুণ্ঠিত হয় না, এবং যাঁহারা সুশিক্ষিত ও স্বদেশহিতৈষী,—স্বজাতীয়দিগের প্রকৃত উন্নতিই যাঁহাদিগের জপ-মন্ত্র, তাঁহারা কখনও তাদৃশ কথায় ক্লিষ্ট হইতে পারেন না।

ঢাকা, বান্ধব-কার্য্যালয়।
৮ই শ্রাবণ, ১২৮৮। } শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

ভ্রান্তিবিনোদের কোন কোন প্রবন্ধ এবার বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত এবং কোন কোন অংশে সম্পূর্ণরূপে নূতন লিখিত হইল। যাঁহারা বাঙ্গালির জাতীয় অস্তিত্ব ও বাঙ্গালাভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা বিষয়ে অনুরাগী, তাঁহারা দয়া করিয়া ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমি আপনাকে আপনি কৃতার্থ মনে করিব।

ঢাকা - আরমানীটোলা
বান্ধব-কুটীর
১৮ই ফাল্গুন, ১৩০০। } শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

ভ্রান্তিবিনোদ এবার নূতন মূর্ত্তিতে বাহির হইল। ইহার কোন কোন প্রবন্ধ একবারে নূতন লিখিত হইয়াছে, এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত পুস্তকই বহু স্থলে পরিবর্দ্ধিত ও বহু স্থলে পরিশোধিত হইয়াছে।

বান্ধবকুটীর—ঢাকা
১৩ই চৈত্র, ১৩১৫।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

উপহার।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ সরকার মহোদয়

চিরশ্রদ্ধাস্পদেষু।—

মহাশয়,

যাহারা এদেশে পদস্থ ও প্রতিষ্ঠিত, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের অধিকাংশই বাঙ্গালা ভাষায় বিরক্ত ও বীতস্পৃহ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগের গ্রন্থালয়ে বাঙ্গালা এক খানি পুঁথি দেখিলে লজ্জায় একবারে ম্রিয়মাণ হন,—এবং বিদেশীয় সাহিত্যের সহিত যাঁহাদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, তাঁহারাও বাঙ্গালার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিলেই অন্যান্য ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হইল, এইরূপ মনে করিয়া পুলকে কণ্টকিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আপনি অতি উচ্চপদস্থ এবং বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও বাঙ্গালাভাষায় কায়মনঃপ্রাণে অনুরক্ত। আপনি নানাবিধ কার্য্যের গুরুভারে নিপীড়িত, এবং বার্দ্ধক্য হেতু অসমর্থ হইয়াও বাঙ্গালাসাহিত্যের উন্নতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এক দিন আপনি একটি বক্তৃতায় বাঙ্গালা ভাষাকে "মা আমার" বলিয়া এমনই একএকটি চিত্তহারিণী কথা বলিয়াছিলেন যে, শুনিয়া সত্য সত্যই অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়াছিলাম।

এই সকল কারণে এবং দয়াদাক্ষিণ্য ও ন্যায়পরতাদি বিবিধ পূজনীয় গুণে আপনি আপনার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তিভাজন। আমিও অকৃত্রিম ভক্তি কর্ত্তৃকই প্রণোদিত হইয়া এই সামান্য গ্রন্থখানি আপনাকে উপহার দিলাম। আপনি আমাকে চিরদিনই স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, যদি আমার এই সামান্য উপহারও স্নেহার্দ্রচিত্তে গ্রহণ করেন, চরিতার্থ হইব।

ঢাকা—বান্ধবকার্য্যালয়। ৮ই শ্রাবণ, ১২৮৮।

স্নেহানুগত
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সূচীপত্র।

ভ্রান্তিবিনোদ।

রসিকতা ও রসের কথা।

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্র বিশেষ। পৌরাণিকেরা ক্ষীর-লবণ-সুরা প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহারা বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিব্যনেত্রে পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে অবশ্যই রস সমুদ্রের বঙ্গদ্বীপ নামে নির্দ্দেশ করিয়া, পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভূগোলশাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাতের পরিবর্ত্তে আট লিখিয়া যাইতেন।

জ্ঞানানন্দের অভিধানে বঙ্গের এক নাম দাস-নিবাস, আর এক নাম রস-বিলাস। কেন না, এ দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, এই উভয় শ্রেণীরই অধিকাংশ লোক পরের চোখে দেখে, পরের কানে শোনে, এবং পরের জিহ্বার পুরাতন ও নূতন সকল প্রকার মধু চাখিয়া আপনার স্বাদ-গ্রাহিতার পরিচয় দিতে ভালবাসে। সুতরাং তাদৃশ পরমুখপ্রেক্ষী ও পরাবলম্বিত ব্যক্তিমাত্রেরই ললাট-পটে দাসত্বের দৃঢ়-লগ্ন সামুদ্রিক রেখা, এবং অধরে ও নয়ন প্রান্তে রসিকতার সুমধুর চিত্ররেখা সকল সময়েই সমানরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্র-কন্যা কিংবা ভাই-ভগিনীর নাম রাখিতে হইবে, বাঙ্গালি এইরূপ সময়েও রসিক। তাই পুত্রের নাম রস-রাজ কিংবা রসিকচন্দ্র, কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরাণী, ভ্রাতার নাম প্রাণনাথ দত্ত কিংবা রতিকান্ত রায়, ভগিনীর নাম দিগম্বরী, রস-মঞ্জরী, অনঙ্গবিলাসিনী অথবা অনুপ-নিতম্বিনী। নামেও ঐরূপ অলোক-সাধারণ রসিকতা পৃথিবীর সকল দেশেই দৃষ্ট হইয়া থাকে কি?

দেশবিশেষের নামাবলী পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতিপাঠ। রুশেরা পিতৃভক্ত ও পুরুষানুক্রমিক পুরাতন গৌরবে অনুরক্ত। সুতরাং তাহাদিগের সকলের নামই, দাশরথি ও জানকী প্রভৃতি নামের ন্যায়, পিতৃ-পরিচয়ে চিহ্নিত। যথা, নিকলোভিচ, পিটারোভিচ্ ইত্যাদি। তাহাদিগের ভাষায় যুবরাজ শব্দের জন্য যৌবরাজ্যবোধক কোন শব্দ নাই,—শব্দ আছে জ্যারোভিচ্ এবং তাহার অর্থ জ্যারের পুত্র।

ব্রিটনেরা জ্ঞানে, গুণে,—বাণিজ্য-বলে এবং রাজনীতির বিচিত্র কৌশলে, আজি কালি এক অর্থে সমস্ত সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয়, এবং সর্ব্ব প্রকার পার্থিব উন্নতির পথ প্রদর্শক ও অগ্রনায়ক। কিন্তু, যদি কেহ এই ক্ষত্রবণিগ্ভাবান্বিত ক্ষমতাপন্ন জাতির ইতিবৃত্ত পাঠে বিজ্ঞানের চক্ষু লইয়া নিবিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, বিজ্ঞান-শিক্ষা, বিজ্ঞান-সমালোচনা এবং বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুশীলনই যেন এই জাতির সর্ব্বপ্রকার শক্তি-সমৃদ্ধির আদিনিদান। ব্রিটনেরা যে বিজ্ঞান লইয়া ওতপ্রোত জড়িত অথবা বিজ্ঞান-সমুদ্রে আকণ্ঠমগ্ন, তাহা তাহাদিগের নামের নির্ঘণ্ট দেখিলেই অনুভব করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞানের আরাধ্যবিগ্রহ জড় জগৎ, এবং জড়জগতের শেষ তত্ত্ব উহার ক্রমিক-বিবর্ত্ত (Evolution) অথবা ক্রম-বিকাশকাহিনী। ব্রিটনের আরাধ্যবিগ্রহও জড় জগৎ, এবং তাহার নামের ইতিহাস এক প্রকারে বিবর্ত্তবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। জড় জগৎ প্রান্তরিক, ধাতব, ভৌমিক, ঔদ্ভিদ ও জান্তব প্রভৃতি যত যত ভাগে বিবর্ত্তবাদের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত, ব্রিটনদিগের নাম-নিচয়ও প্রান্তরিক, ধাতব, ভৌমিক, ঔদ্ভিদ ও জান্তব প্রভৃতি তত তত ভাগে সুবিভক্ত। যেন জাতির প্রাণ-দেবতা বুঝিয়া বুঝিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া, এ নামগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। পাঠকের কৌতূহল হয় ত নিম্নলিখিত তালিকায় ইহার কিছু কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করুন। তালিকাটি একটুকু বড়, কিন্তু উহাতে জ্ঞান-

বিজ্ঞানের কথার সঙ্গে বস-রসিকতারও ছিটা ফোঁটা এবং নানাবিধ চিন্তনীয় কথা না আছে এমন নহে।

১। প্রাস্তরিক নাম।—মিষ্টর ষ্টোন্ (Mr Stone) অর্থাৎ প্রস্তর মহাশয়। এই তালিকায় গ্লাড্‌ষ্টোন্ (Gladstone) ও লিভিংষ্টোন্ (Livingstone) এই দুইটি নাম জগৎপ্রসিদ্ধ। প্রস্তর মহাশয়ের জীবন-সঙ্গিনী বাঙ্গালির মেয়ের মত রস-রঙ্গিণী হইলে, সোহাগে ফুলিয়া বলিতে পাবেন, "তুমি ত পাষাণ"।

২। ধাতব নাম।—মিষ্টব গোল্ড্ (Mr Gold) অর্থাৎ স্বর্ণ মহাশয়। গোল্ড্ নামে কতিপয় ব্যক্তি, সাহিত্য ও বাণিজ্য উভয় জগতে, বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। এই তালিকায় ব্র্যাস্ (Brass), সিলভব (Silver), আয়রণস (Irons) ও ষ্টীল্ (Steel) প্রভৃতি নাম * উল্লেখযোগ্য। ষ্টীল্ অথবা ইস্পাতবোধক নাম আডিসনের সহযোগিতায় ইংরেজি সাহিত্যে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। বাঙ্গালির চক্ষু ধাতব পর্যায়ের অন্য কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু স্বর্ণ, সোনা বা কাঞ্চন প্রভৃতি শব্দ বঙ্গীয় কুল-ললনার নামরূপে নাটক-নভেলেও সমাদৃত হইয়াছে।

৩। ভৌমিক নাম।—মিষ্টর ল্যাণ্ড্ (Mr Land) অর্থাৎ ভূমি মহাশয়। এই তালিকায় মিষ্টর একাব (Mr Acre) অর্থাৎ তিন-বিঘা-ভূমি এবং মিষ্টর ফোব্‌একার (Mr Fouracre) অর্থাৎ বার-বিঘা-ভূমি, এই দুইটি নাম স্থান পাইতে পাবে। নদী, নালা, হ্রদ, ডোবা, ও রাস্তা-বোধক নামও নিশ্চয়ই ভৌমিক পর্য্যায়ের অন্তর্গত। সুতরাং মিষ্টর রিভার্স্ (Mr Rivers, মিষ্টর ব্রুক (Mr Brook,); মিষ্টর লেক্ (Mr Lake), মিষ্টব পূল্ (Mr Pool) এবং মিষ্টর বোড্ (Mr.

* পিত্তল, রূপা, লোহা, ইস্পাত।

Road), এই নাম-নিচয়ও এই স্থানেই নিবেশিত হইল। বাঙ্গালির গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, তরঙ্গিণী ও সরসী প্রভৃতি রমণী-নামের সহিত এই পর্য্যায়ের কোন কোন নামের অতি সুন্দর প্রকার-সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

৪। উদ্ভিদ নামের তালিকায় মিষ্টর ট্রী (Mr Tree) অর্থাৎ বৃক্ষ মহাশয়, এই নামটি সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কারণ, ইহা বৃক্ষের জাতি-বোধক। বৃক্ষের বিশেষ গণনায় মিষ্টর মেঙ্গোজ (Mr Mangoes) অর্থাৎ আম্র মহাশয়, মিষ্টর হথর্ণ (Mr Hawthorn), মিষ্টর ফ্লাওয়ার (Mr Flower) অর্থাৎ কুসুম, মিষ্টর রোজ (Mr Rose) অর্থাৎ গোলাপ, মিষ্টর উডহেড (Woodhead) অর্থাৎ কাষ্ঠমস্তক এবং মিষ্টর উডবার্ণ (Woodburn) অর্থাৎ কাঠপোড়া প্রভৃতি নাম সামাজিক পাঠকের নিকট অবশ্যই সুপরিচিত। কুসুম ও গোলাপ এই দুই নাম লইয়া বাঙ্গালি স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর কলহ হওয়া অসম্ভব নহে। কেন না, স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই এই দুইটি নাম লক্ষিত হইয়া থাকে। রাইস (Rice) অর্থাৎ চাউল, কটন (Cotton) অর্থাৎ কার্পাস এবং গার্লিক (Garlic) অর্থাৎ রশুন প্রভৃতি নাম ভৌমিক অথবা উদ্ভিদ ইহার কোন পর্য্যায়ে পড়িবে, তাহা পাঠকের বিচার-সাপেক্ষ।

৫। উদ্ভিদ্ জগতের পর জন্তুজগৎ। জন্তুজগতের নিকট ব্রিটিশ জাতির কত কত বিখ্যাত ব্যক্তি নিজ নিজ নামের জন্য ঋণী, তাহা গণিয়া শেষ করা কঠিন। আমরা এখানে, উদাহরণের জন্য, বিহঙ্গ ও বন্য জন্তু, এই দুইয়ের নাম হইতে কএকটি মাত্র নাম সংকলন করিলাম। এই কএকটি নামেই আমাদিগের মুখ্য কথা প্রমাণিত হইবে।

প্রথম—বিহঙ্গ। বিহঙ্গের জাতিবাচক ইংরেজী শব্দ বার্ড (Bird)। কোন কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজের নামও মিষ্টর বার্ড (Mr. Bird)।

বিহঙ্গের বসিবার আসন উড (Wood) অর্থাৎ কাষ্ঠ ; এবং বার্ড ও উড, এই দুইএর সমাস-সম্মিলনে সুন্দর নাম হইয়াছে বার্ডউড (Birdwood)। বিহঙ্গের প্রকারবোধক বিশেষ বিশেষ নাম-সংগ্রহে, ময়ূর, বুলবুল, কপোত ও কাক প্রভৃতি নাম সকলেরই স্মৃতিতে উদিত হয়। এই সকল শব্দের অনুবাদে ব্রিটনের নাম পীকক্ (Peacock), নাইটিংগল্ (Nightingale), ডাভ্ (Dove) ও ক্রো (Crow)। মার্টিন (Martin), রবিন্ (Robin) এবং সোয়ালো (Swallow) প্রভৃতি নাম এই তালিকায়ই ঠাঁই পাইবে। ব্যাড্‌কক্ (Badcock) অর্থাৎ মন্দকুক্কুট এই নামটিও এখানে পাঠকের স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে। এই নাম উপলক্ষে যবজনদিগের মধ্যে কত প্রকার কদর্থ শ্লেষ-পরিহাস হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি না। বাঙ্গালি মেয়েদিগের মধ্যে বুলবুল এই নামটি বোধ হয় কথনও কথনও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়—বন্যজন্তু। বন্যজন্তুর নাম-গণনায় ফক্স (Fox), হগ্ (Hogg), বুল (Bull), উল্ফ্ (Wolf) এবং ষ্ট্যাগ্ (Stag) প্রভৃতি নাম * কাহার কর্ণে না যশঃকীর্ত্তির কল-মধুর হৃদয়হারি ধ্বনির সহিত প্রবিষ্ট হইয়াছে? আমরা পার্লিয়ামেন্টের প্রাতঃস্মরণীয় সভ্য স্বর্গগত ফক্স্ (Fox) সাহেবের নাম স্মরণ করিয়া অনেক সময়ে উদ্দেশে অভিবাদন করি, এবং তাঁহার পারমার্থিক গ্রন্থ-পত্র পাঠ করিয়া আনন্দে আপ্লুত হই। বাঙ্গালি এই পর্য্যায় হইতে একটি নামও সংগ্রহ করে নাই। কিন্তু পুরাতন ভারতের বৃকোদর ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি নামে জন্তুগন্ধ আছে কিনা, তাঁহা সাহিত্যিকের আলোচ্য।

বন্যজন্তুর পর বন্য মানুষ। যথা, সেভেজ (Savage), ওয়াইল্ড্ (Wild) এনামগুলি ক্রম-বিকাশ-তত্ত্বেরই পরিপোষক নহে কি?

* শৃগাল, শূকর, বৃষ, বৃক এবং মৃগ প্রভৃতি।

বস্তু মানুষের পর সমাজপ্রবিষ্ট ও বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে নিবিষ্ট শ্রমজীবী মনুষ্য। এই তালিকায় বার্বার (Barber), ফুলার (Fuller), লেদার (Leather), লেড্‌বিটার (Leadbeater), বেকার (Baker) ও বুচার (Butcher) প্রভৃতি নাম।* স্মিথ্ (Smith) বলিলে কর্ম্মকার বুঝায়। শুধু স্মিথ্ নামে যশস্বী ব্রিটন সমাজে পূজা পাইয়াছেন, এবং সেই নামের সঙ্গে সোনারূপার যোগ করিয়া গোল্ড্‌স্মিথ্ ও সিলভারস্মিথ্ নামে অনেকে সম্মানিত হইয়াছেন। কাব্যসাহিত্যের কমনীয় কুসুম গোল্ড্‌স্মিথ্ (Goldsmith) বঙ্গীয় বালকদিগেরও প্রাণ-প্রিয়। মিষ্টর স্ক্রিপচার (Mr Scripture) অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থ, মিষ্টর সার্ভিস্ (Mr Service) অর্থাৎ ধর্ম্মসেবা, এই অশ্রুতপূর্ব্ব নামদ্বয় এই পর্য্যায়ে নিবেশ-স্থান পাইতে পারে কি না, পাঠক তাহার মীমাংসা করিবেন।

ব্যবসায়ের পর সামাজিক সম্মান। এই পর্য্যায়ে মিষ্টর জেণ্ট্‌লম্যান্ (Mr Gentleman), মিষ্টর নোব্‌ল্ (Mr Noble), মিষ্টর ডিউক্ (Mr Duke) ও মিষ্টর কিঙ্ (Mr King) প্রভৃতি নাম। বাঙ্গালির নৃপতি, ভূপতি, নৃপেন্দ্র, ভূপেন্দ্র এবং রাজকুমার ও মহারাজ প্রভৃতি নাম কতকটা পূর্ব্বোক্ত নামগুলির অনুরূপ। একবার একটি মেয়ের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহার নাম ভারতেশ্বরী।

সামাজিক সম্মানের অব্যবহিত পরেই আমোদ-প্রমোদ। এইবার গুড্‌ফেলো (Goodfellow), জলি (Jolly), মেরী (Merry) প্রভৃতি নাম কেমন সুন্দর সাজিয়াছে, ইহা পাঠক ভাবিয়া দেখুন।

ইহার পর অর্থাৎ ক্রম-বিকাশের চরমসীমায় প্রেমের বিকাশ। এই তালিকায় যে সকল নাম প্রবেশ পাইয়াছে, তাহার সকলগুলিই মনুষ্যের

* ক্ষৌরিক, রজক, মার্জ্জিত পশুচর্ম্ম, সীসাসংস্কারক, রুটিওয়ালা ও কসাই প্রভৃতি

হৃদয়-রঞ্জন—কোন কোনটি একটুকু বিচিত্রভাবে রমণীরঞ্জন। যথা, মিষ্টর সুইট (Mr Sweet) অর্থাৎ মধুর সাহেব, মিষ্টর ঈয়ঙ (Mr Young) অর্থাৎ নবীন যুবা, মিষ্টর ঈয়ঙ হাজ্ব্যাণ্ড (Mr Younghusband) অর্থাৎ যুবস্বামী, ডীয়ারলাভ (Dearlove) অর্থাৎ প্রিয়-প্রেম, লাভ জয় (Lovejoy) অর্থাৎ প্রেমানন্দ।

আজি কালিকার আধো-বধূ, আধো-বিবি-ভাব-বিলাসিনী বঙ্গীয় কুল-কামিনীরা কাব্যরসের ফোয়ারা-স্বরূপ। তাঁহাদিগের কেশ-বিন্যাসের ভঙ্গী হইতে পদ-বিন্যাসের কম-পদ্ধতি পর্য্যন্ত সমস্তই কাব্যকথার জীবন্ত বিন্যাস। তাঁহারা ইহা ভাগ্য বলিয়া মানিতে পারেন যে, দিনান্ত-সুখ-সমাগম-সময়ে কর্ম্মভার-নিপীড়িত ক্লান্তকলেবর কান্তকে কখনও তাঁহাদিগের "হে শৃগাল" (Fox), অথবা "হে বৃক" (Wolf) প্রভৃতি রসবিরোধি শ্রুতিকঠোর নামে সম্ভাষণ করিতে হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে বঙ্গের গৃহে গৃহে, দিবসে ও নিশীথে, কিরূপ মুক্তমুখ হাসির ফোয়ারা সহস্র ধারায় উছলিয়া পড়িত—হাস্যপরিহাসের কিরূপ উদ্দাম তরঙ্গ উন্মাদনৃত্যে ক্রীড়া করিত, তাহা কল্পনা করিতেও সমর্থ নহি। কিন্তু রসিকতা অথবা রস-প্রিয়তার অনুরোধে, মহিমান্বিত বাঙ্গালির মধুগন্ধি নামাবলী যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষে শোভা পায় কি না, এবং সুপুরুষের তাহাতে সুখ-প্রীতিলাভ সম্ভবে কি না, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অথবা ইহাতে সংশয় ও বিস্ময়ের কথা কি ? যাহারা স্বজাতির জীবন-স্রোতে শক্তি-সামর্থ্য-সঞ্চালন-কামনায় আদ্ধাতালে গীত গাইতে পারেন এবং তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া, নাচনিচ্ছন্দের অশ্রাব্য কবিত্বময় জাতীয় হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা উদ্গিরণ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্রকেশরী সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামিনীকান্ত, যামিনীভ্রান্ত, কুমুদিনীদাস্ত ও বিরহিণীশ্রান্ত, অথবা রমণীরঞ্জন, সুন্দরী-গঞ্জন, এবং ভামিনীভ্রম-ভঞ্জন ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

কবিসমাজের কীর্ত্তিবিগ্রহ শেক্ষপীর কহিয়াছেন ঃ—

"নামে কি করে,

গোলাপ, যে নামে ডাক, সুগন্ধ বিতরে।*

আমরা অকবি, সুতরাং একথা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের প্রকৃতই এই বিশ্বাস যে, নামে আর কিছু না করুক, উহা দেশীয় রুচি ও সাময়িক প্রকৃতির অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রদর্শন করে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশে ভদ্রলোকে দেবতার নাম ছাড়া পুত্রকন্যার জন্য অন্য কোন নাম চিন্তা করিতে শঙ্কিত হইতেন। তাই, শিবনাথ, শম্ভুনাথ, বৈদ্যনাথ, ভোলানাথ, বাসুদেব, কৃষ্ণপ্রসাদ, গুরুপ্রসন্ন ও দুর্গাপ্রসন্ন প্রভৃতি নাম সমগ্র বঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছিল। সে ধর্ম্মভাব এইক্ষণ লোপ পাইয়াছে, এবং সুতরাং নামেও আর এক প্রকার রুচির প্রবাহ প্রবিষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যবীরদিগের নাম ছিল ভরত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, বলদেব, সাত্যকি, দুর্য্যোধন, ভীম, ঋষিদিগের নাম ছিল বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ব্যাস,— শাস্ত্রকারদিগের নাম ছিল, পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, কণাদ, এবং দেশস্থ সাধারণ ভদ্রলোকদিগের নাম ছিল শতানন্দ, সুরজিৎ, পুণ্ডরীক ও প্রহ্লাদ। যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি মাননীয় আর্য্যগণ বঙ্গে প্রথম সমাগত ও উপনিবিষ্ট হইলেন, তখন এই বঙ্গেরই বাঙ্গালিদিগের নাম ছিল শূরসেন ও বীরসেন বিজয় ও বল্লাল, এবং সেই সমাগত মহানুভাবদিগের নাম ছিল দক্ষ, বেদগর্ভ, মকরন্দ ও বিরাট। তাহার পর, যবন-অত্যাচারের প্রাদুর্ভাবসময়ে বঙ্গভূমি যখন অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্ব্বথা অধোগতি প্রাপ্ত হইল, শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে প্রবল ভাটা লাগিল, বিদ্যাবুদ্ধি ও মহত্ত্বের গৌরব পর-

* "What's in a name ? that which we call a rose,
By any other name would smell as sweet "

পাদুকা-লেহনজন্য নূতন গৌরবের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহাদিগের নাম হইল, আট, চাই, কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি। * এইক্ষণ, বহুদিনের পর, বহুযুগের তপস্যার পর, বিলাস-সমুদ্রে ভাসমান, ২ সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুরুচিসম্পন্ন বাঙ্গালিবীরদিগের নাম হইয়াছে,—রমণী, কামিনী, মানিনী, ভামিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, অবলা, বিমলা, কিশোরী ও মোহিনী †। ইহার পর কোন দিন হয় ত, কোন এক সুরসিক বাঙ্গালি, প্রেমবিলাস যাত্রায় নূতন রসের নূতন গীত শুনিয়া, আত্মজের নাম রাখিবেন,—"ললিত লবঙ্গলতা-লালাবল্লভ ধ্বজ"—এবং অনুজের নাম রাখিবেন, "প্রেমময়ী-পদ-পঙ্কজ রজ"। তিন কালের ত্রিবিধ রুচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম।

নামে যেমন বাঙ্গালির রসিকতা, সাহিত্য এবং সামাজিকতাতেও বাঙ্গালির সেইরূপ কিংবা ততোধিক রসিকতা সতত চলচ্চায়মান। আদৌ গ্রাম্য রসিক। গ্রাম্য রসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহাদিগের

* কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ নামের অভাব নাই।

২ ভাস্ ধাতু ভ্বাদিগণীয় ও আত্মনেপদী। সুতরাং "ভাসমান" পদ ব্যাকরণ অনুসারে শুদ্ধ। কিন্তু অর্থে বড় গোল আছে। সংস্কৃত ভাস্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। বাঙ্গালায় সে অর্থেও "দীপ্যমান" শব্দের ন্যায় 'ভাসমান' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু, এখানে প্রয়োগ হইয়াছে 'জলে ভাসা' অর্থে। এই অর্থ সকলেরই মানিয়া লওয়া উচিত। কেন না, এ অর্থ প্রকাশের জন্য বাঙ্গালায় অন্য কোনরূপ ব্যবহারযোগ্য শব্দ নাই এবং ধাতুমাত্রেরই অনেকার্থতা সাহিত্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে চিরপ্রসিদ্ধ।

† এ দেশের পুরুষদিগকে, নামের সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে, পুরুষেরা ইদানীং অনেক স্থলে এইরূপ সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হন,—"অ সুন্দরী। অ বিনোদিনী।" "ভাই অবলা"। আবার মেয়েরা মেয়েদিগকে ব্রজেন্দ্র ও সুরেন্দ্র বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কারণ, পুরুষের নাম সুন্দরীমোহন কিংবা অবলারঞ্জন, এবং অবলার নাম ব্রজেন্দ্রকিশোরী কিংবা সুরেন্দ্রবালা হইলে, ইহা বই আর কিরূপে অনুরাগ ও আদরের শ্রুতিমধুর সংক্ষিপ্ত সম্বোধন সংসাধিত হইতে পারে?

বেদ দাশরথির পাঁচালী, ভাষা আধুনিক কবিওয়ালাদিগের টপ্পা, এবং টীকা মধু কানের দুই একটি ঢপ্ সংগীত। তাঁহারা সভাস্থলে ইহার কোন না কোন ব্যক্তির অথবা ভারতচন্দ্রের দুই একটি 'মুন্সিয়ানা' কবিতা আওড়াইতে পারিলেই, আপনাদিগকে মল্লিনাথ কিংবা মম্মটভট্টের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র জ্ঞান করিয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠেন, এবং আলাপে কাহারও মাতা, শ্বশ্রূমাতা, দুহিতা কিংবা ভগিনীকে যদি ভঙ্গিক্রমে কুলকলঙ্কিনী, অথবা সন্তানতুল্য ঘনিষ্ঠজন-সম্পর্কে কলুষচারিণী বলিতে পারেন, তাহা হইলে, কি রসিকতা প্রদর্শন করিলেন, আর কি রসের কথাই না বলিলেন, ইহা ভাবিয়া আহ্লাদে অবশ হন।

গ্রাম্যদিগের মধ্যে যাহারা নব্য রসিক, হয় ত কোন দিন কোন এক গ্রাম্য পাঠশালায়, বাঙ্গালার দুচারি পংক্তি পড়িয়াছেন,—হয় ত কোন দিন কোন এক ভদ্র লোকের মুখে রাবণ নামক বিখ্যাত 'বৈজ্ঞানিক' লেখকের বিবরণ শুনিয়াছেন,—অথবা হয় ত কোন এক গবচন্দ্র ধনিসন্তানের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন দিন বঙ্গভূমির পুতুল সাজিয়াছেন, -যাহারা এইরূপ রসিক, তাঁহারা সাধারণতঃ বাসরঘরের বিরাজ-মোহন —নাটক-নভেলরূপ কমলবনের নবীন ভ্রমর, এবং প্রেমসরোবরের পীযূষ-পিপাসু ভেক। দুই একটি কদর্য্য কবিতা কণ্ঠস্থ আছে, বিদ্যার এই পর্য্যন্তই দৌড়। অবসর পাইলেই সেই কবিতা পড়িতে হইবে। নিধুর একটি বিধুমুখের গীত কোন কালে শিখিয়াছিলেন, তাহাও সুযোগমতে গাইতে হইবে। আর, মধ্যে মধ্যে মাইকেল নামক অভিনব এক খানি অমিত্রাক্ষর-কাব্যের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের কথা, অথবা বিষবৃক্ষ নামক উদ্ভিদ্-তত্ত্ব এবং শকুন্তলাতত্ত্ব নামক নূতন নাটকের কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকারের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিতে হইবে। নহিলে, লোকে তাঁহা-দিগকে রসিক বলিবে কেন?" যদি দেশে এইরূপ রসিকতারই আদর না থাকিত, তাহা হইলে কবির আসরের এক পার্শ্বে পিতা, আর এক পার্শ্বে

হুহিতা যুগপৎ উপবিষ্ট থাকিয়া কাব্য-রস-পিপাসার চরিতার্থতা সাধনে সমর্থ হইতেন না,—যাত্রার আসরে কৌশল্যা রামশোকে খেম্‌টা নাচিতেন না, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত কুল-কামিনীবা, অর্দ্ধশিক্ষিত নব্য রসিকদিগের ন্যায় শিক্ষা ও সভ্যতার নামে অবলাব স্বভাবসুন্দব শালীনতায় জলাঞ্জলী দিতে উৎসাহ পাইতেন না।

নগববাসী রসিকদিগকে পুবাকালে নাগব কহিত। এখনও তাঁহারা সেই নাগবই রহিয়াছেন,—বেশে নাগব, বিভূষণে নাগর, এবং রসিকতা ও বসেব কথাতেও ষোডশ কলায় সুশোভিত দুর্ব্বাব নাগব। মুখে সতত অর্থশূন্য অট্টহাস্য, মনুষ্যের মর্ম্মান্তিক দুঃখ এবং শোকের অন্তর্ভেদী আর্ত্তনাদ লইয়াও হাস্যপরিহাস, সকল কথাযই মুখ-ভঙ্গি এবং মুখ-ভঙ্গিতেই বিশ্ববিজয। ভগবানের চিবিযাখানায এই এক শ্রেণীর জীব। যেমন আগমবাদী তান্ত্রিকেব নিকট মদিবাগন্ধশূন্য মনুষ্যমাত্রই পশু, ইঁহাদিগেব নিকটও ধীর, গভীব, চিন্তাপবাযণ ব্যক্তিমাত্রই ভণ্ডতাপস ও অকর্ম্মণ্য লোক। ইঁহাদিগেব বসিকতাব প্রথম লক্ষণ পরনিন্দা। যিনি মুক্তকণ্ঠে ও মুক্তহৃদযে, প্রাণেব সহিত পরনিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন,—সদ্‌সৎসাহসীল কৃতী পুরুষকে পাগল কিংবা পাষণ্ড বলিয়া করতালি দিতে, এবং কি দেশের হিতকব, কি সমাজেব মঙ্গলকব সমস্ত প্রকারেব সংকর্ম্মকেই সময়ের অপব্যয় অথবা বাল-চাপল্য বলিয়া ভ্রূক্ষেপে উডাইয়া দিতে লজ্জা অনুভব কবিবেন, ইঁহাদিগেব নিকট তাঁহাব আসন লাভেব প্রত্যাশা বিডম্বনা। ইঁহাদিগের বসিকতাব দ্বিতীয় লক্ষণ স্বজাতি-বিদ্বেষ। স্বজাতীয়ভাষা, স্বজাতীব সাহিত্য, স্বদেশীয় আচার-ব্যবহাব ও বীতিপরিচ্ছদাদি সমস্তই ইঁহাদিগের চক্ষে বিষ। এই নিমিত্ত, যিনি মাতৃ-ভাষায় তিন আঁখর লিখিতে চারিটি * ভুল,—যথা, বৈশাখ লিখিতে

* তিন আঁখর লিখিতে চারিটি ভুল এবং বাঙ্গালায় তিন চাবিটি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলেও তাহার মধ্যে দুই তিনটি ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে মহামতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বইশাক' শব্দের বর্ণবিন্যাস দেখাইয়া আমাদিগকে বহু কথা বলিয়াছিলেন।

'বইসাক' না লিখেন, তিনটি কথা কহিতে কিংবা লিখিতে হইলে, তাহার মধ্যে চারিটি ইংরেজী শব্দ পুবিষ্ট না দেন, আপনার মূর্খতা লইয়া আমোদ ও অভিমান করিতে লজ্জিত হন, এবং স্বদেশে যাহা কিছু ছিল, কি আছে, কিংবা কালে হইতে পারে, তৎসমুদয়ের উপর অজস্র গালি বর্ষণে সঙ্কুচিত রহেন, ইঁহাদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইঁহাদিগের রসিকতার তৃতীয় লক্ষণ ইতর-জন-সেব্য অশ্লীল ভাষা। যে সকল শব্দ অভিধান কর্ত্তৃক ঘৃণায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং সমাজের ভদ্রবিভাগ হইতে দূরীকৃত হইয়া পাপনিবাসের পঙ্কিল হ্রদে লুকাইয়া রহিয়াছে, সেই সকল অকথ্য শব্দই ইঁহাদিগের কথ্য ভাষা এবং আদরের ধন। যিনি জিহ্বাকে তাদৃশ শব্দের দ্বারা কলুষিত করিতে ক্লিষ্ট হন, ইঁহাদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইঁহাদিগের রসিকতার চতুর্থ লক্ষণ নিজ নিজ ভার্য্যাপ্রসঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রের সঙ্গে প্রেম-প্রলাপ। যিনি সুনীতি কিংবা সজ্জনানুমোদিত সুরুচির অনুরোধে সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী, জীবনের সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপরিগৃহীতা ভার্য্যাকে গণিকা হইতেও ঘৃণিত রূপে বর্ণনা করিতে গ্লান ও পরিম্লান রহেন, ইঁহাদিগের নিকট তাঁহারও আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। হায়! এইরূপ রসিকপ্রবরদিগের হস্তেই বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ কল্যাণ ন্যস্ত রহিয়াছে।

যখন ক্ষণ-জন্মা মধুসূদন মনোমদ মধুর-নিঃস্বনে কবিতায় বঙ্গভারতীর স্তুতিগীত গাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বঙ্গের কতিপয় উচ্চশিক্ষান্বিত ও প্রতিভাসমন্বিত ক্ষমতাশালী পুরুষ বাঙ্গালাসাহিত্যের পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন এবং উন্নতি ও বিকাশের জন্য প্রথম লেখনী ধারণ করিলেন, তখন লোকের এইরূপ আশা হইয়াছিল যে, এতদিনে বাঙ্গালি, পঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া, পদ্মমধুর জন্য মানসসরোবরে সন্তরণ করিতে শিক্ষা করিবে। কিন্তু, এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, লোকের সে আশাও

মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণতি পাইতেছে। কারণ, অনুকরণের পর অনুকরণে, তার আবার বিকৃতানুকরণ, বাঙ্গালায় ইদানীং যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই রসের কথা, এবং যাহারা ঐ শ্রেণির বাঙ্গালাগ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সাধারণ নাম, রসিক।

পূর্ব্বে যেমন আমরা বাঙ্গালার স্বজাতি-হিত-ব্রত শূর-সিংহ ও বীর-সিংহদিগের নামাবলী পাঠ করিয়াছি, যে সকল অমূল্য গ্রন্থের দ্বারা সেই স্বজাতি অবাধ উন্নতি লাভ করিবে, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এস্থলে তাহারও দুই একটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গালির মস্তিষ্কসম্ভূত বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনগ্রন্থমালার নাম চিন্তামণিদীধিতি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শব্দতত্ত্বকৌমুদী এইক্ষণকার গ্রন্থসমূহের নাম,— 'হায় কি মজার শনিবার,' 'হায় কি রসের নূতন বাজার' ইত্যাদি। বঙ্গদেশ কাব্যের প্রিয়নিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রস-সমুদ্রের আকাশিক উচ্ছ্বাসে এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একবারে এক সঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষদুঃখকাতরা ক্ষীণ-কলেবরা বঙ্গভূমি কাব্যের উর্টাভিঘাতি তরঙ্গতাড়নে এবং রসের কথার অকথ্য উৎপীড়নে অহোরাত্র থর থর কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দ্দশ বৎসরের বালক, শিক্ষকের সমুচিতশাসনে ও গল-গর্জ্জনে বিদ্যালয়ে তাহার স্থান হইল না. গৃহিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, শ্বশ্রূজনের নিষ্ঠুরগঞ্জনায় গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার চিত্ত রহিল না। অতএব উভয়ে মিলিয়া কবিতা লিখিলেন, 'হায় বৃথা আছি' অথবা 'হায় বৃথা কাঁদি'। অনুসন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক কবিতাপুঞ্জের অনেক কবিতাই এইরূপ রসলিপ্সু বালক বালিকার রসিকতার বিজৃম্ভণ।

কেবল বালক বালিকারাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। বৃদ্ধ এবং বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদিগের মধ্যেও অনেকে এই রসবিকারের প্রবলস্রোতে পড়িয়া ইদানীং হাবুডুবু খাইতেছেন। এদেশের একজন যশস্বী কবি এক

সময়ে আদিরসের কবিতা লিখিতে বড় ভালবাসিতেন। আদিরসের কবিতা লিখিতে তাঁহার ক্ষমতাও ছিল। ঐ প্রকার উচ্ছল আদিরসের কবিতা নীতিবিগর্হিত বলিয়া অনেক সময়ে যার-পর-নাই অনিষ্টকর হইলেও, উহা ভাবের আবেগে এবং ভাষার পারিপাট্যে প্রায়শই এক শ্রেণির পাঠকের একান্ত প্রীতিকর। তিনি কবিতা লিখিলেন 'কেন দেখিলাম'। কবিতাটি দূষ্য, কিন্তু লিপিক্ষম ব্যক্তির লেখনীযোগ্য। অমন কবিতা ঠিক ঐরূপ উদ্দীপনী ভাষায় বাঙ্গালায় আর কেহ লিখিতে পারে কি না, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তনে ন্যূনতঃ একশত মস্তিষ্কশূন্য এবং শতাধিক রস-পরিচয়-শূন্য অকর্ম্মণ্য যুবা কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন চাহিলাম,' 'কেন চাহিলে' 'কেন নাচিল নয়ন,' 'কেন ঝাঁপিলে বদন।' এই ভাবে, যেন তেন প্রকারে অদ্যাপি অনন্ত-কোটি 'কেন' বাঙ্গালায় লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে। এইরূপ রসের 'কেন' এই রসিকতার রাজ্য ছাড়িয়া আর যে যায়, এমন ভরসা কি?

যে সময়ে যুবরাজ এ দেশে পদার্পণ করিলেন,—প্রফুল্ল শরচ্চন্দ্রের ন্যায়, আনন্দলহরী বিকীর্ণ করিয়া ভারতে ভারতসাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য উপনীত হইলেন, তখন এদেশের কাব্যকণ্ঠে ভয়ানক এক কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। যেই দুই তিনটি প্রকৃত কবি জাতীয়সম্মান রক্ষার অভিলাষে কবিতায় যুবরাজকে সম্ভাষণ করিলেন, অমনি কবিতার ককার-বোধবিরহিত সহস্র যুবা, যেন কি এক রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া, যুবরাজকে কবিতায় অঞ্চলের ধন, অভাগিনীর জীবন, শ্বেত রতন বলিয়া, চতুর্দ্দিক্ হইতে সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। লোকে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা কি? বঙ্গভূমির বাৎসল্য রস সহসা এইরূপ উছলিয়া উঠিল কেন? কিন্তু, যেহেতু শুধু এক বাৎসল্যরসেই কবিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় না, এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পুরাতন

কবি রঙ্গভূমিতে লালায়িতহৃদয়ে ও দর্পসহকারে প্রবেশ করিয়া কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভারতমাতা জরতী হইলেও আজি রস-ভাবের উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় নবযুবতী হইয়াছেন, এবং যৌবনের শোভা দেখাইয়া,—কেশে ফুল, কর্ণে দুল এবং কপোলে চূর্ণকুন্তল দোলাইয়া, নরেন্দ্ররঞ্জন নৃপনন্দনকে প্রেম-ভরে আহ্বান করিতেছেন,—অতএব যুবরাজ সানন্দে আসিয়া সমাগত হউন। এই কবিতা আমাদিগের কল্পিত প্রলাপ নহে। ইহা লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, এবং সহৃদয় পাঠকবর্গ অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—ইহা রসের কথা। পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের ভক্তিপূত-প্রাণ ভারত-মাতা বলিয়া যাঁহার নাম করিতেছে,—দেশে বিদেশে শাস্ত্রার্থদর্শী সুধীপুরুষেরা যাঁহাকে সভ্যতা ও সামাজিক নীতির আদিজননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্নখনি এবং সকল ভাষার প্রস্রবণরূপিণী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, আর্য্যাশ্রু-প্রবাহরূপা নর্ম্মদা ও ভাগীরথীর পবিত্রবারিধৌতা সেই ভারতভূমিকে চটুলনয়না নবীননায়িকা সাজাইয়া, তাঁহাকে রাজবেশে বিভূষিত নবীননায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করা সামান্য কবিত্বশক্তি এবং সামান্য রসিকতার পরিচায়ক নহে।

আর একজন রসের কবি রূপজীবিনী পণ্যবিলাসিনীদিগের রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি ষড়্‌গুণাত্মক নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া কবিতা লিখিতেই বড় সুখী হইয়া থাকেন। মনুষ্য মনুষ্যের নিকট যাহা বলিতে পারে না, মনুষ্য মনুষ্যের নিকট যাহা শুনিতে চাহে না, শুনিতে পারে না, তিনি কবিতায় সেই সকল অশ্রাব্য কথা অতি সুললিত মনোহর ভাষায় প্রকটন করিতেছেন, এবং ঐরূপ অপাঠ্য একখানি কাব্য লিখিয়া তাঁহার ভার্য্যার নামে তাহা উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারই লিখনভঙ্গিতে জানা যায় যে, এই কাব্য তাঁহার ইতিহাস, এই কাব্যে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, ইহার অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার আত্মকথা। তিনি কোন একটি সরলহৃদয়া

কুলবালাকে কিরূপ কৌশলে ও কমনীয় কুহকে বশ করিয়া কুলপিঞ্জরের বাহিরে আনিয়াছেন, আর একটিকে বাহিরে আনিয়া পরিশেষে কি ভাবের আবেশে কেন ত্যাগ করিয়াছেন, তৃতীয় একটিকে প্রণয়কলহে একবার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কি উপায়ে নগরের উপকণ্ঠে স্বকীয় উদ্যানে লইয়া গিয়াছেন, চতুর্থ একটিকে নর্ত্তকী বানাইয়া, সেরী সাম্পেন প্রভৃতি সামগ্রী সহকারে পাঁচ ইয়ারের মজলিসে কিরূপে সভায় আনিয়া দেখিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ও উল্লিখিত কাব্যখানিতে বিবিধ মধুরচ্ছন্দে বিন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে ইহা বলিয়া অবশ্যই এইক্ষণ আশ্বাস দিতেছে যে "হে কবিবর! হে বঙ্গীয় কাব্যবনের ললিত-মধুলোলুপ' নূতন ভ্রমর! তুমি আর অকারণ করুণস্বরে রোদন করিও না। তুমি যাহার জন্য বাগ্রাবিষ্ট হইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছ, রচনা করিয়া যাহাকে ইহা উপহার দিয়াছ, তিনি অতঃপর নিঃসংশয় তোমাকে রসিক বলিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিবেন, এবং বঙ্গদেশের গ্রামস্থ ও নগরস্থ উভয় শ্রেণীস্থ রসিক পাঠকই ইহার অভ্যন্তরীণ রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া তোমার ক্ষমতা ও গুণবত্তা, তোমার ভাবুকতা ও রসশাস্ত্রে প্রবীণতার কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।"

যদি উদাহরণের বাহুল্য প্রদর্শন আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আমরা এইরূপ কাব্যগত রসিকতার অসংখ্য উদাহরণ পাঠকবর্গের নিকটে অনায়াসে উপস্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু বোধ হয়, আমাদিগকে সে আয়াস পাইতে হইবে না। যাহারা বাঙ্গালা কাব্যের অনুশীলন কি সমালোচন করেন, আমাদিগের ভরসা আছে যে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে আমাদিগের কথায় সায় দিবেন, এবং উল্লিখিতরূপ বিকট রসের ভয়াবহ লহরীতে ভাসিয়া ভাসিয়াই যে, বাঙ্গালি ও বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাণে মরিতেছে, ইহা হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিবেন।

তবে কি রসিকতা ও রসের কথা পাপ? মনুষ্যের হৃদয়নিহিত

রস-পিপাসা এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক রসোচ্ছ্বাস কি পরিত্যজ্য বস্তু? প্রকৃতির এই রসপূর্ণ অমৃতনিকেতনে উপবেশন করিয়া, এমন কথা মুখে আনিতেও আমাদিগের সাহস হয় না। আমরা যখন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সেই অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, ঔদাস্যব্যঞ্জক শোভাদর্শনে বিমোহিত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাই, তখন আত্মস্মৃতির প্রথম স্ফুরণেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এইরূপ বলিতে থাকি যে, ইহা দেখিয়াও যাহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃসত্ত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন সহসা কোন অটবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতীব শ্যামকান্তিতে প্রতিবিম্বিত সায়ন্তন সূর্য্যের অপরূপ কান্তি অবলোকন করি— সূর্য্যের আলোক বৃক্ষের পত্রে পত্রে ও পত্রান্তরালে প্রবেশিতভাবে জড়িত হইয়া কিরূপ হাসিতে থাকে ও খেলিতে থাকে, যখন আমরা স্তিমিতনেত্রে তাহা দর্শন করি, তখন ইহাই প্রথম মনে হয় যে, এই মাধুরী, এই তরুরাজি, এই লতাবিতান, এই নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শনেও যাহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃসত্ত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন কোন প্রশস্তহৃদয়া ও প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বিনীর পুলিনপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া উহার তরঙ্গরাজির সহিত পূর্ণচন্দ্রের প্রভা-তরঙ্গবিলাসি লীলানৃত্য নিরীক্ষণ করি, স্রোতস্বিনী চন্দ্র-কিরণ-স্পর্শে যেন একটুকু প্রমত্ত হইয়া, বক্ষে চন্দ্রহার পরিয়া, চন্দ্রমালা দোলাইয়া, কুলু কুলু ধ্বনিতে, কতই কি কহিতে থাকে, আমরা যখন কর্ণ ভরিয়া তাহা শ্রবণ করি, তখন, মুখে কথা না ফুটিলেও, মনে ইহা অবশ্যই বলিয়া থাকি যে, প্রকৃতির এই বিনোদ দৃশ্যদর্শনে, এই অপরিস্ফুট রসালাপ শ্রবণেও যাঁহার হৃদয় রসসঞ্চারে আর্দ্র হয় না, তিনি চক্ষুঃসত্ত্বে অন্ধ, তিনি শ্রুতিসত্ত্বে বধির, তিনি কখনই মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়।

কাব্যে নবরস, প্রকৃতির এই অনন্ত বিস্তারিত মায়াকাননে—অনন্ত

রস। তুষার-সমাবৃত দুর্নিরীক্ষ্য পর্ব্বতের কাছে রসের এক কাহিনী, তনুভর-দুলিত-লতা-বিলম্বি পুষ্পস্তবকের কাছে রসের আর এক কাহিনী। সমুদ্রের ফেণায়মান ধূ ধূ বিস্তারে রসের এক কথা, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে রসের আর এক কথা। মরুভূমির মধ্যস্থলে বিরাজিত, অসংখ্য শাখা প্রশাখা ও ঘনসন্নিবিষ্ট শ্যামল পল্লবরাশিতে পরিশোভিত, বিহগকণ্ঠ-মুখরিত বিশাল-বৃক্ষে রসেব এক উচ্ছ্বাস, এবং মনুষ্যের প্রমোদকুঞ্জের প্রিয়সখা স্বরূপ নবোন্মত তরুশিশুর তরুণ শোভায় রসের আর এক উচ্ছ্বাস। যাঁহারা যথার্থ রসলিপ্সু, যথার্থ রসিক, তাঁহাবা এই রসই পান করিতেছেন এবং চিরকাল এই রসই পান করিয়া কৃতার্থ হইবেন। বিজ্ঞানের গম্ভীরা মূর্ত্তি এই রসের সংস্পর্শ পাইয়াই সাধকের নিকট সুধাময়ী বলিয়া প্রতিভাত হয, এবং প্রকৃত কবিতাও এই রসের কণিকা লইয়াই, কোকিলাব ন্যায় কলকণ্ঠে গাইয়া গাইয়া, সর্ব্বত্র সুধা বিতরণ করে।

পাঠক, তুমি কি প্রকৃতির এই রসোপহাবে উপেক্ষা করিয়া,—বিজ্ঞান ও কবিতা, চিরপ্রীতিবদ্ধ দম্পতীর মত, সম্মিলিতস্বরে যে গভীর গীত গাইতেছে, তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, শুধু তরল রসের তবল কথা শুনিতেই ভালবাস? যদি তাহাতেই তোমাব হৃদয়ের তৃষ্ণা ও লালসা নিহিত রহিয়া থাকে, তবে এস,—যেখানে কল্পনার কুঞ্জবনে শকুন্তলা, মাধবী ও সহকারের প্রণয়বিলাস দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া, সখীদিগের সহিত সলজ্জমধুর স্নেহরুদ্ধকণ্ঠে কথোপকথন করিতেছেন,—অথবা যেখানে রামচন্দ্র রমণীকুলের মুকুটমণি 'বিমনায়মানা' জনকনন্দিনীকে বাহুলতাব আলম্ব প্রদান করিয়া, উভয়ে মিলিয়া, চারি চক্ষে চিত্রপট দেখিতেছেন,—কিংবা বেখানে রোমিও জুলিয়টের গবাক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়েব আবেগপূর্ণ প্রবাহ অপূর্ণ মানুষী ভাষায় ঢালিয়া দিতেছেন, সেই স্থলে গমন করি। কি গভীর, কি তরল, রসের কথা শুনিতে চাও ত

কোকিল ও ভ্রমরের নিকট যাও। কাক ও ভেকের নিকট কে কবে রসের কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছে?

স্বার্থপরতার সূক্ষ্মভেদ।

স্বার্থপরতা মানবপ্রকৃতির কলঙ্ক কি স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম, সে বিষয়ে বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অনেকে স্বার্থপরতাকে সংসারের একমাত্র কণ্টক, উন্নতির একমাত্র অন্তরায় এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের অসৌহার্দ্দের একমাত্র হেতু বলিয়া ইহার প্রতিকূলে চীৎকার করেন। অনেকে আবার ইহা হইতেই গ্রাম, নগর, জনপদ,—রাজ্য, সাম্রাজ্য ও জয়-কীর্ত্তি,—ইহা হইতেই মনুষ্যের উন্নতি এবং পৃথিবীর সমস্ত উচ্চানুষ্ঠান, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া স্বমতবিরোধিদিগকে উপহাসে উড়াইয়া দেন। এই দুইয়ের কোন্ পক্ষ সত্যের অধিকতর সন্নিহিত, তাহা আমরা এইক্ষণ মীমাংসা করিতে বসিব না। আমবা সম্প্রতি স্বার্থপরতার কতকগুলি মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত অতি সূক্ষ্ম অবান্তবভেদ প্রদর্শন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব।

মার্জ্জিত প্রভৃতি শব্দ এস্থলে কি অর্থে ব্যবহৃত হইল, তাহা দুই একটি উদাহরণ দিয়া বিশদ করিব। নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং নিতান্ত অশিক্ষিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যদি বিধিবিড়ম্বনায় নিতান্ত যশোলিপ্সু হন, তাহা হইলে তিনি কথায় কথায় কিরূপে স্বকীয় যশঃস্পৃহা পরিব্যক্ত করেন, এবং নিকটস্থ আশ্রিত পারিষদেবাও কিরূপ নিকৃষ্ট স্তুতিবাদে কথায় কথায় তাঁহার শ্রুতিকণ্ডূয়ন পরিতৃপ্ত করে, তাহা সকলেই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। এইরূপ যশোলালসাকে অমার্জ্জিত বলি, এবং এই প্রকারের স্থূল স্তুতিবাদকেও মূঢ়জনযোগ্য অমার্জ্জিত গ্রাম্য স্তাবকতা বলিয়াই নির্দ্দেশ করি।

সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের রীতি স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগের প্রশংসা-প্রিয়তা এমন অপূর্ব্বকৌশলসহকারে প্রকাশিত হয় যে, অতি বিজ্ঞ লোকেও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এবং যোগ্য ব্যক্তিরা আবার একপ আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহাদিগের প্রদীপ্ত তৃষ্ণায় আহুতি দেন যে, তাঁহারা আপনারাও সকল সময়ে সেই স্তুতিবাদের সন্ধিভেদ করিতে ইচ্ছুক হন না। চতুরের সহিত চতুরের এক হাত খেলা হইয়া যায়, মূর্খেরা নিকটে হাঁ করিয়া, হংসমণ্ডলীর মধ্যে বকের ন্যায়, তাকাইয়া থাকে। এইরূপ প্রশংসাপ্রিয়তা পরিমার্জ্জিত, আর এইরূপ স্তাবকতাও তথৈব পরিমার্জ্জিত। মূর্খের অভিমান এক-পাদ-পরিক্রমেই প্রকাশ পাইয়া পড়ে। কিন্তু অভিমান যখন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত মিশ্রিত হয়, তখন সেই বিনয়চ্ছন্ন গভীর গর্ব্ব কাহার চক্ষে না ধূলি নিক্ষেপ করে? সেই সুমার্জ্জিত, সুসজ্জিত, সস্মিত অভিমান মিষ্ট কথার মোহন আবরণের অভ্যন্তর হইতে কি ভাবে উঁকি মারিতে থাকে, কে তাহা দেখিতে পায়? আর দেখিলেই কয় জনে উহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে সমর্থ হয়?

স্বার্থপরতারও এইরূপ মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত এই দুইটি বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। ইহার নামও স্বার্থপরতা, উহার নামও স্বার্থপরতা,—একই পদার্থ, একই প্রকৃতি। প্রভেদ এইমাত্র, একটি সহজেই ধরা পড়ে, আর একটিকে চিনিয়া উঠিতে তাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তিও অনেক সময়ে পরাজিত হন। মূর্খেরা যখন স্বার্থপরতায় অন্ধীভূত হইয়া পরের প্রয়োজনে বাধা দেয়, অথবা পরের প্রতি নিষ্ঠুরতার একশেষ প্রদর্শন করে, তখন সকলেই তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া নিজ নিজ নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পরিচয় দেয়। কিন্তু সেই স্বার্থপরতা, সুশিক্ষার মায়াময় স্পর্শে, আবার যখন আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন লোকে নিন্দা করা দূরে থাকুক, বরং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করিতেই সকলের প্রবৃত্তি জন্মে।

আধুনিক সুসভ্য ভাষায় পরিমার্জ্জিত স্বার্থপরতার প্রথম নাম 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য।' পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা পরের প্রতি কর্ত্তব্য কাহাকে বলে, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতেন। এইক্ষণ 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' তাহার সঙ্গে যোজিত হইয়া নীতিশাস্ত্রের বৃহৎ এক পরিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিয়াছে।* অন্যদীয় ইষ্টের বিঘ্ন জন্মাইয়া স্বকীয় অভীষ্ট সংসাধন করিতে হইলে, এক্ষণ আর স্বার্থপর বলিয়া অপযশের ভাজন হইতে হয় না, 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' এই প্রচলিত বাক্যটিকে অতি গভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেই সকল দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। অন্যে যে বস্তুটিকে ভালবাসে, যে বস্তুটিকে বহু কষ্টে উপার্জ্জন করিয়া বহুকাল হইতে আপনার বলিয়া জানে, যদি সেই বস্তুটিতে তোমার অতি সামান্য প্রয়োজন বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলেই তুমি আপনার প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তাহার হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইতে পার। ইহাতে স্বার্থপরতা নাই। কেহ যদি তোমার হৃদয়নিহিত পরশ্রীকাতরতার নিজ গুণে অকারণেও তোমার অপ্রিয় হয়, তাহার অনিষ্ট চেষ্টায় ব্যাপৃত হইতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি স্বতঃ-পরতঃ অশেষবিধ অনিষ্ট ব্যবহার ও অত্যাচার করিয়া তাহাকে আহার নিদ্রায় বঞ্চিত রাখিতে পার। ইহাতে অণুমাত্রও অপরাধ স্পর্শিবে না। যেহেতু, ইহা তোমার 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য।'

নিজ মুখে নিজের যশোগীত গান করাকে প্রাচীন ভাষায় আত্মশ্লাঘা বলে। আত্মশ্লাঘা অষ্ট মহাপাতকের মধ্যে পরিগণিত। কেহ কেহ আত্মশ্লাঘাকে মৃত্যুরই নামান্তর বিবেচনা করিতেন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, একদা পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদ করিয়া, মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। যদুকুলপতি, জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ, মধ্যবর্ত্তী হইয়া, উভয়দিক্

* "Egoism Versus Altruism"

রক্ষার্থ উপদেশ দিলেন,—"তোমার মরিবার আর প্রয়োজন নাই, তুমি আত্মগুণ কীর্ত্তন কর, তাহাতেই সমান ফল ফলিবে।" পার্থ সেই কথানুসারে আত্মগুণ কীর্ত্তন করিয়া অবধারিত মৃত্যুসঙ্কল্প হইতে অব্যাহতিলাভ করিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্যাপি আত্মনাম উচ্চারণে বিশেষ নিষেধ রহিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণকার প্রথানুসারে আপনার ভেরী আপনাকে বাজাইতে হইলে কিছুই আর আপত্তি নাই। 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' এই শব্দ কয়টিকে একটুকু সানুনাসিকস্বরে, সুগভীরভাবে পূর্ব্বে বলিয়া লইলেই নীতিজ্ঞের বুদ্ধি এবং নিন্দুকের * জিহ্বা, মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায়, সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাহার পর, যাহা কিছু বলিবার থাকে, সকলই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, এক 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' স্বার্থপরতার শত শত কার্য্যকে অতি সুদৃশ্য আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছে, অথচ কেহই তৎসমুদয়কে প্রকৃত নামে পরিচয় দিতে সাহস পাইতেছে না।

বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে স্বার্থপরতার আর এক নাম 'পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য।' পরিবার শব্দের অর্থ ইদানীং প্রধানতঃ স্ত্রী। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে দৃষ্টিপাত করিলে পরিলক্ষিত হয় যে, পরিবার শব্দে এদেশে, আর্য্যমহিমার দিনে, আত্মীয়স্বজন এবং পরিচারক-পরিজন প্রভৃতি অনেককে বুঝাইত। কাহারও দুই স্ত্রী থাকিলে, তাঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ পরিবার থাকিত। যুগধর্ম্মানুসারে, এইক্ষণ এই সংসারে, একমাত্র স্ত্রী-ই মনুষ্যের পরিবার। কেন না, এ যুগের প্রকৃত নাম স্ত্রীযুগ।

মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে, অবশ্যই রক্তমাংসের আকর্ষণে সময়ে সময়ে পরাজিত হইতে হয়, অবশ্যই মন কখনও না কখনও স্নেহ, মমতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি দুর্নিবার বৃত্তিচয়ের শাসনে অভিভূত হইয়া পড়ে। অতিক্রমতাপন্ন

* সংস্কৃত মূর্ত্তি নিন্দক। কিন্তু জাজুক শব্দের ন্যায় বাঙ্গালায় নিন্দুক এই অভিনব শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা নিন্দক ও নিন্দুক দুইই ব্যবহার করিয়া থাকি।

ব্যক্তিরাও চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পাইয়াছেন যে, এ সকল বন্ধন সহজে শিথিল হয় না। হৃদয় সর্ব্বদা অবহেলিত হইয়াও, যেন আপনার পরাক্রমে আপনি আসিয়া আধিপত্য করে। কিন্তু হৃদয়ের আধিপত্য স্বীকার করিতে গেলে, কে পৃথিবীতে অভীষ্ট ফল ভোগ করিয়া সুখে অবস্থান করিতে পারে? হৃদয় অন্ধ। হৃদয়ের গণিতজ্ঞান নাই, হিতাহিত বোধ নাই, এবং আত্মপর বিবেচনা নাই। কেহ ক্ষুধায় কাতর হইলে, উহা আপনার মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিতে বলে। কাহারও কোন বিশেষ অভাব দেখিলে, উহা সেই অভাব মোচনের জন্য নিরন্তর উৎপীড়ন করে। আপদের উপর আপদ এই, যদি উহার শ্রুতিমোহন কোমলকণ্ঠে মোহিত হইযা একবার একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, উহার স্পর্দ্ধা ও পরাক্রম এত বাড়িয়া উঠে যে, পরিণামে উহার সহিত একত্র অবস্থানও অসাধ্য হয়। এই সকল সংসারযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতিদানের নিমিত্তই 'পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য' এই প্রশস্ত নীতি, অন্ধকার গৃহে আলোকবর্ত্তিকার ন্যায়, সহসা সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং যে ইহার আশ্রয় লয়, উহা তাহাকেই দারিদ্র্যদুঃখ প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত বিঘ্ন হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। এই নীতির অনুগত হইলে, হৃদয় দুচারি দিন অত্যাচার করিলেও শেষে পরাভব মানিয়া পলায়ন করে, এবং একান্তই যদি পলায়নের পথ না পায়, তাহা হইলে, পাদদলিত কুসুমবৎ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া থাকে।

পথশ্রান্ত ভিখারী, মধ্যাহ্নরৌদ্রে গলদঘর্ম্ম হইয়া দ্বারে একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতেছে। তাহার আর্ত্তনাদে তোমায় আর কর্ণপাত করিতে হইবে না। যদি মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহার প্রতি ফিরিয়া চাও, তবে তোমা দ্বারা পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যরূপ পরমধর্ম্ম আর প্রতিপালিত হইল না। কোন দূরসম্পর্কিত আত্মীয় দুর্দ্দিনের তরে, আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে, তোমার দুয়ারে অম্লানবদনে

প্রত্যাখ্যান কর। প্রবৃত্তির ক্ষণিক স্ফুরণে অধীর হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় দিলে, পরিবারের প্রতি নিঃসন্দেহ তোমার ঘোরতর অকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হইবে। বহুদিনের পরীক্ষিত বন্ধু আজি বিপন্ন হইয়া নিকটে উপগত। তাঁহার নিকট শতবার উপকার পাইয়াছ, এবং মুখে মুখে শতবার তাঁহাকে প্রাণ, মন ও সর্ব্বস্ব উপহার দিয়াছ। এইক্ষণ কোন্ প্রাণে, অথবা কোন্ মুখে, তাহা অস্বীকার করিবে? যদি স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতার ঋণ কিঞ্চিন্মাত্রও পরিশোধ করিতে চাও, তাহা হইলে অপরিণামদর্শী হৃদয় একটুকু তৃপ্ত হইয়া অর্থশূন্য অকস্মাৎ আশ্বাসদানে একটু ক্ষণস্থায়ী আনন্দ জন্মাইতে পারে, কিন্তু লোকে যাহা বিবেচনার কার্য্য বলে, কোন অংশেই তাহা করা হয় না। নির্ণয় করাও কঠিন, কারণ তাহার উপযুক্ত একটি হেতুবাদ চাই। তুমি এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ নানাবিধ দুর্ভাবনায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছ, এমন সময় পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য অকস্মাৎ স্মৃতিপথে উদিত হইল, এবং সমুদয় চিন্তা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যের কাছে বন্ধুতা, প্রতিশ্রুতি, প্রীতি, অথবা কৃতজ্ঞতা কিরূপে আর তিষ্ঠিয়া দাঁড়াইবার স্থান পাইবে?

বস্তুতঃ, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যপালন পার্থিব প্রয়োজন সিদ্ধির এক অব্যর্থসন্ধান। আপনার প্রতি কর্ত্তব্যের ভাবে স্বার্থপরতার সামান্য কিঞ্চিৎ গন্ধ পাওয়া গেলেও, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যের ভাবে কখনও তাহা অনুভূত হয় না। এই নাম লইয়া ভ্রাতা অনায়াসে জীবিত কিংবা স্বর্গগত ভ্রাতার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে পারে, স্বজন স্বজনের মমতায় জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ হয়, এবং কুলপাবন কৃতী পুত্র সাক্ষাৎ দয়ারূপিণী জননীকেও "পিতার পরিবার" বলিয়া পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে সাহস পায়।

স্বার্থপরতার যে দুইটি নাম ব্যাখ্যাত হইল, তাহা শ্রুতিকঠোর হইলেও এক পক্ষে কল্যাণকর,—সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত না হইলেও অর্থবাদ-

শাস্ত্রসম্মত এবং সকলের প্রীতিকর না হইলেও পণ্ডিতসমাজের নিতান্ত প্রিয়। কিন্তু ইহা অধুনাতন কাব্যাদিশাস্ত্রে যে সকল নামে সমাদৃত হইয়াছে, সে গুলি এমনই মধুর ও মনোহর যে, শুনিলে সকলেরই চিত্ত তরল ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে।

কেহ পরদুঃখে নিতান্ত অন্ধ, কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার নাম কোমলপ্রাণ। তিনি কখনও কাহারও দুঃখ কি দুরবস্থার কাহিনী শুনিতে পারেন না। কাহারও কোনরূপ ক্লেশ দর্শন তাঁহার কোমলচক্ষে কখনও সহ্য হয় না। নাটক কি উপন্যাসাদির যে যে স্থলে করুণরসের কথা থাকে, তাহা পাঠ কি শ্রবণ করিবার সময় তাঁহার কপোলদেশ বহিয়া ধারায় নয়নবারি নিপতিত হয়, যাত্রাভিনয়ে দ্রুপদবালার বস্ত্রহরণ অথবা ব্যাধভয়-বিহ্বলা বিরহবিধুরা বিদর্ভবালার আলুলায়িত কুন্তল দর্শন করিলে, তাঁহার বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হইয়া যায়, এবং রণদুর্ম্মদ রিচার্ডের * অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ে ইংলণ্ডে যিহুদীয় অঙ্গনাদিগের কিরূপ দুর্দ্দশা ছিল, কাব্যে তাহার বর্ণনা পাঠকালে তাঁহার হস্তপদ নিষ্পন্দ হইয়া আসে। কিন্তু, এদিকে একজন প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে, কিংবা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ কোনরূপ অভাবনীয় ঘটনায় বিপন্ন হইয়া পড়িলে, কোনরূপ উপকারার্থে তাহার নিকটস্থ হওয়াও তাঁহার পক্ষে তখন প্রাণান্তকর হইয়া উঠে। যাহারা পরের দুঃখকষ্ট ও আপদ-বিপদের সময়, নিতান্ত "নির্ম্মমের মত" তাহার সম্মুখে থাকিয়া, সাধ্যানুরূপ উপকার কিংবা সান্ত্বনার চেষ্টা করে, তাঁহার বিবেচনায় তাহাদিগের মন পাষাণ হইতেও কঠিন। নহিলে, যে সকল অবস্থা স্মরণ করিতেও

* ইংলণ্ডের রাজা অতুলকীর্ত্তি প্রথম রিচার্ড। ইহার রাজত্বের পূর্ব্ব সময়ে,—বিশেষতঃ ইহার অনুপস্থিতি কালে—ইহাঁর অনুজ অপকীর্ত্তিত জনের শাসনদোষে ইংলণ্ড-নিবাসী য়িহুদীরা বড় কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছে।

তাঁহার মর্ম্মস্থান দগ্ধ হইয়া যায়, তাহারা কিরূপে চক্ষু মেলিয়া তাহা দর্শন করে, এবং অকুষ্ঠিতচিত্তে তাহার মধ্যে ডুবিয়া রহে ?

কাহারও স্বভাব এই তিনি, নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকের মত কোনরূপ শ্রম না করিয়া, শ্রমজাত বস্তুর অগ্রভাগ গ্রহণ করিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করেন,—নিজে পৃথিবীর কোন কার্য্য না করিয়া সর্ব্বদাই অন্যদীয় কার্য্যের অপব্যবহার করিতে ভালবাসেন, এবং লোকের কার্য্যক্ষতি, সময়ের অপচয় অথবা অন্য প্রকারের অনিষ্ট হউক কিংবা না হউক, তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মরত মনুষ্যের উপর এক দুর্ব্বহ ভারের ন্যায় আপতিত হইয়া আত্মকথার আলাপের দ্বারা অপূর্ব্ব সহৃদয়তার পরিচয় দিতে উৎসুক রহেন। তাঁহার চক্ষে সংসারের অধিকাংশ লোকই নিতান্ত অভিমানী। কারণ, তাহারা সকল সময়েই যে সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার কণ্ঠকণ্ডূয়নের তৃপ্তি জন্মাইবার জন্য আকুল হয় না, ইহা তাহাদিগের গুরুতর অপরাধ। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কণ্ঠস্বর নিতান্ত কর্কশ এবং আলাপ প্রায়শই অমূলক ও অকর্ম্মণ্য আত্মশ্লাঘার প্রলাপ। কিন্তু তাঁহার কাছে পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই নিতান্ত অসামাজিক। কারণ, তাহারা ব্রতপরায়ণা বৃদ্ধার ন্যায় প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয় হইতে সমস্ত দিনই যে তদ্গতচিত্তে তাঁহার সেই প্রলাপ শুনিতে ইচ্ছা করে না, ইহা তাহাদিগের নিতান্তই ক্ষমার অযোগ্য দোষ। এই শ্রেণির গুণ-নিধিরা সমাজে অনেকের কাছেই সামাজিকের শিরোমণি বলিয়া সম্মানিত হন, কিন্তু এইরূপ উৎকট সামাজিকতা যে স্বার্থপরতারই একখানি সুমার্জ্জিত মূর্ত্তি, তাহা কয় জনে বিচার করে? এই জগতে তোমার কিছু করিবার নাই বলিয়া তুমি কি জন্যে আর পাঁচ জনের অতি দুর্ল্লভ সময়ের উপর একটি পিণ্ডীভূত বিপত্তির মত দোলায়মান রহিবে?—তোমার কণ্ঠ কিংবা রসনা রোগগ্রস্ত বলিয়া তুমি কি কারণে পরের কর্ণে পীড়া জন্মাইবে? তুমি সহৃদয় সামাজিকতার নামে সুলভ যশের কাঙ্গাল

বলিয়া, কি হেতুতে সমাজের শত শত অন্তর্বিধ কাঙ্গালের জীবন-ব্রতে কাঁটা দিবে? এইরূপ সূক্ষ্মসূত্রিত ও সুচিত্রিত স্বার্থপরতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত এবং আরও অনেক নাম আছে, সমুদয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক।

স্বার্থপরতা রাজনীতিশাস্ত্রের নিকটও কতকগুলি শ্রদ্ধাস্পদ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় তন্মধ্যে সভ্যতাবিস্তার এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার উপর আর কথাই নাই। সভ্যতাবিস্তার কাহাকে বলে, অতি সংক্ষেপেই তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে কর, তুমি এক দেশের এক পরাক্রান্ত রাজা। তোমার রাজভাণ্ডার ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, রাজ্য রণ-রণিত বীর-বৈভবে টল-মল, রাজশক্তির অপূর্ব্বকীর্ত্তি ফর্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলার অলোকসাধারণ কীর্ত্তির ন্যায়, দিগন্তবিস্তৃত; সকলই শোভাময়। কিন্তু সৃষ্টির কি নিয়ম। এত সম্পদ্ সত্ত্বেও তোমার শান্তি নাই। ঐ যে অতল সমুদ্রের অপর পারে, বহু দূরে, তোমার অতি দুর্ব্বল প্রতিবেশিদিগের একটি দুর্ব্বল রাজ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার অসভ্য অবস্থা তোমার সহ্য হয় না। তুমি উদারপ্রকৃতি,—উন্নত ও উচ্চলালসান্বিত, এই জন্যই ঐ অসভ্যতা তোমার চক্ষুর শূল। তুমি যত কেন চেষ্টা না কর, ঐ দিকেই তোমার চক্ষু পুনঃ পুনঃ নিপতিত হয়। তোমার কেনই যেন ইচ্ছা হয় যে, যে কোন রূপে পার, একবার ঐ রাজ্যটিকে তুমি সুসভ্য অবস্থায় আনয়ন কর। যদি তুমি প্রশংসার্হ কোন কারণ বিনা পরের রাজ্যে হস্ত প্রসারণ কর, তবে অবশ্যই পরশ্রীকাতর নিষ্ঠুর প্রতিবেশীরা তোমাকে লুব্ধ শৃগাল কিংবা বুভুক্ষু ব্যাঘ্র বলিয়া তিরস্কার করিতে পারে। কিন্তু, তোমার উদ্দেশ্য সভ্যতা-বিস্তার,—অমল, অনবদ্য এবং অনন্ত যশের নিদান। যাহারা তোমার তাদৃশ ক্ষুধাকুলতা দেখিয়া নিন্দা করিতে ইচ্ছুক ছিল, উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের পর তাহারাই আবার তোমার স্তাবক হইয়াছে। কারণ, তুমি কিছুই

আত্মসাৎ করিতেছ না, কেবল সভ্যতাবিস্তাররূপ সজ্জনসেব্য সাধুব্রত-পালনেই রত রহিয়াছ।

অসভ্য আফরিকগণ পর্ব্বত-কুহরে কিংবা পর্ণকুটীরে বাস করিয়া নিতান্ত অসুখে দিনপাত করিতেছে, ইহা কেমনে তোমার সহ্য হইবে? তুমি স্বয়ং এইরূপ সমৃদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া অন্যের এবংবিধ দুরবস্থা কিরূপে চক্ষু মেলিয়া দেখিবে? অতএব তুমি সভ্যতা বিস্তার করিতে গিয়া তাহাদিগের গ্রামনগর লুণ্ঠন করিতেছ, তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র কাড়িয়া আনিতেছ, এবং তাহাদিগের রাজা কি রাজমন্ত্রীকে শৃঙ্খলবদ্ধ দশায় স্বদেশের সকলের নিকট প্রদর্শন করিয়া তোমার নিঃস্বার্থপ্রেমের পরিচয় দিতেছ। অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন আমেরিকেরা আপনাদিগের অসভ্যজনোচিত দুঃখরাশি লইয়া কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতেছে। তুমি তাহাদিগের সেই দুঃখদুর্গতির কথা শুনিয়া কিরূপে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত রহিবে? অতএব তুমি সভ্যতা বিস্তারের জন্য তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অসভ্যতার অঙ্কুরও যেন পৃথিবীতে না থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে সবংশে উচ্ছিন্ন করিতেছ, এবং তাহাদিগের বাস্তুভূমিতে তোমার নিজ বাসগৃহের স্তম্ভ তুলিতেছ। সভ্যতার মধ্যে জ্ঞান, ধর্ম্ম, বাণিজ্য, সকলই পরিগণিত হয়। সুতরাং ইহার যে কোন নামে তুমি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই ন্যায়ানুমোদিত। হে মনুষ্য! যদি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কেহ তোমাকে স্বার্থপর বলে, সে ইহ পরত্র কোথায়ও সুখী হইবে না। যে শিক্ষাবিরহে কিংবা সংসারের মায়ামোহে অন্ধীভূত রহিয়া তোমার এই সমস্ত পরহিতকর পবিত্র কার্য্যে স্বার্থপরতার ছায়া দর্শন করে, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, কুম্ভীপাকের অন্তঃপ্রদেশেও সে স্থান পাইবে না।

চাটুকার।

ভ্রমর যদি মধুরভাষী বলিয়া এত আদর পাইতে পারে, কোকিল, দয়েল, শ্যামা, বুলবুল, ইহারাও যদি শুধু মধুরভাষিতার জন্য রসিক ও প্রেমিক, ভাবুক ও বিলাসীর বিনোদকুঞ্জে কিংবা আদরের পিঞ্জরে স্থান পাইতে অধিকারী হয়, তবে মধুরভাষীর অগ্রগণ্য মনুষ্যজাতি চাটুকারের প্রতি লোকের এত অশ্রদ্ধা ও এত অবজ্ঞার কারণ কি ?

চাটুকারবর্গ নীতিকার-বর্গের নিকট এইরূপ তর্ক করিতে পারে,— 'দেখ, আমরা অপরাধী কিসে? তোমাদিগের ভ্রমর যেমন সতত গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া মধুপূর্ণ কুসুমের নিকট উড়িয়া বেড়াইতেছে, আমরাও সেইরূপ, যেখানে মধুর আশা, সেখানে মনের সুখে, সুমধুর নিঃস্বনে গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া গুণের কথা কহিয়া ভ্রমরের মত উড়িয়া বেড়াইতেছি। ভ্রমরকে তুমি পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দেও, কুসুমে যদি মধু থাকে, ভ্রমর পুনরায় আসিয়া উড়িয়া বসিবে। আমাদিগকেও তুমি পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দেও, অথবা পদাঘাতে দূর কর, কিন্তু আমরা যে মধুর জন্য লালায়িত, তোমাতে সেই মধুর কণামাত্রও যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, লাঞ্ছিত হই, বিড়ম্বিত হই, আমরা ততক্ষণ তোমার নিকট পড়িয়া থাকিব। ভ্রমরও আর কোন গুণের সংবাদ লয় না, ঐ এক মধুগুণেই সে চিরমুগ্ধ,—আমরাও আর কোন গুণের সংবাদ লই না — আর কোন গুণ আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করি না, ঐ এক মধুগুণেই তোমার নিকট চিরবদ্ধ। মধু ফুরাইলে ভ্রমরের আর দেখা নাই, মধু ফুরাইলে আমাদিগকেও দেখিবার আর প্রত্যাশা নাই। ভ্রমর তখন নূতন ফুলে, আমরাও তখন কোন্ এক নূতন স্থলে। ইহাতে আমাদিগের অপরাধ কি ?

'দেখ বসন্তের কোকিল, কুসুম-বিলসিত বৃক্ষবাটিকায় উপবিষ্ট হইয়া, উহার ঐ কল-কূজনে যুবজনের হৃদয়কে কিরূপ উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। কে উহার নিন্দা করে? যাহার হৃদয় পূর্ব্বে পর্ব্বতের ন্যায় ধীর ও নিস্পন্দ ছিল, উহার ঐ উন্মাদনী কণ্ঠসুধা তাহাকে পতঙ্গের ন্যায় অধীর করিতেছে;—যে ছলনা কাহাকে বলে, তাহা স্বপ্নেও জানিত না, উহা তাহাকে ছলনা শিখাইতেছে,—লাজুকের লজ্জা ভাঙ্গিতেছে, মনে যে ভাব কোন সময়েও প্রবেশপথ পায় নাই, উহা সেই ভাবকে মনের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছে,—যেখানে শান্তির সুখনিদ্রা, সেখানে অশান্তির উদ্বেগ আনিয়া শয্যাকণ্টক ঘটাইতেছে,—তৃপ্তিতে অতৃপ্তি সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে আকুলিত রাখিতেছে। কোকিল এত দোষে দোষী, তথাপি কে উহাকে নির্ভর্ৎসন করে? তুমি প্রতিজ্ঞার উপর অটল হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছ যে, প্রাণান্ত হইলেও, প্রবৃত্তির আবিল পঙ্কে আর কখনও প্রাণটিরে তোমার ঝাঁপ দিয়া পড়িতে দিবে না। কোকিল সেই সময়ে পঞ্চমে উঠিয়া, কু উ কু বলিয়া, তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুৎসিত সঙ্কল্পকে ক্ষণকালের তরেও মনে পুষিও না। তুমি হৃদয়ের অন্তর্জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া,—হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ তুষানলে অন্তর্দগ্ধ হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিতেছ যে, এ জীবনে আর কখনও কোন কারণে, কামনার কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্মে পাদচারণা করিবে না;—কোকিল পুনরপি সেই সময়ে, উহার সেই চিরপরিচিত মোহন কণ্ঠে কু উ কু বলিয়া তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া সকল সুখে বঞ্চিত হইও না,—বিবেকের এই নীরস-কঠোর নির্ম্মম নীতিকে মুহূর্ত্তের তরেও চিত্তে স্থান দিও না। লালসার মধুর মদিরা ও মত্ততার অনুকূলে যে তোমার নিত্য এইরূপ মন্ত্রণা দেয়, তাহাকে তুমি ভালবাস, অথচ আমাদিগকে ঘৃণা করিতে চাহ, ইহা কি অসঙ্গত নহে? অনিন্দিত কোকিলে এবং নিন্দিত চাটুকারে প্রভেদ কি?

কোকিল যেমন পরপুষ্ট, আমরাও তেমনই পরপুষ্ট, উভয়েই উচ্ছিষ্টজীবী, আশ্রয়ত্যাগী, মিষ্টকথার বণিক, আমোদতন্ত্রের অধ্যাপক এবং প্রমাদ ও মতিভ্রমের অগ্রনায়ক। আমরা চাটুভাষীরা কোকিল হইতে কোন্ দোষে তোমার নিকট অধিকতর দোষী হইলাম? কোকিল বসন্তের সখা, আমরাও বিলাসের সখা। যখন বসন্তের পর ঝটিকা বহে, কোকিল তখন উড়িয়া যায়,—যখন বিলাস-মত্ততার পর বিপত্তির ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতে আরম্ভ করে, আমরাও তখন চলিয়া যাই। তবে আমাদিগের মধ্যে এই ন্যায়বিরুদ্ধ তারতম্য কেন?

'আরও দেখ,—এই সংসারের বাণিজ্যবীথিকায় কত কোটি লোক কাঞ্চন-মূল্যে কাচ বিক্রয় করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। কে তাহাদিগের সহিত বিবাদ করে? কোথাও প্রেমের বিনিময়ে পণ্য সুখ, কোথাও সৌহার্দ্দের বিনিময়ে শূন্য সখ,—কোথাও জ্ঞানের বিনিময়ে গর্ব্ব, কোথাও মানের বিনিময়ে মর্কটলীলা। যখন এইরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে, বঞ্চনাই বাণিজ্য শাস্ত্রের মূল সূত্র, তখন আমরা সেই সূত্র অবলম্বনে নিজ নিজ সৌভাগ্যসঞ্চয়নে কি জন্য বঞ্চিত থাকিব? বাণিজ্য যাহাদিগের উপজীবা, বাজারের গতিই তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি। তাহারা লোকের রুচি বুঝিয়া রোচক যোগায়, প্রবৃত্তি বুঝিয়া প্রলোভন সংগ্রহে যত্নশীল হয়। আমরাও যখন চাটুভাষার বিপণি খুলিয়া এই নীতিতেই ব্যবসায় চালাইতেছি, তখন কি হেতু আমরা নীতিকারের নিকট বিশেষরূপে নিন্দনীয় হইব?'

চাটুকারেরা ঠিক এই সকল কথা না বলুক, তাহারা স্ব স্ব চিত্তকে প্রায় এইরূপ কথা বলিয়াই প্রবোধ দিয়া থাকে, আর মনে করে যে, যে স্বভাবতঃ বিকল-চিত্ত, তাহাকে বংশীধ্বনি শুনাইয়া কিংবা কন্দুককৌতুক দেখাইয়া বশীভূত রাখিলে,—যে যেরূপ মদিরার জন্য লালায়িত, ভাল হউক আর বিকৃত হউক, তাহাকে সেইরূপ মদিরা যোগাইয়া তৃপ্ত করিতে

পারিলে, অথবা মনুষ্যের মনোমোহনের জন্য ঐরূপ আর কোন মোহনী প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইলে, তাহা কি জন্য দোষ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মনুষ্যজাতিই বা তাহাতে অকারণে কেন বিরক্তি দেখাইবে। কিন্তু সূক্ষ্মার্থদর্শিনী নির্ম্মলা বুদ্ধি এ সকল মধুর কথায় ভুলিয়া যান না। যাঁহারা মনুষ্যত্বের অস্বাভাবিক বিকৃতি ও অধোগতি দর্শনে হৃদয়ে গভীর দুঃখ অনুভব করেন, তাঁহারা সেই বিকৃতি ও সেই অধোগতির প্রবর্ত্তক ও প্রবোচক বলিয়া ঘৃণিত চাটুকারদিগকে কখনই অন্তরের সহিত ঘৃণা না করিয়া পারেন না।

ভ্রমরের গুণ-গুঞ্জন এবং কোকিলের কুহুকূজন যাহার হৃদয়ে যে ভাবে কেন অনুভূত না হউক, ভ্রমর ও কোকিল যদি অপরাধী হয়, তাহা হইলে নিবিড়-কৃষ্ণ জলদমালা, 'সজলদ সৌদামিনী', শারদীয় গগনের পূর্ণচন্দ্র, চন্দ্রালোক-প্রফুল্লা প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণী, এ সকলও মনুষ্যের নিকট নিতান্ত অপরাধী। কারণ, সৃষ্টির এ সকল মনোহর দৃশ্যে মনুষ্যের মন স্বভাবতই উদ্বেল হয়। কিন্তু উদ্বেল হইলেই যে উহা আবিল হইবে, এমন কথা কে বলিয়াছে? ভক্তিতেও মনুষ্যের মন উদ্বেল হয়। কিন্তু ভক্তির মত নিরাবিল ভাব আর কি হইতে পারে? চাটুকার মনুষ্যের চিত্তকে উদ্বেল না করিয়া আবিল করে। এই জন্যই চাটুকার মানবীয় উন্নতির এক ভয়ানক কণ্টক। যাঁহারা এ কথার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝেন না, বুঝাইলেও হয় ত তাঁহারা তাহা বুঝিবেন না। তথাপি বুঝাইবার জন্য একবার যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের অধ্যাত্ম-উন্নতি ও চারিত্রবিকাশের প্রথম সোপান কি?—না, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান বিনা কোন জ্ঞানেরই কিছুমাত্র মূল্য নাই। যে আপনাকে বুঝিতে না পারে, আপনাকে চিনিতে না পারে—আপনার অভাব, অপূর্ণতা, দোষ ও গুণ ভাল করিয়া জানিতে না পারে, তাহার ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছুমাত্র ভরসা নাই। সে আপনার হইয়াও আপনার

নহে। কেন না, প্রবৃত্তির প্রবলস্রোত তাহাকে যে দিকে যখন লইয়া যায়, সে সেই দিকেই তখন ভাসিয়া যায়,—স্রোতের জলে তৃণ, তরঙ্গের গতিতেই তাহার গতি। ইয়ুরোপীয় তত্ত্ববিদ্যার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সক্রেতিস এই নিমিত্তই বলিয়া গিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল।—"মনুষ্য। আপনাকে আগে জান, তাহা হইলেই সৃষ্টির সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে।" এই নিমিত্তই কবি উপদেশ করিয়াছেন যে, যদি আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হও, তাহা হইলে অযুতকোটি দীপালোকেও জগতের গূঢ়তত্ত্ব দেখিতে পাইবে না। চাটুকার এই আত্মজ্ঞানলাভের প্রধান পরিপন্থী। মনুষ্যের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপই তাহার একমাত্র ব্রত, এবং মনুষ্য আপনাকে যেন বুঝিতে না পারে, আপনাকে যেন জানিতে না পারে,—যে আপনি যাহা নহে, সে আপনাকে তাহা জানিয়া যেন মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ইহাই তাহার এক মাত্র অভিলষিত। যে একবারে নিরক্ষর মূর্খ, সে তাহাকে মহিমান্বিত মহামহোপাধ্যায় বলিয়া সম্মান করে, যে রূপে অলম্বুষের অবতার, সে তাহাকে কন্দর্পের কান্তবিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, এবং দুষ্কৃতির দুর্গন্ধ ভিন্ন আর কিছুতেই যাহার মতি যায় না ও তৃষ্ণা পূরে না, সে তাহাকে বিলাস-রসিক 'সৌখীন' বলিয়া বর্ণনা করে। তাহার অভিধান ভাষার প্রচলিত অভিধান হইতে সর্ব্বাংশে পৃথক্। উহাতে আলোকের নাম অন্ধকার, অন্ধকারের নাম আলোক, ধর্ম্মের নাম অধর্ম্ম, অধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম, বিষের নাম অমৃত, অমৃতের নাম বিষ। সত্যের এইরূপ অবমাননা মনুষ্যের অসহনীয়, মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর।

যেমন তরুলতার পরিবর্দ্ধনের জন্য সূর্য্যের আলোক, তেমনই মনুষ্য-হৃদয়ের পরিস্ফূর্ত্তি এবং মনুষ্যশক্তির পরিবর্দ্ধনের জন্য সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ। তরুলতা যেমন সূর্য্যের উত্তাপময় আলোকে বঞ্চিত হইলে, শুষ্ক, শীর্ণ ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্য-

হৃদয় এবং মানুষী শক্তিও সত্যের সমুজ্জল দীপ্তিতে বঞ্চিত হইলে ঠিক সেইরূপ রুগ্ন, ক্ষীণ ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে অবস্ত মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহা প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম। কিছুতেই ইহার অন্যথা নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সত্যের দ্যুতি, আপাততঃ যার-পর-নাই দুর্বিষহ হইলেও, পরিণামে মনুষ্যের প্রাণ-প্রদ বলিয়া স্পৃহণীয়, এবং যাহারা চাটুকারের জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সেই সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, অথবা মনুষ্যকে আত্মজ্ঞান সম্পর্কে সেই সত্যে বঞ্চনা করে, তাহারা আপাততঃ যার-পর-নাই প্রীতিকর হইলেও, পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

'ত্যজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা।''

দুষ্টজন যদি নিতান্ত প্রীতিভাজনও হয়, তাহাকে সর্পক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। * নতুবা সমস্ত শরীর যদি বিষাক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে শেষে আর কোন ঔষধেই ধরে না।

চাটুকারের আর এক অপরাধ এই, সে মনুষ্যকে মহত্ত্বের উপাসনা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মোপাসনায় প্রবর্ত্তিত করে, এবং যে ঐরূপে তাহার ফাঁদে পড়িল, তাহাকে কৃত্রিম উপাসনার কৃত্রিম ধূপে উন্মাদিত রাখিয়া, কর-ধৃত-পুতুলের মত নৃত্য করাইতে রহে। ইহাও সামান্য কথা নহে। মনুষ্য যদি বড় হইতে চাহে, তাহা হইলে আপনা হইতে উচ্চতর আদর্শের উপাসনাই তাহার একমাত্র উপায়। ইহাই আত্মোৎকর্ষসাধন অথবা উন্নতির প্রকৃত পথ। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মসাধনা আছে, তাহারও নিগূঢ়তত্ত্ব এই। কেন না, উৎকর্ষের উপাসনা বিনা মনুষ্যত্বের

* "And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not *that* thy whole body should be cast into hell" (Sermon on the Mount.)

সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ অসম্ভব। যাঁহারা চাটুকারে পরিবৃত থাকেন, তাঁহারা উপাসনার সেই দেবদুর্ল্লভ সম্পদে অনধিকারী। কারণ, তাহারা নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট উপাসনায় অন্ধীভূত হইয়া, আপনার ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রতাকেই মহত্ত্বের আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করেন, এবং এই অনন্ত জগতে আর যে কিছু উপাস্য আছে, সেই ধারণা তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে দূরীভূত করিয়া ফেলেন। রোমের কোন কোন সম্রাট্ ও ফ্রান্সের কোন কোন রাজা এইরূপ মোহে অভিভূত হইয়া সংসারে উপহসিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা সম্রাট্ নহেন, রাজা নহেন, অথবা রাজকীয় জগতের ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গ কিংবা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটাণুকীট বলিয়াও গণ্য হইবার যোগ্য নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে উল্লিখিত মোহবিকারের আচ্ছন্নতায় বিবিধ হাস্যজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অহবহ হাস্যাস্পদ হইতেছেন। যে জঘন্য আত্মোপাসনা মনুষ্যকে উপরে উঠাইবার ভাণ করিয়া দুর্গতি ও অবনতির দিকে এইরূপে টানিয়া আনে,—স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা দেখাইবে বলিয়া অবশেষে শাখামৃগের লাঙ্গুলগুম্ফিত উচ্চ (!) আসনে আনিয়া উপবেশন করায়,—যাহা পুষ্পচন্দনের নির্ম্মল সৌরভে অরুচি জন্মাইয়া পিশাচ-ভোগ্য পূতিগন্ধি পঙ্কে চিত্তকে আসক্ত করিয়া তুলে,—স্রোতস্বিনীর সজীব প্রবাহে কিংবা সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ করিতে না দিয়া, তিমিরাবৃত বদ্ধকূপের পঙ্কিল জলেই চিরদিন ডুবাইয়া রাখে, চাটুপটু চতুরলোকের চিত্তহারি কুহকে পড়িয়া, তাদৃশ হৃক্কাবজনক আত্মোপাসনায় আত্মবিস্মৃত হওয়া অল্প দুঃখ, অল্প দুর্ভাগ্য অথবা অল্প ক্ষতি ও বিপত্তির বিষয় নহে।

চাটুকারের তৃতীয় অপরাধ এইরূপ বিড়ম্বনাকর না হইলেও, অন্য এক ভাবে বিশেষ অপচয়কর। প্রিয়জনের প্রিয়সম্ভাষণ এবং প্রীতিমুগ্ধ সুহৃজ্জনের প্রণয়পূর্ণ কথোপকথন কাহার না প্রার্থনীয়? প্রশংসার

পার্থিবসুখ বিবেকলভ্য চিত্তপ্রসাদরূপ দুর্লভ সুখের নিকট যত কেন নিম্নস্থানীয় হউক না, যে প্রশংসায় কাপট্যের কারুকার্য্য নাই, তাহা কাহার না বাঞ্ছনীয়? লোকের মুখে ভালবাসার ভাল কথা শুনিলে কাহার আত্মা না উল্লসিত হয়? শক্তিমান্ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট সদর্থ-পরিশ্রমের দক্ষিণা স্বরূপ সাধুবাদ পাইলে, কে না আপনাকে ধন্য মনে করে? কিন্তু যাঁহারা চাটুকারের ক্রীড়নক, মনুষ্যসেব্য এ সকল সুখ তাঁহাদিগের নিকট আকাশকুসুম। যেখানে ছলনাময়ী প্রীতি অনন্তকথার অনন্তছলনায় মনুষ্যের কর্ণে মধু ঢালিতে থাকে, প্রকৃত প্রীতি লজ্জায় সেখানে মুখ দেখাইতে চাহে না, এবং বিপৎকালের আবরণভূতা ছায়ার ন্যায় নিত্য সন্নিহিত থাকিলেও, লজ্জায় সেখানে মুখ ফুটাইয়া কথা কহিতে ভালবাসে না। আর, যেখানে অকার্য্যে প্রশংসা হয়, অপকার্য্যে ধন্যবাদ হয়, এবং বিনা কার্য্যেও যশের ঢক্কা নিনাদিত হয়, পুরুষকার-সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিরা অবজ্ঞায় সেখানে পদক্ষেপ করেন না, এবং সেখানে কদাচিৎ কখনও প্রকৃত কার্য্য দর্শন করিলেও প্রশংসা বিতরণে সাহস পান না।

মানব-প্রকৃতির মর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মনস্বী ব্যক্তিরা এই সকল কথা আলোচনা করিয়াই চাটুকারদিগকে ঘৃণা করিয়াছেন, * এবং মনুষ্যের ভাষাও এই সকল কারণেই পৃথিবীর সকল দেশে, সকল কালে, চাটুকারদিগকে

---

* দক্ষ কহিয়াছেন,—

"ধূর্ত্তে বন্দিনি মল্লেচ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে,
চাটুচারণচোরেভ্যো দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্।"

অর্থাৎ ধূর্ত্ত, স্তুতিপাঠক, মল্ল, কুবৈদ্য, কিতব (যে জুয়া খেলায়), শঠ, চাটুকার, নট এবং চোর এই নয় ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, সুতরাং ইহাদিগকে আধা পয়সাও দিবে না। (দক্ষস্মৃতিঃ, তৃতীয়োধ্যায়ঃ)।

অতি নিকৃষ্টজীব বিবেচনায় ঘৃণার শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে। চাটুকারেরা চৌর নহে, চাটুকারেরা দস্যু নহে। কিন্তু ইহাদিগের ভাষাগত উপাধি চৌরদস্যুর নাম হইতেও অধিকতর ঘৃণাজনক। শৌণ্ডিকেরা পৃথিবীর যে অপকার না করে, স্তুতি ও প্ররোচনায় জঘন্য সুরা উপঢৌকন দিয়া ইহারা সেই অপকার সাধন করে, এবং পাদলেহী কুকুর নীচতার যে মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়, ইহারা তাহা অপেক্ষাও নীচতর নীচতা অকুণ্ঠিতমনে ও অম্লানবদনে প্রদর্শন করিয়া, মনুষ্যের অতি গভীর ঘৃণা উৎপাদন করাইয়া দেয়। ইহারা (Weather-cock) বাত-কুক্কুট, যে দিকে বায়ু বহে, সেই দিকেই ইহাদিগের পুচ্ছপতাকা। ধনিদিগের প্রাসাদচূড়ায় দৃষ্টিপাত করিলে একপ্রকার বাত-কুক্কুট, প্রাসাদে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলে আর একপ্রকার বাত-কুক্কুট। উভয়ের কোন্ অংশে কেমন সাদৃশ্য, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইহারা

এই শ্লোকে চাটুকারের নাম দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম বন্দী অর্থাৎ ভাট,—দ্বিতীয় দস্তুর মত চাটুকার। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, চাটুকথা এবং চাটুবৃত্তি উভয়েরই উপর মহাত্মা দক্ষের সমান বিদ্বেষ ছিল। ধূর্ত্ত, কিতব, শঠ ও চোর ইহাদিগের নাম যে চাটুকারের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, ইহা অসঙ্গত কিংবা বিচিত্র নহে। কিন্তু মল্ল, বৈদ্য ও নট, এই তিনও চাটুকারের সহিত এক-সূত্রে নিবদ্ধ ও দানাদি সাহায্য বিষয়ে একই ভাবে নিষিদ্ধ হইল কেন, তাহা একটুকু বিচিত্র বোধ হইতে পারে।

চাটুকার সম্পর্কে শেক্ষপীর কহিয়াছেন,—

"No vizor does become black Villany
So well as soft and tender flattery."

মহর্ষি ইসায়া কহিয়াছেন,—

"My people, they that praise thee, seduce thee,* and disorder the paths of thy feet."

দায়ুদ এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে,—"হে পরমেশ্বর, তুমি বঞ্চনাপর চাটুকারদিগের জিহ্বা কাটিয়া ফেলাও।"

দৃষ্টিদাস, যে দিকে উপাস্য বিগ্রহের দৃষ্টির গতি, সেই দিকেই ইহাদিগের উল্লম্ফন। ইহাদিগের দেহ, প্রাণ, মন, সমস্তই যেন সমৃদ্ধদিগের দৃষ্টিসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে,—দৃষ্টিসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিতেছে। ইহারা ছলনার সূক্ষ্মতন্তুরচিত ছায়াপুরুষ। ছায়ার ন্যায় ইহাদিগের উত্থান, ছায়ার ন্যায় উপবেশন, এবং ঠিক ছায়ার ন্যায়ই ইহাদিগের কর-পদ-সঞ্চারণ ও শিরোধূনন। অথবা ইহারা আপনারাই আপনাদিগের উপমাস্থল। ইহাদিগের সর্ব্বত্রকীর্ত্তিত ব্যবসায়ের উপর স্বর্ণবৃষ্টি হউক।

অটওয়ে কহিয়াছেন,—

'No flattery, boy, an honest man can't live by it,
It is a little sneaking art, which knaves
Use to cajole, and soften fools withal
If thou hast flattery in thy nature, out with't
Or send it to a Court, for there 'twill thrive"

ডি ফো কহিয়াছেন,—

"When flatterers meet, the devil goes to dinner '

ফেণ্টন কহিয়াছেন,—

"Beware of flattery, 'tis a flowery weed
Which oft offends the very idol Vice
Whose shrine it would perfume"

আর অবশ্যকুলবত্ন হানা মোর বলিয়াছেন,—

"Hold !
No adulation !—'tis the death of Virtue !
Who flatters, is of all mankind the lowest,
Save him who courts the flattery"

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, যিনিই মনুষ্যজগতের কোন খবর লইয়াছেন, তিনিই চাটুকারকে মনের সহিত ঘৃণা করিয়াছেন। সুতরাং নজীর ফএসলার ইহা অপেক্ষা দীর্ঘতর তালিকা দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ, যখন কবি, দার্শনিক, ঋষি, মুনি ও নীতিকারেরা সকলেই চাটুকারকে সমান বিদ্বেষ করিয়াছেন, তখন ইহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইয়াছে যে, চাটুকার অতি অধম জীব।

ষট্‌কারক।

ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্‌—

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় থাকে, তাহাকে কারক বলে।

পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, তাহাদের সহিত কোন ক্রিয়ারই অন্বয় অর্থাৎ সম্পর্ক নাই। তাহারা সাক্ষাৎ কিংবা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন দিনও কোন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় নাই, এবং লিপ্ত হইবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যায় না। তাহাদিগকে এই নিমিত্ত কারক বলিতে পারি না। তাহাদিগকে উপসর্গ কিংবা উপপদ বলা যায় কি না, ইহা বিচার্য্য রহিল। ভগবান্‌ পাণিনির মতে এই শ্রেণিস্থ কতকগুলির আর এক নাম 'নিপাত,' এবং ইহাতে বোধ হয়, মহর্ষি যেমন বিচক্ষণ বৈয়াকরণ, তেমনই নীতিনিপুণ সমাজ-বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

ষট্‌কারকাণি—

অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা এই ছয় কারক।

অপাদান।

যতো বিশ্লেষঃ—।১।

যাহা হইতে বিশ্লেষ অর্থাৎ একবারে ছাড়াছাড়ি হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

এই সূত্রানুসারে সম্প্রদত্তা কন্যা এবং দত্তকপুত্র এই দুইয়ের সম্বন্ধে জনকজননী, এবং দেশী আত্মীয়, উচ্ছেদশীল নব্য সভ্য, এবং আত্মদ্রোহী বিলাতি বাবু এই তিনের সম্বন্ধে পিতৃকুল, পৈতৃক আচারব্যবহার এবং

পিতৃদেশীয় সমাজ অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কেন না, ঐ ঐ স্থলে বিশ্লেষ অর্থাৎ বিভাগ-জনকীভূত ব্যাপারের কিছুই আর বাকি রহে না, এবং যাহা হইতে বিশ্লেষ ঘটে, সেও অচিরেই সম্পূর্ণরূপে উদাসীনের দশায় আসিয়া পহুঁচে, –বিশ্লিষ্ট পদার্থ থাকে বা যায়, তৎপ্রতি ফিরিয়াও কখনও আব চাহে না। *

ভয়হেতুঃ — ।২।

যাহা হইতে ভয় হয়, তাহাকে অপাদান বলে।

বালকের অপাদান বিরসবদন বিকটরদন, বিরূপনয়ন, মাষ্টার মহাশয়। কারণ, তিনি কথায় অকথায় মুষ্টিযোগ কিংবা যষ্টিযোগের বিবিধ, বিধান করেন। নবোঢা বধূর অপাদান শঙ্কারু-স্বভাবা শাশুড়ী, কারণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই কণ্টকময়,—কিংবা নবরঙ্গিণী ননদিনী, কারণ তিনি কাজে অকাজে সকল সময়েই ঝঙ্কার দেন। বৃদ্ধের অপাদান যুবতী ভার্য্যা, কারণ তাঁহার আরক্ত, অপাঙ্গ, বক্র গ্রীবা, এবং ক্রোধস্ফুরিত অধরবিম্ব দর্শন করিলেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, বনে অপাদান ব্যাঘ্র কিংবা ভল্লুক, কাছারিতে অপাদান হুঙ্কারশীল হাকিম, কাছারির বাহিরে অপাদান কর-তল-প্রসারী কনষ্টাবল এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পক্ষে নিত্য অপাদান 'নব্য বাবু'। গরিব ভদ্রলোকের পক্ষে চাকর মহাশয়, গরিব দুঃখী

* যাহাকে ডাইভোর্স অর্থাৎ পরিণয়চ্ছেদ বলে, সেই একটা অনুষ্ঠান হইয়া গেলে পরিত্যক্ত পতিপত্নীও পরস্পর সম্পর্কে অপাদান হন। কারণ, 'অপসরতোমেষাদপসরতি মেষঃ' ইত্যাদি স্থলে ভাষ্যপ্রদীপকার ভর্তৃহরি বলিয়াছেন,—

"মেষান্তরক্রিয়াপেক্ষমবধিত্বং পৃথক্ পৃথক্।
মেষয়োঃ স্বক্রিয়াপেক্ষং কর্তৃত্বঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।"

যেখানে পরিণয়ের উচ্ছেদ হয় নাই, প্রণয়ের মাত্র বিচ্ছেদ হইয়াছে, সেখানেও উল্লিখিত সূত্রানুসারে দম্পতি একে অন্যের সম্পর্কে অপাদান বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে ভাষ্যে কিংবা ভাষ্যপ্রদীপে কিছুই লেখা নাই।

প্রজার পক্ষে নিত্যভিক্ষু নাএব মহাশয়, কুলনারীর পক্ষে কোকিল-কণ্ঠ-কাঙ্গাল কুটুম্ব, অন্তঃসারশূন্য অর্ব্বাচীন লেখকদিগের পক্ষে সমালোচকের সম্মার্জ্জনী, বড ঘরের ফুটন্ত ছেলেদের পক্ষে সখের ইয়াব, আর ভাঙা ঘবের অফুটন্ত ছেলেদের পক্ষে শুঁড়ী কিংবা সুদের বণিক্ ঘোরতর অপাদান। কারণ, এ সকল সম্পর্কস্থলে কতভাবে কত প্রকার ভয়ের কারণ আছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

যত আদানম্—। ৩।

যাহা হইতে আদান অর্থাৎ উশুল করা যায়, তাহাও অপাদান বলিয়া অভিহিত হয়।

হতমূর্থ কুলীনের অপাদান অধিকতর মূর্খ শ্রোত্রীয়, বংশজ কিংবা মৌলিক-সমাজ। আছালতশ্রেণির ওমেদারের অপাদান দেশস্থ নিরীহ ধনী —কুটুম্বশ্রেণিস্থ ভাতু'ডের অপাদান "ভালমানুষ" কুটুম্ব, বৈদ্যশ্রেণিস্থ হাতু'ডের অপাদান গ্রামস্থ অশিক্ষিত লোক ও বৃদ্ধা গৃহিণী,—উকিল ও মোক্তারের অপাদান 'মামলাবাজ' ভূম্যধিকারী, এবং চাঁদাজীবীর অপাদান 'সভাবাজ' কিংবা 'রাজনীতিবাজ' যশের ভিখারী। লম্বসাট-পটাবৃত, জম্বুক-চরিত্র জামাই বাবুর পক্ষে, এই অর্থে, শাশুডী এক চমৎকার অপাদান। শুরুর অপাদান শিষ্য, যত ইচ্ছা তত উশুল করিয়া লও, কথাটিও বলিতে পারিবে না। কোন নূতন রকমের টেক্সের বেলায়, অতিরিক্ত কর্ম্ম-পটু অফিসারের অপাদান জমিদার, জমিদারের অপাদান তালুকদার, তালুকদারের অপাদান হাওলাদার এবং সকলের শেষ অপাদান মাঠের কৃষক। অলঙ্কার উশুল করিবার সময়, মৃদুমন্দহাসিনী, মন্থরগামিনী, মধুকর-ঝঙ্কারিণী স্ত্রীর পক্ষে স্ত্রৈণ স্বামীকেও অপাদান বলা যাইতে পারে।

ভুবঃপ্রভবঃ—। ৪।

আবির্ভাব-ভূমি অর্থাৎ প্রথম প্রকাশ-স্থান অপাদান বলিয়া কথিত হয়। তরঙ্গসঙ্কুলা ভাগীরথী হিমালয়ে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছেন, এই হেতু ভাগীরথীর অপাদান হিমালয়, এবং অধুনাতন যে সকল অর্দ্ধবর্ব্বর গুণ-নিধির সর্ব্বপ্রকার গুণপনা কুটুম্বালয়েই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাদিগের অপাদান কুটুম্বালয়। যে স্থানে কতকগুলি লোক এক সঙ্গে উপবেশন করে,—এক জনে কি বলে, আর সকলে করতালি দিয়া দশদিক্ নিনাদিত করিয়া তুলে, তাদৃশ স্থানকেও অপাদান বলি। কারণ, তথায় অনেকের অনেক প্রকার অজ্ঞাতপূর্ব্ব মাহাত্ম্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অর্থে আরও নানাবিধ স্থান অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাকরণের জন্য দুই তিনটি উদাহরণই যথেষ্ট।

পরাজেরসোঢ়ঃ—। ৫।

যিনি যাঁহার নিকট যে বিষয়ে হারি মানেন, তিনি তাঁহার নিকট সেই সম্পর্কে অপাদান। যথা, তাস পাশা ও দাবা প্রভৃতি ক্রীড়নক ভবচন্দ্রের নিকট হারি মানিয়াছে, অতএব ভবচন্দ্র তাস পাশার অপাদান;—অথবা ভবচন্দ্র তাস পাশার নিকট হারি মানিয়া এইক্ষণ তবলার উপর আপতিত হইয়াছে, অতএব তাস পাশা তাহার সম্পর্কে অপাদান। গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদিরা মোহনচাঁদের নিকট হারি মানিয়াছে, অতএব মোহনচাঁদ মদিরার অপাদান, অথবা মোহনচাঁদ মদিরার নিকট হারি মানিয়া এইক্ষণ গাঁজা ধরিয়াছেন, অতএব মদিরা মোহনচাঁদের অপাদান। প্রগাঢ় রচনার বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং প্রগল্‌ভা বঙ্গবধূ ইদানীং অনেক বাঙ্গালির অসাধারণ অপাদান। কারণ, বাঙ্গালা গ্রন্থে তাঁহাদিগের দন্তস্ফুট হয় না, এবং বঙ্গ-ভামিনীর ভ্রূকুঞ্চনের কাছেও তাঁহারা স্থিরপ্রাণে তিষ্ঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন না। অনেকের পক্ষে

গ্রন্থমাত্রই অপাদান। কারণ ক অক্ষর তাঁহাদিগের গোমাংস। কি বা বাঙ্গালা, কি বা ইংরেজী, কি বা ফারসী, কি বা ফরাসি, কোন ভাষার কোন গ্রন্থেই তাঁহাদিগের ঢেঁকিরামী বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয় না। কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম তাঁহার টোলের রমাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে অপাদান বলিয়া অভিবাদন করিতেন। কেন না, তিনি অহোরাত্র প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও পরিশেষে রমাকান্তের নিকট হারি মানিয়াছেন,—এবং এইক্ষণও শিক্ষাব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রেই কোন না কোন ছাত্রকে এই অর্থানুসারে অপাদান বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। কারণ, আদেশ, উপদেশ এবং যষ্টি ও মুষ্টি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রক্রিয়াই তাদৃশ ছাত্রের নিকট পরাভূত হয়।

যতঃ প্রমাদঃ—। ৬। *

যাহা হইতে প্রমাদ ঘটে, তাহাকেও অপাদান বলে।

মূর্খপুত্র, মূর্খমিত্র, মূর্খমন্ত্রী ও মূর্খবৈদ্য এই চারিটিই এই সূত্রের উদাহরণ স্থলে সর্ব্বপ্রথমে অপাদান বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। কৃপণ পিতা চিরজীবনের যত্নে যাহা কিছু সঞ্চয় করে, মূর্খপুত্র চক্ষু ফুটিতে না ফুটিতেই ধূলিবাশির সহিত তাহা উড়াইয়া দিয়া নানারূপ প্রমাদ ঘটায়,—শত্রু না যত অপকার করে, মূর্খমিত্র তাহা হইতেও অধিকতর অপকারের কারণ হয়, মূর্খমন্ত্রী হিতৈষিতা সত্ত্বেও আপনার মূর্খতাহেতু কুবুদ্ধি দিয়া বিপদে ডুবায়,—এবং মূর্খবৈদ্যই যে, যমের সাক্ষাৎ অবতার, সকল শাস্ত্র এবং সকল দেশেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুষ্যগণনায় মূর্খস্বামী এবং রূপাভিমানিনী কুলকামিনীও প্রমাদজনক বলিয়া অপাদান সংজ্ঞা পাইতে অধিকারী। বস্তুগণনায় এই সূত্রের প্রধান উদাহরণ মদ আর সুদ। কারণ, এই দুইই ভয়ানক

* প্রমাদ শব্দ গোলযোগের ন্যায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রমাদের নিদান এবং অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈয়াকরণ মুদ্রা ও কঙ্কণের ঝনাৎকারকেও প্রমাদের বীজ বলিয়া অপাদান সংজ্ঞা দেন। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্তে অতিব্যাপ্তি দোষ স্পর্শে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

সম্প্রদান।

যস্মৈ দানম্—। ১।

যাহার উদ্দেশে দান-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে।

সংসারে সম্প্রদান কারকের অভাব নাই। সকলেই, কাহারও না কাহারও নিকট, কোন না কোন সময়ে, সম্প্রদানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করেন। দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়ার সময়ে, সম্প্রদান কারকের উৎপীড়নে দ্বার অবরোধ করিতে হয়। সম্প্রদানের মধ্যে এদেশে ধর্ম্মনাশক ও শিষ্যশোষক "গুরু গোস্বামী," কর্ম্মনাশক পুরোহিত, ভ্রূকুটিভয়ঙ্কর ভাট, এবং নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত পরিব্রাজক, অথবা দেশহিতৈষী সমাজসংস্কারক প্রভৃতিরই বিশেষ গণনা। বম্বের মহারাজগুরুরা সম্প্রদানের শিরোমণি। * কোন দেশেই অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মত আতঙ্কজনক সম্প্রদান আবির্ভূত হয় নাই। ছাত্রকে চপেট এবং ভয়বিহ্বলা মৃত্তণীলা ভার্য্যা ও অশ্রুপূর্ণনয়না অসহায়া বৃদ্ধা জননীকে গালি দিতে হইলে, তাঁহাদিগকে সম্প্রদান বলা যায় কি না, ইহা মীমাংসিত হয় নাই। 'খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটং দদাতীতি' ভাষাপ্রয়োগানুসারে পূর্ব্বোক্ত স্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞার ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিলাতে ব্যবসায়ী সম্প্রদানদিগের উপর বড় শাসন। তাহাদিগকে রাজপথে দাঁড়াইয়া লোককে জ্বালাতন করিতে

* Vide the great Maharaja Libel Case of Bombay

—"ধনদারাদিকং সর্ব্বং গুরবে হি নিবেদয়েৎ।"

দেয় না। তাহারা কাগজ ছাপাইয়া আড়ম্বর সহকারে দান গ্রহণ করে, অতএব তাহারা মহাসম্প্রদান।

রুচ্যর্থানাং প্রীযমানঃ—। ২।

যে বস্তুটি যাহার নিকট ভাল লাগে, সেই বস্তুর সম্বন্ধে তিনি সম্প্রদান। তোমার বাগানে জাতি, যূথী ও মল্লিকা প্রভৃতি ফুলগুলি ফুটিয়া মধুরহাসি হাসিতেছে, ইহা আমার নিকট বড় ভাল লাগে। অতএব ঐ ফুলগুলির সম্বন্ধে আমি সম্প্রদান। আমি চাহিয়া নিতে পারি, —ভাল, না চাহিয়া নিতে পারি, তাহাও ভাল। কিন্তু আমি সম্প্রদান। এইরূপে, তোমার ঘর বাড়ী, জমা জমি, তোমার গাড়ী ঘোড়া, তোমার ধরা চূড়া, তোমার ঐ কণ্ঠবিলম্বি-স্বর্ণহার, এবং তোমার আরও যাহা কিছু আছে, সবই আমার নিকট বড় বেসী ভাল লাগে। অতএব তোমার সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই আমি স্বয়মিচ্ছু সম্প্রদান। তোমার প্রীতি হউক আর অপ্রীতি হউক, আমার যখন চ'খে লাগিয়াছে ও চিত্তে রুচিকর জ্ঞান হইয়াছে, তখন আমার সম্প্রদানতা আর ঠেকায় কে? কারণ, শাস্ত্রে আছে, "দেবদত্তায় রোচতে মোদকঃ" —মোয়াটি দেবদত্তের বড় ভাল লাগে, অতএব দেবদত্ত ঐ মোয়াটির সম্পর্কে সম্প্রদান। তবে এক প্রতিবন্ধক এই, তুমিও আমার যাহা কিছু আছে না আছে, তৎসম্পর্কে আপনা আপনি সম্প্রদান হইয়া বসিতে পার। এইরূপ সম্প্রদানতার সংঘর্ষস্থলে মীমাংসার একমাত্র শাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানরূপ আধুনিক ভাষ্য। কিন্তু তাহার দোহাই সকলে মানে কি?

করণ।

সাধকতমং করণং।

পরকীয় ক্রিয়া নিষ্পত্তির যে সর্ব্বপ্রধান সাধক, তাহাকে করণকারক বলে।

করণকারক অলস ও নিষ্ক্রিয় নহে। সে সর্ব্বদাই ভাল কি মন্দ

কোনরূপ ক্রিয়ায় সংলিপ্ত থাকিবে। কিন্তু সে ক্রিয়া তাহার নিজের নহে। কর্ত্তা তাহাকে যে ভাবে যে ক্রিয়ায় নিয়োগ করেন, সে সেই ভাবে সেই ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়। রাখালের হাতে লাঁড়, সাপুঁড়ের হাতে বাঁশী, বাজিকরের হাতে পুতুল, বিলাসিনীর হাতে বিরাজমোহন, আমলার হাতে অহম্মুখ হাকিম, নিমচাঁদের হাতে অটল, ইহাঁরা করণকারক। কর্ত্তারা যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করেন, ইহাঁরা তাহাব সহায়তা করেন। কলুর বলদ করণকারক, তেল কাহাকে বলে তা চক্ষে দেখিতে পায় না, অথচ দিবারাত্রি ঘানি টানে। আফিসের কেরাণী এবং আদালতের মোহবের করণকারক, কি লেখে তা বুঝে না, অথবা বুঝিতে চায় না, কিংবা বুঝিবার অবকাশ পায় না, অথচ সকল সময়েই লেখে। দলপতির হাতে ডুরিধরা দাস-শিষ্যেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করণকারক। তাহাদিগের উদরে প্রকৃত কর্ত্তা যে দুই চারিটি বুলি ফুৎকার সহ পুরিয়া দেন, তাহারা তাহাই সকল স্থানে সতত বলিয়া বেড়ায়, এবং বলিয়া বলিয়া বালক কিংবা অবলা ভুলাইয়া দল-নাথের দর্প বাড়ায়। চাটুপটু চতুর ব্যক্তিরা, চাটুবাক্যে মনোমোহন করিয়া, যাহার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লয়, সেও সর্ব্বথা করণকারক। কারণ, ইহা অহবহই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হয় যে, স্তুতিবাদের শ্রুতিসুখাবহ সুমধুরধ্বনিতে হৃদয় বিমোহিত হইলে, লোকে অতি সহজেই কর্ত্তৃত্বে বঞ্চিত হইয়া করণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাকরণ অনুসারে করণকারক আরও অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে না পাইলেও তাঁহাদিগের কাহিনী শুনা যায়, এবং কার্য্যফলেই তাঁহাদিগের পরিচয় পাইতে হয়। কারণ, তুমি ক্রিয়া কর, আর ক্রীড়া কর,—দেবতার বাঞ্ছিত দুর্ল্লভ রত্নের জন্য আকুল হও, অথবা পিশাচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পঙ্কে ডুব, করণকারকের সাহায্য বিনা কিছুই সম্পাদিত হইবার নহে। যাঁহারা কণিকনীতির কূট-কার্ম্মুক করে ধারণ করিয়া সাম্রাজ্য গড়েন কিংবা সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ফেলেন, করণ-

কারকের প্রয়োগনৈপুণ্যেই তাঁহাদিগের প্রধান পরীক্ষা। যাঁহারা আর পাঁচ রকমের কার্য্য করেন, তাঁহাদিগেরও প্রধান সাধন করণকারক। কেন না, লোকে যাহাকে উপকরণ বলে, তাহাও করণেরই অন্তর্গত। আমরা বাহুল্যভয়ে সর্ব্ববিধ করণের নাম সঙ্কলন না করিয়া, এস্থলে দিঙ্‌ মাত্র প্রদর্শন করিলাম।

অধিকরণ।

আধারোঽধিকরণম্।

• ক্রিয়ার যে আধার, তাহাকে অধিকরণ কারক বলে।

অধিকরণকারক শয়নমন্দিরের খট্টার ন্যায় কোন এক স্থলে পড়িয়া থাকেন, কর্ত্তা তাঁহার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া লোককে নিমন্ত্রণ খাওয়ান। অনুষ্ঠিত কার্য্যের গুণ ও যশটুকু কর্ত্তার, দোষ ও অপযশখানি অধিকরণের। ইংরেজিতে অনুবাদ করিতে হইলে, অধিকরণ কারককে কোন কোন অর্থে scapegoat মুক্তিছাগ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। কারণ, সকলেই সকল কর্ম্মের মন্দফল অধিকরণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া থাকেন।

যে স্থলে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকেও অধিকরণ বলে। যথা, তুমি গৃহে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিতেছ, এই বাক্যে গৃহ অধিকরণ কারক। এদেশের পুরুষেরা পূর্ব্বকালে অরণ্যে তপশ্চরণ করিতেন, রণক্ষেত্রে সম্মুখযুদ্ধে বিক্রম দেখাইতেন এবং অন্তঃপুরে পুরবাসিনীদিগের সন্নিধানে সুমধুর স্নিগ্ধভাবে অবস্থিত থাকিতেন। তখন অরণ্য, রণক্ষেত্র, এবং অন্তঃপুর যথাক্রমে তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যা, বিক্রমপ্রকাশ এবং স্নেহমাধুর্য্য প্রদর্শনরূপ ক্রিয়াত্রয়ের অধিকরণ ছিল। তাঁহারা এইক্ষণ বহুলোকাকীর্ণ, কোলাহলপূর্ণ, শতদীপ-সমুজ্জ্বল সভাস্থলে তপস্যা করেন; বিক্রমপ্রকাশ অর্থাৎ জাঁক পাক জাহির করিতে হইলে, অবগুণ্ঠনাবৃতা অন্তঃপুর-সুন্দরীদিগের সম্মুখীন হন; আর পদাঘাত সহিয়াও পরাক্রান্ত

নিকট বিনয় ও নম্রতা দেখান। সুতরাং সভাস্থল, অন্দরমহল, এবং সান্নিধ্যই ইদানীং বিপরীত-রীতিক্রমে তাঁহাদিগের প্রাগুক্ত তিনটি ক্রিয়ার অধিকরণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অবস্থার এইরূপ যে ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বতন টীকাকারেরা বুদ্ধির অল্পতাহেতু অনুমান করিতে পারেন নাই।

কর্ম্ম।

কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।

কর্ত্তা যেটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাকে কর্ম্মকারক বলে।

এই অর্থানুসারে ছাগ মেষ প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রিয়বস্তুকে কর্ম্ম-কারক বলা যাইতে পারে। সুতরাং, যাহারা পুরুষকার পরিহার করিয়া ছাগ-মেষের মত জীবন যাপন করেন, তাঁহারা কর্ত্তার সম্পর্কে কর্ম্মকারক। কর্ম্মকারকের আর একটি অপেক্ষাকৃত সরল সংজ্ঞা আছে, তাহা এই, -

ক্রিযযাক্রান্তং কর্ম্ম।

কর্ত্তার ক্রিয়া দ্বারা যে আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ কর্ত্তার ক্রিয়া যাহার গায়ে যাইয়া ঠেকে, তাহাকেও কর্ম্মকারক বলে। জর্ম্মণসম্রাট্ উইলিয়ম সপ্তসাগরের পরপারে থাকিয়া হাসিয়া খেলিয়া ক্রিয়া করেন, সেই ক্রিয়া সাগর পার হইয়া, পাহাড় ভেদ করিয়া, চীনের গায়ে আসিয়া ঠেকে, অতএব চীনের অধিবাসীরা এই সম্বন্ধে কর্ম্মকারক। অধিকারী মহাশয়, আসরে নামিয়া, বাহু নাড়িয়া, অংগদের বিড়ম্বনা বর্ণনা করেন; শ্রোতৃবর্গ অশ্রুধারায় আকুল হইযা একে অন্যের অঙ্গে গড়াইয়া পড়ে। কোন বিখ্যাত বিকট বক্তা সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া গগনভেদি তার-স্বরে দুটা অসম্বদ্ধ কথা ছাড়িয়া দেন; আর অজাতশ্মশ্রু বালকবৃন্দ প্রমত্তবৎ নাচিয়া উঠে। কেহ কবিকল্পিত কপিবরের ন্যায়, সভ্যতা

শিক্ষার অভিলাষে দুই চারি দিন দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া, দেশে আসিয়া কি দুই একটা 'চিজ' প্রদর্শন করেন, এবং সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়; ঐরূপ ক্রিয়া-মুগ্ধেরা সকলেই কর্ম্মকারক; কারণ, ইহারা অন্যদীয় ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

যাহারা বুদ্ধি সত্ত্বেও পরের বুদ্ধিতে চলে, চক্ষু সত্ত্বেও পরের চক্ষে দেখে, অন্যে খাওয়াইলে খায়, আপনি কখনও আহারের অন্বেষণ করে না, - অন্যে উঠাইলে উঠে, আপনি উঠিবার জন্য যত্নপর হয় না, অন্যে বুঝাইলে বুঝে, কিন্তু নিজে কিছু বুঝিতে চাহে না, তাহাদিগকেও কর্ম্মকারক বলি। কোন শ্রেণির লোক যশস্বী ব্যক্তির নিকট সকল সময়েই কর্ম্মকারক, ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিশেষতঃ।

কর্ত্তা।

স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।

যে আপনার ক্রিয়াতে করণাদি কারকান্তরের উপযুক্ত সহায়তা ব্যতিরিক্ত কখনও কোনরূপ নিকৃষ্ট পরতন্ত্রতা স্বীকার করে না, আপনিই স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হয়, তাহাকে কর্তৃকারক বলে। অথবা—

ক্রিয়াসম্পাদকঃ কর্ত্তা।

যিনি আলস্যকীট কিংবা কাষ্ঠলোষ্ট্রের ন্যায় কোথাও পড়িয়া থাকেন না, অথবা বাতোত্থিত তৃণের ন্যায় পরকীয় শক্তিতে ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়েন না, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জগতে স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাকে কর্ত্তা বলা যায়।

যেমন পক্ষিসমাজে গরুড়, আর পশুসমাজে সিংহ, সেইরূপ কারক মধ্যে অথবা মনুষ্যসমাজে কর্ত্তা যাঁহারা কর্তৃকারক বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাদিগকে দেখিলেই চেনা যায়। তাঁহাদিগের ললাট পরিসর, মস্তক উন্নত, দৃষ্টি মর্ম্মস্পর্শিনী, বুদ্ধি গভীর, আত্মা উদ্যমপূর্ণ, আকাঙ্ক্ষা

অতীব উচ্চ, চিত্ত নির্ম্মল, অচঞ্চল ও পর্ব্বতবৎ ধীর,—বাক্য অর্থযুক্ত ও মধুর এবং গতি বিনয়লাঞ্ছিত ও অভিমানবর্জ্জিত হইয়াও স্বাধীনতা-ব্যঞ্জক। কি বা তাঁহাদিগের দেহ, কি বা তাঁহাদিগের মন, কিছুই পরকীয় লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত নহে। তাঁহাদিগের আলস্য নাই, ঔদাস্য নাই, আহার-নিদ্রায় দৃক্‌পাত নাই এবং কালাকালভেদ নাই। তাঁহারা সকল সময়েই কার্য্যলিপ্ত। কর্ত্তা নিকটস্থ হইলে কর্ম্মকরণাদি অন্যান্য সমস্ত কারক আপনা হইতেই শ্রদ্ধাবনত অথবা শক্তিমোহে অন্তর্গত হইয়া পড়ে। কর্ত্তাদিগের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু ভাল মন্দ উভয়ই অবিসংবাদিতরূপে কর্ত্তা। যথা, মেবাট ও ওয়াশিংটন, হামডেন ও ববিস্পিয়র। কর্ত্তৃপদবাচ্য কীর্ত্তিমান্ পুরুষেরা কোন অংশেও পরের অধীনতা সহিতে পারেন না, কথা ঠিক এমন নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অনেক বিষয়ে পরাধীন। কিন্তু সে পরাধীনতা জ্ঞাতসারে এবং প্রীতি অথবা ভক্তির প্রণোদনে। লুথর আপনি অদ্বিতীয় কর্ত্তা হইয়াও, মধুর-স্বভাব মিলাংথনের অধীন ছিলেন। বোনাপার্টি মনস্বী ও কর্ম্মঠ ব্যক্তির উপদেশের নিকট মাথা নোয়াইতে ভালবাসিতেন। বিশলু রাজ-নীতিসাগরের অদ্বিতীয় কর্ণধার হইয়াও আপনার বিশ্বস্ত অধীনবর্গকে বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিতেন, এবং সকল বিষয়েই তাহাদিগের উপদেশ লইতেন।

পরিশিষ্ট।

অবস্থাবশাৎ কারকাণি।

যে স্থলে যে কারক বিহিত হইল, অবস্থাবশতঃ কোন কোন সময়ে তাহার অন্যথাভাব ঘটিয়া থাকে। যথা, কেহ পুরুষসমাজে কর্ম্মকারক, নারীসমাজে কর্ত্তৃকারক, আর সুচতুর বুদ্ধিমানের হস্তে করণকারক। বঙ্গদেশীয় বড় বাবুদিগের মধ্যে অনেকেই অবলা ও অধীনবর্গের নিকট কর্ত্তৃকারক,—তখন গর্জ্জনে বজ্রধ্বনিও নীচে পড়ে, এবং চক্ষুর বিকট

আবর্ত্তনে বালকবৃন্দ ভয়ে পলায়, আর সমৃদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন পদস্থের নিকট কর্ম্মকারক, কারণ সর্ব্বদাই তাদৃশ পুরুষদিগের পদারবিন্দে প্রণত এবং তাঁহাদিগের প্রার্থিত-দুর্ল্লভ পদরেণু স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত।

বক্তব্য—যাহারা পরের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাদিগকে প্রযোজ্য কর্ত্তা বলে। স্বাবলম্ব সৎপুরুষেরা স্বকীয় ক্ষমতায় স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতে ভালবাসেন, অতএব তাঁহারা প্রকৃত কর্ত্তা। যাঁহারা পরের ক্ষমতায় পরকীয় প্রণোদনে কর্ত্তৃত্ব করেন, সূত্রার্থের মর্ম্মানুসারে তাঁহারা প্রযোজ্য কর্ত্তা। পরে যাহা কানে কানে কহিয়া দেয়, তাঁহারা সভায় যাইয়া তাহাই বিন্যাস করিয়া বক্তৃতা করেন ;—পরে যে পথে চালায়, সেই পথে চলেন, এবং আপনার ইহকাল ও পরকাল পরের পায়ে সঁপিয়া দিয়া, পরমার্থের কথা সম্পর্কেও পরের দিকে তাকাইয়া থাকেন। প্রযোজ্য কর্ত্তা, পাণিনির মতে, অনেক স্থলে, অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কর্ম্মকারক।

উপসংহার। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল তত্ত্বদর্শী যুবা মানবজীবন-রূপ অবিনাশি বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য এই কারক প্রকরণ পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের কাছে পরিশেষে এই 'বক্তব্য',—তাঁহারা যেন সকলেই অবস্থাধীন কারকতা পরিহার করিয়া ঐশ্বরিক ব্যবস্থাধীন কারকতা লাভ করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নপর হন, এবং কোনরূপ জঘন্য জাতীয় করণকারক কিংবা জঘন্য লোকের জঘন্য 'ক্রিয়াক্রান্ত' কর্ম্মকারকের দশায় পরিণত না হইয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তির মাত্রানুরূপ কর্ত্তৃকারকতা উপার্জ্জন করিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। আর, সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যসন্তানের প্রতি সাধারণ উপদেশ এই, পাণিনির শিষ্যবর্গ তাঁহাদিগের সম্পর্কে যাহাতে 'নিপাত' সংজ্ঞা প্রয়োগ করিতে না পারে, তৎপ্রতি যেন তাঁহারা দৃষ্টি রাখেন। কেন না, মনুষ্যের মধ্যে বাঞ্ছিত ক্রিয়াযোগে অতি ক্ষুদ্র মনুষ্য হওয়াও বাঞ্ছনীয়, তথাপি নিষ্ক্রিয় হইয়া 'নিপাত' নামের উপযুক্ত হওয়া প্রার্থনীয় নহে।

সামাজিক নিগ্রহ।

অমিশ্রসুখ ও অমিশ্রসম্পদ মনুষ্যের আশাতীত পদার্থ। যেখানে যে পরিমাণে এক দিকে পরিতৃপ্তি, সেখানে সেই পরিমাণে অন্য দিকে অতৃপ্তি; যে বাণিজ্যে যে পরিমাণ এক বস্তুর ক্রয়, সেই বাণিজ্যে, সেই পরিমাণে অন্য বস্তুর বিক্রয়। প্রণয়ে পরাধীনতা, ভোগে বৈরাগ্য আশায় উদ্বেগ, প্রভুত্বে আপদ, কীর্ত্তিতে কলঙ্ক, বৈভবে লোকের বিদ্বেষ এবং বৃদ্ধিতে অহেতুক ভয়। এই ক্ষতিলাভ এবং সঞ্চয় ও অপচয়ের নিয়ম অব্যর্থ ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। সংসারে কোথাও ইহার অন্যথাভাব পরিলক্ষিত হয় না। মনুষ্যের সামাজিক সুখ ও সামাজিক সম্পদও প্রকৃতপ্রস্তাবে কড়ায় ক্রান্তিতে এই নিষ্ঠুর নিয়মের অধীন। দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সমাজশক্তির অন্ধ ভক্ত, তাঁহারা আপাততঃ এই কথায় সায় দিতে ইচ্ছুক না হইলেও, অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিলে, অবশ্যই পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত কে কোথায় দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে পারে?

সমাজের গৌরব অবশ্যই অবিসংবাদিত। নিতান্ত স্থূলদৃষ্টিতেও ইহা প্রতীত হয় যে, মানবজাতির অদ্য পর্য্যন্ত যে কোন বিষয়ে যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, সমাজবন্ধনই তাহার পত্তনভূমি। মনুষ্য সামাজিক জীব, অতএব মনুষ্য পৃথিবীর রাজা,—নরলোকে দেবতা, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে এবং ঊর্দ্ধস্থ নভোমণ্ডলে অধীশ্বর। নহিলে, মনুষ্য কোথায় কি অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। বস্তুতঃ, যদি ব্যাঘ্রপ্রভৃতি শারীর-শক্তিসম্পন্ন হিংস্রজন্তুসকল সমাজবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিত, তাহা হইলে মানসী শক্তির প্রত্যক্ষ বিগ্রহ মনুষ্য,

ধর্ম্ম, বিবেক ও হৃদয়-সম্পদের সাহায্যসত্ত্বেও, ভূলোকে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত কি না, সন্দেহের কথা। আবার দেখ, সমাজবন্ধন যে শুধু মনুষ্যের যাবতীয় সম্পদেরই নিদান, এমন নহে। মনুষ্যের যত কিছু সুখ আছে, তাহারও প্রধান প্রস্রবণ সমাজ। মনুষ্য একাকী দুখানি হাত আর দুখানি পা লইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে; কোটি লোক সমবেত হইয়া সেবকের মত নিয়ত তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহে। তাহার একটি অভাব অনুভূত হইতে না হইতে, সেই অভাব মোচনের জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্রবিধ সামগ্রী আপনি আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। সে হাসিলে, সংসার হাসে, সে দুঃখে এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিলে, আকাশ রোদন-ধ্বনিতে নিনাদিত হয়। ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে। গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহার অপার মহিমার নিকট মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সৌভাগ্যও অমিশ্র বস্তু নহে। বিধাতার কি ইচ্ছা, এ কমলও কণ্টক-জড়িত। সামাজিক জীবনে সুখ ও সম্পদের ত অবধিই নাই, কিন্তু নিগ্রহ কতগুলি আছে, তাহাও একবার আলোচনা কর। মনুষ্যজাতি বিনা মূল্যে এই অসীম বৈভবের অধিস্বামী হইয়াছে, ইহা ভুলিয়াও মনে করিও না।

সামাজিক নিগ্রহের অনেক অর্থ হইতে পারে। রাজা যে দণ্ড বিধান করেন, এক অর্থে ইহা সামাজিক নিগ্রহ। কারণ, সমাজ-রক্ষার অপরিহার্য্য প্রয়োজন ও সামাজিক অবস্থার অব্যক্ত শাসনে, সমাজ-শক্তি রাজার নিকট অর্পিত না হইলে, তিনি কাহারও কিছু করিতে পারেন না। শিক্ষালোকশূন্য মূর্খদিগের অবশ্যই এইরূপ সংস্কার থাকিতে পারে যে, সংসারে রাজা বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, রাজকীয় বেশভূষায় অলঙ্কৃত এবং রাজশক্তির প্রচণ্ড প্রতাপে প্রতাপান্বিত, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য-শ্রেণির বহির্ভূত এক প্রকার বিচিত্র জীব। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং যাহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই কার্য্যে

পরিণত করিতে অধিকারী হন। কিন্তু, ঊনবিংশতি শতাব্দীর সমাজ-বিজ্ঞান ইহা বুদ্ধিবলে, বাক্যবলে এবং বিধাতৃব্যবস্থাপিত ও ক্রম-বিকসিত নীতিতত্ত্বের অকাট্য যুক্তিবলে সপ্রমাণ করিয়াছে যে, অন্যান্য মনুষ্যও যেমন সমাজের আশ্রিত ও সমাজরক্ষিত, রাজারা দ্রষ্টব্য সমাজের আশ্রয় ও সংরক্ষক হইয়াও, তেমনই সমাজেব আশ্রিত ও সমাজ-রক্ষিত। রাজাদিগের যাহা কিছু বল ও বৈভব তাহার আদিবীজ সমাজ। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজা কি রাজপুরুষকৃত সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহই সামাজিকনিগ্রহের নামান্তর মাত্র। রাজা যদি অতি নীচপ্রকৃতি ও নিকৃষ্টমতি লোক হন, তাহা হইলে তিনি সমাজশক্তির অপব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু সেই অপব্যবহারও সমাজের নামে। সমাজ ছাড়া রাজা, আর শক্তিশূন্য জড়পদার্থ, উভয়ই অবস্তুমধ্যে পরিগণনীয়।

যাজকের অভিসম্পাত, জাতিচ্যুতি, লোকাপবাদ, এগুলিও সামাজিক-নিগ্রহ। কারণ, ঐ সমস্ত স্থলে একটি বা কএকটি লোক, সমাজের কোন না কোন এক বিভাগের প্রতিনিধিরূপে, এক বা দশজনের এইরূপ নির্য্যাতন করে। যখন সমাজের দোহাই না দিলে ঐরূপ নির্য্যাতনের কিছুই মূল্য কি মাহাত্ম্য থাকে না, তখন উহাকে সামাজিক-নিগ্রহ বিনা আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু, আমরা এ প্রবন্ধে যে প্রকার নিগ্রহনিচয়ের প্রসঙ্গ করিব, সে গুলি উল্লিখিত উভয়বিধ নিগ্রহ হইতে পৃথক্। পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহ সকল বাস্তব বা কল্পিত অপরাধের শাস্তি স্বরূপ। কেহ দোষ করে, এবং দোষের ফলভোগী হয়। ইহাতে সকল সময়েই ক্ষোভ করিবার তেমন কিছু কারণ থাকে না। কিন্তু মনুষ্যজাতি সমাজের অপূর্ণতা ও অভ্যন্তরীণ রুগ্নতাহেতু বিনাদোষেও যে সকল অপ্রতীকার্য্য নিগ্রহ ভোগ করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহাকেই প্রকৃত সামাজিকনিগ্রহ বলি।" ইহার কএকটি উদাহরণ দেখ।

আমাদিগের বিবেচনায় সামাজিকজীবনের সর্ব্বপ্রধান নিগ্রহ স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি। আমরা জানি যে, স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচার এক কথা নহে। যিনি স্বাধীন, তিনি মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য।—তিনি দেবতা। তাঁহার বাসনা ও বিবেক এক পথে বিচরণ করে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও আত্মার উন্নতি একই সূত্রে গ্রথিত বহে। তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয় পরস্পর বিরোধ-শূন্য হইয়া একে অন্যে কৃতার্থ হয়। পক্ষান্তরে, যে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের অধীন হইয়া, যখন যাহা মনে লয়, তখনই তাহা করিতে চাহে, সে প্রবৃত্তির ঘূর্ণপাকে পড়িয়া চিরকালই পাগলের মত ঘুরিতে থাকে, এবং স্বাধীনতার স্বর্গলোভে অধীনের অধীন হইয়া পড়ে। সুতরাং, স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি এক কথা নহে। কিন্তু এই পার্থক্য এবং স্বাধীনতার এই বিশেষ গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও, নিতান্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, যিনি সামাজিক, তিনিই পরাধীন, এবং যিনি যে পরিমাণ সূক্ষ্মসূত্রিত সমাজের সভ্য, তিনি সেই পরিমাণ সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। * স্বাধীনতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইলে, মনুষ্য কখনই এইক্ষণকার অবস্থান্বিত ছিন্নসূত্রজড়িত বিচ্ছিন্ন সমাজে বাস করিতে পারে না। মনুষ্যের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং মনোবৃত্তি গগনের অত্যূর্দ্ধ দেশকেও অতিক্রম করিতে চাহে, কিন্তু সমাজ তাহার পায়ে বিবিধ রজ্জুবন্ধন করিয়া তাহাকে ধূলিময় কৌমার ক্রীড়াতেই চিরকাল বান্ধিয়া রাখিতে চেষ্টা করে।

অনেকেই হয় ত শিক্ষার গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাদৃশ বৃথাভিমান পণ্ডিতদিগের বিড়ম্বনা চিন্তা করিলে হাস্য সংবরণ করাই কঠিন হয়। তাঁহাদিগের স্বাধীনতা

* পাঠক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল প্রণীত Liberty নামক পুস্তকখানি আর এক বার পড়িলে বড় প্রীত হইব।

কোথায়? কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীন বলিব? যখন দেখিতেছি যে, তাঁহারা সম্যক্‌প্রকারে পরের হস্তে গঠিত, পরের দ্বারা পরিচালিত এবং পদে পদে পরের অধীন,—যখন দেখিতেছি যে, তাঁহাদিগের মনের প্রত্যেক চিন্তা, হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব এবং আশার প্রত্যেক তরঙ্গ, সমাজের শাসনে, এই একরূপ রহিয়াছে, এই রূপান্তর ধারণ করিয়া আর এক খেলা খেলিতেছে, তখন তাঁহাদিগকে স্বাধীন না বলিয়া ভূতশক্তির ক্রীড়নক-নিচয়কেই স্বাধীন বলি না কেন?

ঐ যে ফুলটি স্রোতের জলে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, উহাকে কি তুমি স্বাধীন বল? উহার যদি স্বাধীনতা না থাকে, তবে সামাজিক মনুষ্যেরও স্বাধীনতা নাই। উহাকে জোয়ারে উপরে তুলিতেছে, ভাটায় নীচে নামাইতেছে এবং তরঙ্গের প্রত্যেক অভিঘাত, একবার ডুবাইয়া, আর বার ভাসাইয়া উঠাইতেছে। সামাজিক মনুষ্যও, অবস্থার স্রোতে নীয়মান হইয়া, আজ সাধুর মূর্ত্তি ধারণে প্রশংসা লইতেছে, কল্য অসাধুর বেশ ধারণ করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে,—এই দাতা বলিয়া লোকের ধন্যবাদ পাইতেছে, এই কৃপণ কি পরস্বাপহারী বলিয়া কলঙ্কের অর্ণবে ডুবিয়া যাইতেছে। সে কি যেন ভাবে, কি যেন করে, কিছুই তাহার আয়ত্ত নহে। অবোধ মনুষ্য কর-সূত্র-ধৃত পুতুলের খেলা দেখিয়া আমোদ করে, যাঁহার বুদ্ধি আছে, তিনি মানুষী লীলা-রূপ পুতুলখেলা দেখিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন। যদি স্বাধীনতার সহিত কোন ভাবের সম্পূর্ণ বিবোধিতা থাকে, সেই ভাব যান্ত্রিকতা। সামাজিক জীবনকে যান্ত্রিক জীবন বলিলে, সে কথা কি কোন মতেও অসঙ্গত হইবে? মনুষ্যের হাসি কান্না, আমোদ প্রমোদ, হর্ষ বিষাদ, এবং অনুরাগ ও বিরাগ, ইহার অধিকাংশ ভাবই কি যান্ত্রিক লক্ষণে লাঞ্ছিত নহে? তোমার যখন মন খুলিয়া হাসিতে ইচ্ছা হয়, তখন সমাজের 'আদব কাএদা' তোমাকে কাঁদিতে বলে, এবং তোমার যখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা

হয়, তখন সেই 'আদব কাএদা' তোমাকে হাসির হিল্লোলে ভাসাইয়া রাখে। এইরূপে তুমি অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাস, হাস্যপূর্ণ নয়নে কাঁদ,—বিরক্ত হৃদয়ে ভালবাসিয়া সেই শূন্যগর্ভ ভালবাসাতেই পরিতৃপ্ত বহ -এবং অনুরক্ত হৃদয়ে ঘৃণা করিয়া সেই শূন্যগর্ভ ঘৃণায় পৌরুষী মহিমাব ছায়া দেখ। ইহারই নাম কি স্বাধীনতা?

ধর্ম্ম স্বাধীনতার প্রাণ। মনুষ্যকে সামাজিক জীবনের দক্ষিণাস্বরূপ যথার্থ ধর্ম্মকেও বলিদান করিতে হয়। যথার্থ ধর্ম্মে পরমুখপ্রেক্ষিতা কখনই স্থান পায় না। যথার্থ ধর্ম্মের ভাব স্তুতির কলকণ্ঠে স্ফীত হয় না, এবং নিন্দাব বিষদংশনেও শুকাইয়া যায় না। মনুষ্যেব সামাজিকধর্ম্ম স্তুতি-নিন্দারূপ বিষাণদ্বয়ে বিলম্বিত। বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবেব সপক্ষ, তাহাই মনুষোব ধর্ম্ম, আব বর্ত্তমান সময যে ভাবেব বিপক্ষ, তাহাই মনুষোব অধর্ম্ম। সে সময়ের শাসনে কখনও যোগী, কখনও ভোগী, এবং কখনও বৈদিক, কখনও বৌদ্ধ। এক সময়ে যাহা তাহাব ধর্ম্ম, আর এক সময়ে তাহাই তাহার অধর্ম্ম, এবং এক সময়ে যাহা তাহাব অধর্ম্ম, আর এক সময়ে তাহাই তাহার ধর্ম্ম। আজি সময়েব শাসনে সে জাতিবন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, কালি সময়ের শাসনে সে জাতিবন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। আজি সময়ের শাসনে ভিক্ষার ঝুলি, ব্যাঘ্রাম্বর, ত্রিপুণ্ড্রক ও ত্রিশূল তাহার ধর্ম্মসাধন, কালি সময়ের শাসনে ফকিরেব কাঠমালা কিংবা মক্ক ও যেশুটদিগেব ক্রুশচিহ্নেই তাহাব ধ্যান, ধারণা ও স্বর্গ-মোক্ষ। ইহাই কি মনুষ্যের স্বাধীনতাব লক্ষণ? পাপ-পুণ্য ও সত্যাসত্যের পরীক্ষার সময়ও মনুষ্য অধিকাংশ লোকের মত কোন্ দিকে, ইহারই গণনা করে; আপনাকে গণনায় আনে না,—আনিলেও আপনার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করে না। সে লোক-কোলাহলের মধ্যে বসিয়া ভজনা করে, লোকসমাজে ঢাক ঢোল বাজাইয়া দান ও পরোপকারাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং লোকচক্ষুতে প্রসন্নদৃষ্টি

দর্শন করিলেই, সকল সাধনা সিদ্ধ হইল ভাবিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে।

ফরাশিরা একবার সভায় বসিয়া ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছিল। সভ্যদিগের অধিকাংশের মত হইল যে, 'ঈশ্বর নাই'। সভার ব্যবস্থা-পুস্তকেও অমনি লিখিত হইল যে, 'ঈশ্বর নাই'। এই ঘটনা লইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী পণ্ডিতেরা অনেক হাসিয়াছেন। কিন্তু, সংসারে সভ্যসমাজে প্রতিদিন যে এইরূপ কত ঘটনা ঘটিতেছে, তৎপ্রতি অনেকেই দৃষ্টি করেন না। যে সকল কথা সমাজে নীতিসূত্র কিংবা ধর্ম্মের মৌলিক-বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, গাঢ় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, তন্নিচয়ের অধিকাংশই অধিকাংশ লোকের মতের দ্বারা ব্যবস্থাপিত; অনুষ্ঠানকারীর স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন প্রবৃত্তির সহিত কোনরূপেই সম্বন্ধ নহে। সত্য বটে, মানব-সমাজে কখনও কখনও দুই একটি লোক আপনার পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া প্রবহমাণ * স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, এবং আত্মার স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মের নির্ম্মুক্ত-ভাবকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমস্ত সংসারের উপদ্রব নির্ভীক হৃদয়ে মস্তকে বহন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অনেকেই এক আপদ এড়াইতে গিয়া আর এক আপদে নিপতিত হন। তাঁহারা আপনার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিতে যাইয়া সহস্রাধিক লোকের স্বাধীনতাকে রাহুর মত গ্রাস করিয়া বসেন, এবং আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিবার প্রযত্নেই অসংখ্য লোককে দাসত্বের দৃঢ়নিগড়ে বদ্ধ করেন। যদি মেষ বলিয়া অভিহিত হইলে মনে দুঃখানুভব হয়, তবে ব্যাঘ্র বলিয়া অভিহিত হইলেই কি সুখী হইবার কাল ঘটিবে? যথার্থ স্বাধীন-

* প্রাদ্বহঃ এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে প্র—পূর্ব্বক বহধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় হয় না, কিন্তু প্রকৃষ্টরূপ বহমান এইরূপ অর্থে সমাস-শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া প্রবহমাণ শব্দের প্রয়োগ করিতে কোন বাধা আছে বলিয়া মনে লয় না।

মনা ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতাকে যেমন সম্মান করেন, পরের স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষা পায়, তজ্জন্তও সেইরূপ যত্নপর থাকেন। কোন দিকে ইহার অন্যথা কি বিরুদ্ধাচরণ হইলেই তিনি সমাজের দাস।

কপটতাশিক্ষা সামাজিকজীবনের আর এক নিগ্রহ। অবোধ বালকেরা যাহাকে যখন যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুক, কিন্তু তোমার যদি বুদ্ধি থাকে, তুমি কখনও সামাজিক মনুষ্যকে কপট বলিয়া নিন্দা করিও না। কপটতা মনুষ্যসমাজের অপরিহার্য্য পাপ। যে মনুষ্যসমাজে বাস করিয়াছে, সে-ই কপট হইয়াছে। কপট না হইলে সামাজিকেরা তাহাকে ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেয় না। তুমি যাহাকে হাড়ে হাড়ে ঘৃণা কর, এবং যাহার সংস্পর্শ হইতে সহস্র হস্ত দূরে রহিতে অভিলাষী হও, সমাজের শাসনে তাহাকেও অনেক সময় তোমার প্রাণভরা আদরের সহিত পূজা করিতে হয়, আর যাহাকে তুমি প্রাণের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে আকাঙ্ক্ষা কর, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিলেও, অনেক সময়ে তোমায় নিন্দার বিষ-দংশন সহ্য করিতে হয়। লোকে যাহাকে সভ্যতা অথবা শিষ্টাচার বলে, তাহার এক অর্থ প্রদর্শন, আর এক অর্থ প্রচ্ছাদন। যাহা সত্য, তাহা তুমি প্রচ্ছাদন করিতেছ, আর যাহা অসত্য, তাহাই তুমি প্রদর্শন করিতেছ। ইহাই সংসারের নীতি এবং ইহাই সভ্যসমাজের পরিগৃহীত পদ্ধতি। যদি তুমি মুহূর্ত্তের জন্তও এই নীতি ও এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরাবরণ হও, - যদি তুমি তোমার হৃদয়ের প্রকৃত কথা, - তোমার ভক্তি ও বিদ্বেষ – তোমার প্রীতি ও ঘৃণা—মনুষ্যজাতিকে অন্ততঃ একবারও খুলিয়া পড়িতে দেও,—যাহা অন্তরের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহা অকপটচিত্তে সকলের নিকট ব্যক্ত কর, তাহা হইলে হয় ত রাজা তোমাকে কারাবাসে দেন, সামাজিকেরা তোমাকে অপাংক্তেয় করেন, আত্মীয় স্বজনেরা তোমা হইতে দূরে

চলিয়া যান, এবং যাঁহাকে কি যাঁহাদিগকে প্রাণের প্রিয়তম পুতুল বলিয়া পূজা করিতেছ, তিনি কিংবা তাঁহারাও তোমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু তুমি ইহার কিছুই করিতেছ না। সমাজ তোমাকে কার্য্যতঃ বঞ্চনা করিতে শিক্ষা দিতেছে, অথবা * বাধ্য করিতেছে, তুমিও বাধ্য হইয়া সমাজকে বঞ্চনা করিতেছ। কপট গুরু, কপট শিষ্য, —উভয়ই সমান শ্রদ্ধাস্পদ ও সমান ভক্তিভাজন॥ এইরূপ জীবনে যদিও তোমার সুখের পথে কোন কণ্টক পড়িতেছে না, তথাপি এ কথা নিঃসংশয় যে, জলৌকা যেমন নিঃশব্দে রক্তশোষণ করে, জীবনের এই কাপট্যও সেইরূপ নিঃশব্দে তোমার প্রাকৃত পুরুষকারকে শোষণ করিতেছে, এবং তোমার যাহা হওয়া উচিত ছিল, তোমাকে তাহা হইতে না দিয়া আর একটা নূতন ছাঁচে ঢালিতেছে। যদি একটি মিথ্যা কথা কহিলে পাপ হয়, আর সেই পাপে সাহস-শৌর্য্যাদি অধ্যাত্মসম্পদের কোন প্রকার অপচয় ঘটে, তবে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কপট জীবনে অবশ্যই সামাজিক মনুষ্যের বিষম অনিষ্ট হইতেছে, সন্দেহ নাই।

সামাজিক জীবনের আর এক নিগ্রহ নীচ-সেবা। নীচ-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নীচ-সেবা স্বীকার না করিলে, মনুষ্যসমাজে সকলের সকল স্থলে অন্ন মিলে,না,—মনুষ্যসমাজে স্থানলাভেরও প্রায়শঃ সকলের সম্ভাবনা রহে না। শাস্ত্রে ইহা লেখা আছে যে,—

"হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।"

নীতিকারেরা নীতির বিভিন্ন আকৃতিতে এই উপদেশটি অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং কবিসম্প্রদায়ও ইহাকে কথার অনন্তভঙ্গিতে প্রচার

---

* বাঙ্গালা ভাষার ভাস্ ধাতুর যেমন এক নূতন অর্থ হইয়াছে "জলে ভাসা", বাধ্ ধাতুরও সেইরূপ এক নূতন অর্থ হইয়াছে,—"অনুগত হওয়া"। তাই, বাধ্য, বাধক, বাধিত প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রচার।

করিতে যত্ন পাইয়াছেন। * কিন্তু মনুষ্যসমাজে যাহারা ধনে মানে বড়, যাহারা পাঁচ জনকে পশ্চাৎ ফেলিয়া পঙ্‌ক্তির অগ্রভাগে আসীন হইয়াছে,—সম্পদ যাহাদিগের মুর্কটমূর্তিতে মাধুরী ঢালিতেছে, এবং যাহারা সেই সম্পদের সুধাস্বাদে মত্ত হইয়া মনুষ্যমাত্রকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে, তাহারা কি সাধারণতঃ মহত্ত্বের উপাসক? তাহাদিগের যত কিছু বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কি মহত্ত্বেরই উপাসনার ফল? যদি তাদৃশ ব্যক্তিদিগকেও মহত্ত্বের উপাসক বলিয়া আদর কর, তবে জম্বুকাদি জন্তুরা অপরাধ করিল কিসে? যে মহত্ত্বের চিন্তা-মাত্রেই হৃদয় আনন্দে অধীর হয়, চিত্তবৃত্তি পুলকে পরিপূর্ণ ও উদ্বেল হইয়া উঠে, সেই মহত্ত্ব মানবসমাজের কোথায় গিয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে, কেহ কি তাহা বলিতে পার? সমাজ যাঁহাদিগকে শ্লেব্য পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছে,—মনুষ্য যাঁহাদিগকে লোকপাল, দিক্‌পাল ও ধর্ম্মাবতার প্রভৃতি উপাধিযোগে আরাধনা করিতেছে,—কবিতা যাহাদিগকে কুলটার মত ভজনা করে, ইতিহাস যাহাদিগের অনুরোধে দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন করিতে সম্মত হয়, তাঁহারাই কি সেই মহত্ত্বের আশ্রয়স্থল? যাহাদিগকে লোকে নিরো, ক্যালিগুলা, ক্যাথেরিন কিংবা জন কি জেম্‌স্ বলে, তাঁহারাই কি সেই সেবনীয় মহত্ত্বের শারীর-দৃষ্ট? কিন্তু সমাজের সেব্য ও সেবক সমান পদার্থ। যেমন দাতা, তেমন গৃহীতা। যেমন দেবতা, তেমনই তাহার পূজক এবং তেমনই ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য ও পূজার প্রথা। এবং হায়! এই ভাবে,—এইরূপ মহত্ত্বের উপাসনাই সামাজিক জীবনের অর্দ্ধেক কার্য্য।

* "যাচ্‌ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

মেঘদূত।

'কেহ বহুসংখ্য মনুষ্যের বক্ষের রক্তে অবগাহন করিয়া আপনার পাপরাশি প্রক্ষালন করিয়াছেন,—অতএব তাঁহার পাদতলে লুঠিত হও, কেহ ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি বহুসংখ্য সুহৃৎ-স্বজনকে বঞ্চনা করিয়া, অথবা বহুমনুষ্যের ইহ-পরকালের সকল আশা ও সকল ধর্ম্ম ডুবাইয়া দিয়া, আপনি ধর্ম্মাবতার হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে পূজা কর। এইরূপ অসুর, রাক্ষস, পিশাচ ও দৈত্যদানবের চবণ-লেহনই কি সামাজিক-সমৃদ্ধির সোপান-পংক্তি নহে? পৃথিবীতে কয় জনে ইহার প্রতিরোধ করে, এবং প্রতিরোধ করিলেই বা কয়জনে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া থাকে? পারিসের ভূতপূর্ব্ব বেষ্টাইল এবং রুষিয়ার বর্ত্তমান সাইবিরিয়া কি মহত্ত্বের পুষ্টির জন্য? ডায়োজিনিস সেকেন্দর সাহকে আপনার দৃষ্টিসান্নিধ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ডায়োজিনিস যদি সামাজিক মনুষ্য হইতেন, এবং সমাজকে মানিয়া চলিতে শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ পৌরুষ-প্রতাপ দেখাইতে সাহস পাইতেন কি না, সংশয়ের কথা। যাঁহারা ডায়োজিনিসের প্রাণ লইয়া সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সমাজযন্ত্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া পরিশেষে বেকন কিংবা বকিংহামের আত্মা লইয়া স্বর্গে গিয়াছেন।'

আমরা প্রকার মাত্র প্রদর্শন করিলাম, বুদ্ধিমান্ পাঠক একটুকু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিলে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতে পারিবেন। কারণ, দেশাচার, শিষ্টাচার ও কুলাচার নামে যত প্রকার আচার ব্যবহার সমাজকর্ত্তৃক সুবন্দোবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন অংশে মনুষ্যের নিগ্রহস্বরূপ। কেহ দেশাচারের শাসনে দরিদ্র হইতেছে,—কিংবা তরিত-পঙ্কে ডুবিতেছে, - কেহ কুলাচারের নিকট স্নেহমমতা কিংবা মনুষ্যত্বকে বলি স্বরূপ উপহার দিতেছে, কেহ ভদ্র হইতে গিয়া প্রকৃত বিচারে অভদ্রতার প্রান্ত সীমায় পঁহুচিতেছে, এবং

কেহ বা বুদ্ধি ও হৃদয় প্রভৃতি যাহা কিছু বিধিদত্ত বৈভব ছিল, তাহা সমাজের চরণে উৎসর্গ করিয়া অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় নিবিড় অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ইহার পর জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সমাজ যদি বস্তুতঃই মনুষ্যের স্বাধীনতার পথে এইরূপ বিষম প্রতিবন্ধক এবং কপটতা, লোকবঞ্চনা ও নীচ-সেবা প্রভৃতি নানাবিধ নিকৃষ্ট ভাবের নিত্য শিক্ষক, তবে কি ইহা পরিত্যজ্য? প্রাচীন ঋষিতাপসেরা পুরুষার্থসাধনের জন্য যে ভাবে এবং যেরূপ হৃদয়ে বনচারী হইতেন, আমরা সেই ভাব ও সেই হৃদয়ের শত ক্রোশ নিম্নে রহিয়া কি শুধু অভিমানের উত্তেজনায়ই সেই পথ অবলম্বন করিব? যাহারা সমাজবিজ্ঞানকেই সর্ব্বস্বজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তরে একবার নহে, সহস্রবার বলিবেন,—না। যে আশৈশব সমাজের ক্রোড়ে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং সমাজের নিকট এত নিগ্রহসত্ত্বেও অশেষ উপকার পাইয়াছে, তাঁহাদিগের মতে এইক্ষণ আর তাহার সমাজ পরিত্যাগের অধিকার নাই। সমাজ মিষ্ট হউক আর তিক্ত হউক, সামাজিক মনুষ্যকে অবশ্যই উহার সংরক্ষণ করিতে হইবে। সমাজবিজ্ঞানের উপাসকেরা প্রীতির শ্রুতিমধুর কণ্ঠে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে,—ইহার নাম কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম এবং ইহারই নাম কঠোর কর্ত্তব্যব্রত। কর্ত্তব্যের পথ কাহারও জন্য কুসুমাস্তীর্ণ নহে। মনুষ্য তাহার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক বলিয়া দেহপিঞ্জরকে ভাঙ্গিয়া ফেলে না, জীর্ণ হউক অথবা রুগ্ন হউক, উহাতেই কোন প্রকারে অবস্থান করে, এবং শক্তিসাধ্যে যাহা পাবে, উহার উৎকর্ষসাধনের জন্য চেষ্টা করে।—সেইরূপ স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক বলিয়া এই সমাজপিঞ্জরকেও মনুষ্য বিনষ্ট করিতে অধিকারী নহে, জীর্ণ হউক অথবা রুগ্ন হউক, উহার মঙ্গল-সাধনকেই মনুষ্যত্বের সার বলিয়া স্বীকার করে। সমাজবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত আপাততঃ শান্তিপ্রদ বটে। গলায় যদি লোহার শিকল পরিয়াই

জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে যাহাতে সেই লোহার শিকলই কুসুমহারের ন্যায় সুকোমল কিংবা সুখ-সেব্য হয়, তদর্থ প্রাণপণে যত্ন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু, প্রাণে তাহা সকল সময়ে সহ্য হয় কি? অপিচ, যাঁহাদিগের প্রাণে ঋষিজীবনের ছায়াপাত হয়, তাঁহারা উহাতে পরিতৃপ্ত রহিতে পারেন কি?

চোরচরিত।

(চোর ও দস্যুর পার্থক্য।)

নিধু চুরি করিযাছে কি ?—এইরূপ প্রশ্ন করিলে সরল-মতি সাধুচরিত্র নিধু অমনি আহত ফণীব ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠে, এবং আন্তরিক বিরক্তি ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আব. যে প্রকৃত চোব, সেও লজ্জায় জড সড হইয়া অধোবদন বহে,—চুরি করিয়াছে এমন কথা প্রাণান্তেও মুখে আনিতে সাহস পায় না। কিন্তু, দস্যুরা দস্যুবৃত্তির কথা স্বীকার করিতে কখনও ঐরূপ অসহ্য লজ্জা অনুভব করে না। চৈতন্য জন্মিলে, দুঃখিত হয়, কখনও বা ঘোবতব অনুতাপে অনুতপ্ত হয় এবং মনের মর্ম্মবেদনায় যার-পর-নাই জর্জ্জরিত হয়, কিন্তু লজ্জামিশ্রিত হৃদয়জ্বালার সেই যে এক অকথ্য ক্লেশ, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকে।

স্পেন, ইটালী ও কর্সিকা প্রভৃতি দেশে. লোকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে তেমন লজ্জিত হয না। যদি কাহারও সহিত কাহারও মর্ম্মান্তিক মনোবাদ ঘটে, তাহা হইলে আইনের চক্ষে এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করিযা, পরস্পব পবস্পবের রুধির বর্ষণ অথবা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন তাহাদের মধ্যে পুরুষকারের অনুষ্ঠান বলিয়াই পরিগণিত হয়। কিন্তু যাহারা ঐরূপ দস্যুবৃত্তি করে, যদি কেহ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাহাদিগের কাহাকেও চোর বলে, তবে যে বলে তাবই এক দিন, অথবা যাহাকে বলা হইল, তাহারই এক দিন।

চোর পরস্বাপহারী, দস্যু অথবা ডাকাতও পরস্বাপহারী। তবে, এই উভয়ের সম্বন্ধে লোকের মনে এবংবিধ ভাব-বৈচিত্র্য কেন? কেন

লোকে চোরকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে; আর কেন দস্যু কিংবা ডাকাতকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ না করিয়া বিদ্বেষ ও ভয় করে? আমরা ইহার উত্তরে এই বলি যে, মানব-মনের স্বাভাবিক মাহাত্ম্যই এই ভাব-গত-বিভেদের একমাত্র কারণ। মনুষ্যবিশেষের চরিত্রে যিনিই যত প্রকার দোষ প্রদর্শন করুন, সাধারণ মানবজাতিরূপ বিরাটপুরুষের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকৃতির যে স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুগঙ্গার ন্যায় চিরনিয়ত অন্তস্তলবাহিনী রহিয়াছে, তাহা কখনই পঙ্কিল হয় নাই, কখনও পঙ্কিল হইবে না। মনুষ্য স্বভাবতঃই মহত্ত্বের ভক্ত ও মহত্ত্বানুকারি গুণনিচয়ে অনুরক্ত। দস্যু কিংবা ডাকাতের চরিত্রে, নিতান্ত মলিন অবস্থার মধ্যেও, একটু পুরুষকার, একটু মহত্ব আছে, চোরের তাহা নাই। সুতরাং সমস্ত মনুষ্যজাতি, যেন এক মনে, চোর অপেক্ষা দস্যুকে অধিক সম্মান করে।

দস্যু ভীরু নয়। সে যখন আক্রমণ করে, তখন শব্দ করিয়া লোককে জানিতে দেয় এবং আলোক জ্বালিয়া লোককে দেখিতে দেয়। না জানাইয়া এবং দেখিতে না দিয়া আক্রমণ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। চোরের গতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে প্রবেশ করে, নিঃশব্দে অপহরণ করে, এবং আলোক দেখিলেই ভয়ে তাহা নিবাইয়া ফেলে। এক দিকে এই নির্ভীকতা এবং আর এক দিকে ঐ ভয়বিহ্বলতাই এই উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রধান লক্ষণ, এবং পার্থক্যের এই লক্ষণ নিতান্ত ছোট কথা নহে। যে ভয় মনুষ্যকে দুষ্কৃতি হইতে দূরে রাখে,—সৎকার্য্যে মতি দেয়, অথবা সামাজিক সুখের ও শ্রেয়োজনোপযোগি সৎশাসনের অধীনতায় আনে; সে ভয়ের প্রশংসা করি। যে ভয় মনুষ্যকে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে প্রণোদন করে,—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে শাসন করিয়া পরিণাম-চিন্তায় নিযুক্ত রাখে, সে ভয়কে ভক্তি কিংবা

বিবেকের সমশ্রেণিস্থ মনোবৃত্তি না বলিলেও সদ্বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করি। কিন্তু যে ভয় ইহার কিছুই না করিয়া ছলনা ও বঞ্চনামাত্রই শিক্ষা দেয়,—দুর্নীতির পঙ্কিল হ্রদের মধ্যে একটি গভীরতর গর্ত্ত খনন করিয়া মনুষ্যকে তাহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে চাহে, অথবা আপনিই যুগপৎ দুর্নীতির আবরণ ও অন্যতম সাধন হয়, সে ভয় যে নিতান্ত জঘন্য বস্তু, নিতান্তই ঘৃণার সামগ্রী, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। চোরের চিত্ত এইরূপ ভয়েই জড়িত—গঠিত, ও এইরূপ ভয়েই নিয়ত চালিত, এবং দস্যু অতি বড পাপিষ্ঠ হইলেও এইরূপ পূতিগন্ধি ভয়ের সম্পর্ক হইতে নির্ম্মুক্ত। দস্যুকে সিংহ বলি না, কারণ তত দূর উচ্চাশয়তা নাই। তবে ব্যাঘ্র কিংবা বৃক বলিয়া অকুণ্ঠিতমনে নির্দ্দেশ করিতে পারি। চোরের কথা মনে হইলেই ধূর্ত্ত, বঞ্চক ও ছলনাপর শৃগাল স্মরণপথে উদিত হয়। এই দেখা দিল, এই লুকি খেলিল, এই কার কি করিল, এই কোথায় পলাইল, কিছুই কাহারও জ্ঞানগম্য নহে। দস্যু দুরাত্মা, চোর পিশাচ। দস্যুর অনায়াসে সংশোধন হইতে পারে, কারণ, তাহার প্রকৃতিতে তেজস্বিতার স্রোত অসৎপথ হইতে সৎপথে প্রবাহিত হইলেই, সে পুরাতন দস্যু তেজঃপুঞ্জ সুপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠে। চোরের স্বভাব কিছুতেই শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় না। চোরকে বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত কর, মাথায় মুকুট পরাও, যত ইচ্ছা তত সাজাও, তথাপি সে চোর। তাহার চক্ষুর চাউনি অবধি চরণবিন্যাসের ভঙ্গি পর্য্যন্ত সমস্তই চৌরলক্ষণাক্রান্ত। অঙ্গারও অগ্নিসংস্পর্শে ক্ষণকাল অগ্নির ন্যায় ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতে পারে। কিন্তু নীচতা যে এক পদার্থ, উহাকে শত-শক্তিপ্রয়োগে ঊর্দ্ধদিকে টানিলেও উপরে উঠান অসাধ্য।

কবিসম্প্রদায়ও চোর অপেক্ষা দস্যু অথবা ডাকাতের অশেষ গুণে অধিক সম্মান্ করিয়াছেন। বিলাতে রবিনহুড ও ভূমধ্যসাগরবিহারী দস্যুপতিদিগের চরিতকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে অনেকখানি সুন্দর কাব্য লিখিত হই-

য়াছে, এবং লোকে অদ্যাপি সেই সকল কাব্য আন্তরিক অনুরাগের সহিত পাঠ করিতেছে। বিলাতের সর্ব্বপ্রধান উপন্যাসলেখক, সুকবি ওয়াল্টার স্কট তদীয় আইভান্‌হো নামক উপন্যাসে রাজবীর রিচার্ড এবং পুরুষ শ্রেষ্ঠ আইভান্‌হোর চরিত্র আঁকিয়া যত আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, বোধ হয় দস্যুবাজ রবিনহুডের চরিত্র-চিত্রণে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দিত হইয়াছেন। তাহার রবিনহুড সুন্দর ও মহান্। রবিনহুড মনুষ্যকে ভয় করে না। বয়-গিলবার্ট ও ফ্রণ্ট-ডি-বিয়ফ প্রভৃতি লোক-ভয়ঙ্কর যোদ্ধৃবর্গ তাহার শত্রু,—রবিনহুডের তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। রাজা জন, বহুসৈন্যপরিবৃত সিংহাসনের উপর বসিয়া, তাহার উপর ক্রোধের মর্ম্মান্তিক জ্বালায় ভ্রূকুটি করিতেছেন, কিন্তু সেই ভ্রূকুটিতে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। অথচ আইভান্‌হোর অসহায় ভৃত্য রাত্রিযোগে রবিনহুডের হাতে পড়িয়া, তাহার মাথায় লগুড়ের আঘাত করিতেছে; রবিনহুড উহাকে অসহায় দেখিয়াই তখন অক্রুদ্ধ ও সর্ব্বতোভাবে ক্ষমাধর্ম্মান্বিত। রবিনহুড বল-দৃপ্ত পাপিষ্ঠদিগের সর্ব্বস্ব লুঁঠিয়া নিত। কিন্তু সেই লুণ্ঠিতবস্তুর বিভাগের সময়ে সে ধর্ম্মাধ্যক্ষ অপেক্ষাও অধিকতর ন্যায়পরতা দেখাইত। সে আপনাকে ধনুর্বিদ্যায় তদানীন্তন বৃটিশ দ্বীপে অদ্বিতীয় বলিয়া জানিত। কিন্তু তাহার করধৃত ধনু ভ্রমেও কখন দুর্ব্বলের উপর শরত্যাগ করিত না, এবং সে অন্যলভ্য যশ ও প্রতিষ্ঠায় কখনও কাতর হইত না। সে একগুণে যদি গ্রহণ করিত, সহস্রগুণে পুনরায় দীনদুঃখীর মধ্যে তাহা বিতরণ করিত,—এক জনের যদি অপকার করিত, সহস্র জনের পুনরায় উপকার করিয়া চিত্ত চরিতার্থ রাখিত। বস্তুতঃ, আইভান্‌হো নামক উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। রিচার্ড রাজার মধ্যে রাজা, এবং আইভান্‌হোও পুরুষের মধ্যে পুরুষ। কিন্তু রবিনহুড দস্যুবৃত্তিতে কলঙ্কিত হইলেও এই উভয়েরই মধ্যস্থলে মহিমান্বিত পুরুষের মত দণ্ডায়মান হইবার

যোগ্য। রবিনহুড রিচার্ডকে প্রণয়ের উপহার দিয়াছে, আইভান্‌হোকে নীতির পথ প্রদর্শন করিয়াছে, এবং এই উভয়কার্য্যে আপনার পৌরুষের উপর অভিমানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক জন দলপতি দস্যুর পক্ষে ইহার উপর আর গৌরব কি ?

অধুনাতন উপন্যাস-লেখকদিগের অগ্রগণ্য বুলওয়ার লিটনও, পল ক্লিফোর্ডের আখ্যায়িকা লিখিয়া, বহু লোকের চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। পল দস্যুদলের নেতা ছিল, সমাজ ও সামাজিক নিয়মের ঘোরতর বিদ্রোহী ছিল, এবং ধনীদিগের পরম শত্রু ছিল। তথাপি তাহার সাহস, শৌর্য্য দুর্ব্বলে দয়া, প্রবলে পরাক্রম, ইত্যাদি পৌরুষ-গুণনিচয় স্মরণ করিয়া, কে না পুলকে কণ্টকিত হয় ? রবিনহুডের কাহিনীতে প্রীতির গন্ধ নাই, পল প্রণয়কুসুমেও পরিশোভিত। পল দস্যুনায়কতায় দুর্ব্বার, অথচ প্রণয়ে দেবতুল্য পবিত্র ও কুসুম-কোমল। কিন্তু পলের সহচরবর্গের মধ্যে, যাঁহারা এ দিকে সাধুসজ্জনের মত শাস্ত্রের সূক্ষ্ম কথা কহিয়া, সুযোগ পাইলেই, গোপনে, ছি-ছি-থুৎকার-যোগ্য চৌর্য্যে ও ছলনায় চাতুর্য্যে হস্ত প্রসারণ করিতেন, তাঁহাদিগের ছবি মনে পড়িলেই, মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া আসে।

বুলওয়ারের রচিত রিয়েন্‌জি নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইহা অপেক্ষাও একটি উৎকৃষ্ট আলেখ্য আছে। রিয়েন্‌জি কাব্যের নায়ক, ওয়াল্টার-ডি-মণ্ট্রিয়ল প্রতিনায়ক। রিয়েন্‌জির বল,—বিদ্যা, বুদ্ধি, বাগ্মিতা, চতুরতা, আর লোকের অনুরাগ, ওয়াল্টার-ডি-মণ্ট্রিয়লের বল, —দৃঢ় দুই বাহু, পরিসর বক্ষঃস্থল, আর অজেয় সাহস। একজন রাজার বলে বলীয়ান্, আর একজন আপনার বলে বলীয়ান্। এক জন দস্যুনিবারক রাজপুরুষ, আর একজন সংসারদ্রোহী দস্যুরাজ। এই শেষোক্ত ব্যক্তি যে, লোকপীড়ক ও নিন্দনীয়, তাহা কে অস্বীকার করে ? কিন্তু মন তথাপি মহত্ত্বলুব্ধ হইয়া, কাব্যের কোন কোন স্থলে,

রিয়েন্‌টুসি অপেক্ষাও ইহাতে অধিকতর অনুরক্ত হয়। রিয়েন্‌টুসি নীতির অনুরোধে কখনও কখনও নীচ গতি অবলম্বন করিতেন, এবং কিরূপে বঞ্চনা করিতে হয়, তাহা ভাল জানিতেন। কিন্তু ওয়াল্‌টার-ডি-মণ্টি ল আপনাকে আপনি এত বড় জানিত যে, নীচতা ও বঞ্চনার বুদ্ধি ভ্রমেও তাহার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইত না। অপিচ রিয়েন্‌টুসি ওয়াল্‌টারকে হাতে পাইয়া অপমান ও এক প্রকার উপাংশু-হত্যা করিয়াছেন, কিন্তু ওয়াল্‌টার তাঁহাকে আপনার বাগুরাজালে বদ্ধ দেখিয়া বীরতার অভিমানে ছাড়িয়া দিয়াছে। ওয়াল্‌টার ও রিয়েন্‌টুসি উভয়েই পরকীয় বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণে মরিয়াছেন, কিন্তু ওয়াল্‌টার মৃত্যু সময়েও যেরূপ পৌরুষ ও মহিমা দেখাইয়াছে, বোধ হয় রিয়েন্‌টুসি জীবনেও তাহা দেখাইতে পারেন নাই।

ফরাসি কবি ডূমার কল্পনাপ্রসূত লুগি-ভাম্পার কাহিনীও এই নিমিত্তই লোকের হৃদয়গ্রাহিণী। ভাম্পা উৎপথগামী ও লোকের অনিষ্টকারী, ইহা সকলেই স্বীকার করে। তথাপি ভাম্পার প্রকৃতিতে মহত্ত্বের যে সকল লক্ষণ আছে, সকলেই আবার তাহার আদর করিয়া থাকে। ভাম্পার প্রধান কীর্ত্তি দুই,—এক আশ্রিত-পালন, আর উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকারের জন্য আত্মোৎসর্জ্জন। ভাম্পা আশ্রিত জনকে আপদের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আকাশের চন্দ্র সূর্য্য লইয়া টানাটানি করিতেও অকুণ্ঠিত মনে অগ্রসর হইয়াছে, এবং যে তাহার উপকার করিয়াছে,—যে স্নেহঋণে তাহাকে ঋণী করিয়া বাঁধিয়াছে, তাহার জন্য মান, প্রাণ ও সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেওয়াই মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম বলিয়া কার্য্যতঃ দেখাইয়াছে। কবি, ভাম্পাকে সেকেন্দর সা ও কৈশরের জীবনচরিত পাঠে ব্যাপৃত ও অনুরক্ত দেখাইয়া, মানবপ্রকৃতির সহানুভূতি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানগাম্ভীর্য্য ও সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রদর্শন করিয়াছেন।

দস্যু অথবা ডাকাতের বৃত্তান্ত আরও অনেক ঐতিহাসিক উপাখ্যান

হইতে উদাহৃত করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের বিখ্যাত দস্যু বাবু বিশ্বনাথ অনেকের কাছেই সুপরিচিত। বিশ্বনাথ আজ পর্য্যন্ত কাব্যে চিত্রিত হইয়া না থাকিলেও * তাহার নাম কিংবদন্তীর সহস্রসূত্রে জাতীয় কল্পনায় গ্রথিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন দেশের কোন কবি চোর-চরিত্র চিত্র করিয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন আমরা জানি না। আমাদিগের এইরূপ বোধ হয় যে, কাব্যকুঞ্জবিনোদিনী বীণাপাণি স্বয়ং আসিয়া লেখনী ধারণ করিলেও, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন কি না সংশয়ের বিষয়। নীচতা স্বর্গে গেলেও নীচতা, আর মহত্ব নরকে ডুবিলেও মহত্ব। মনুষ্য, গোময়স্তূপের মধ্যেও যদি কোন মহামূল্য মণি দর্শন করিতে পায়, তাহা আদর করিয়া, যত্নে ধুইয়া, মাথায় তুলিয়া লয়, এবং রত্নমণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসনের উপরেও যদি কোন অস্পৃশ্য বস্তু দর্শন করে, তাহা হইতে ধিক্কারের সহিত দূরে পলায়ন করে।

রাজপুরুষগণও নীতিবিষয়ে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণি দস্যু অথবা ডাকাত, আর এক শ্রেণি চোর। যাঁহারা ডাকাত, তাঁহাদিগের রাজনীতির নাম দস্যুনীতি। চীলের মত তাঁহারা ছোঁ মারেন। আর যাঁহারা চোর, তাঁহাদিগের রাজনীতির নাম চৌরনীতি। বক কিংবা বিড়ালের মত, তাঁহারা নয়ন মুদিয়া, ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন এবং উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করেন। কৈশর, তাইমুর, রিশেলু ও আটিলা প্রভৃতি বলদৃপ্ত বীরেরা ডাকাত, এবং টাইবিরিয়াস ও মেজেরিন প্রভৃতি মিষ্টভাষী শিষ্ট মহাশয়েরা চোর। যাঁহারা দস্যুনীতি

* বঙ্গীয় উপন্যাসিক সাহিত্যের দ্বিতীয় বঙ্কিম আয়ুষ্মান্ শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিশ্বনাথের কথা উপন্যাসে গাঁথিয়া আপনি যশস্বী হইয়াছেন, বিশ্বনাথকেও অমর করিয়াছেন। ভ্রান্তিবিনোদ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সে উপন্যাস লিখিত হয় নাই।

অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা, লোক-নিবাসের উৎপীড়ক হইয়াও মাথায় কীর্ত্তির কণ্টকিত মুকুট পরিয়া লোকের জয়ধ্বনির মধ্যে মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন। যাঁহারা সকল বিষয়েই চৌরনীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা আর দশগুণে বিভূষিত থাকিয়াও আজ পর্য্যন্ত জগতের অবজ্ঞাভাজন রহিয়াছেন।

আমরা চোর-চরিত কীর্ত্তন করিতে গিয়া চোর ও দস্যুর প্রকৃতিগত প্রভেদ দেখাইয়াছি। কিন্তু বোধ হয় ইহাতেই আমাদিগের অভীষ্ট উৎকৃষ্টতররূপে সংসিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, তুলনায় যাহা বুঝান যায়, সংজ্ঞাদ্বারা তাহা বুঝাইয়া উঠা কঠিন। বর্ত্তমান তুলনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, পরস্বাপহারিদিগের মধ্যে চোর অতি নীচাশয়, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি এবং অধমজাতি, আর দস্যু অথবা ডাকাত শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও নির্ভীকচিত্ত,—পাপরত হইয়াও মহত্ত্বশালী এবং পতিত হইয়াও পুনরুত্থানক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া কি লোকে এইক্ষণ বাঙ্গারাম বিদ্যাবাগীশের মত নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুসারে চুরি ছাড়িয়া ডাকাতি ধরিবে? কবিকল্পনার চিরপ্রিয় পদ্ম পঙ্করাশির মধ্যেও কুত্রচিৎ কখনও প্রস্ফুট সৌন্দর্য্যে ঝল ঝল করে বলিয়া কি মনুষ্য সাধ করিয়া কাদা তুলিয়া গায়ে মাখিবে? মিল্টনের সয়তান মহত্ত্ব ও তেজস্বিতায় অনেক দেবতারও লজ্জার স্থান। ইহার এমন অর্থ নয় যে, এইক্ষণ হইতে সকলকেই সয়তান হইতে হইবে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা যদি অধমসংসর্গে কিংবা আসুর আকর্ষণে অধঃপাতে যায়, তথাপি উহা পুনরুদ্ধারের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যচক্ষু আকর্ষণ করিবে—এবং মনুষ্য-প্রকৃতির যে সকল গুণ মণিমুক্তা হইতেও অধিকতর মনোহর, তাহা যেরূপ নিকৃষ্ট স্থলে ও যত দূর সম্ভব শোচনীয় অবস্থায় কেন পড়িয়া রহুক না, মনুষ্য তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবে,—তাহার পূজা করিবে।

প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা।

মনুষ্যসমাজ মনুষ্যকে মিথ্যা কথা কহিবার জন্য কখনই প্রীতির সহিত অধিকার দেয় না। কারণ, যদি সকলেই সকল বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে, আর সেই মিথ্যা কথাই সত্যকথার স্থানীয় হইয়া সর্ব্বত্র সমানরূপে ব্যবহৃত ও সমাদৃত হয়, তাহা হইলে সামাজিক জীবন পদে পদেই অশেষ আপদে জড়িত হইয়া পড়ে, এবং অতি সামান্য কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করাও মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য কিংবা অসামান্য ক্লেশসাধ্য হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই পৃথিবী ব্যাপিয়া সকল স্থলেই মিথ্যুকের * নানারূপ নিন্দা,—শৃগালাদি ধূর্ত্তজন্তুর সহিত তাহার তুলনা,—ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া তাহার অপবদা, এবং বরবর্ণিনী কামিনীদিগের পাণিগ্রহণ ও প্রণয়সুধার অযোগ্য বলিয়া তাহার শাসন। যেন মিথ্যুককে অপাংক্তেয় করিতে পারিলেই সকলের মঙ্গল হইল, এবং কোন রূপে তাহার সংস্রবে আসিলেই সকলের ইহকাল ও পরকাল ভাসিয়া গেল। দিবা দুপ্রহরে, সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান হইয়া, পরের বুকে ছুরি বসাও, তোমার নাম বীর। আর নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর একটি মিথ্যা কথা বলিয়া আপনার কি পরের কোন প্রিয় কার্য্য সাধন কর, তোমার নাম নরাধম। সঙ্গত কি অসঙ্গত বুঝি না, ইহাই শাস্ত্রের বিধি,—ইহাই সমাজের সর্ব্ববাদিসম্মত সাধারণ ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবস্থার দৃঢ়তার উপরই বাণিজ্য, ব্যবসায়, ভোগ, বিনিয়োগ, আশ্বাস ও বিশ্বাস, দৌত্য, দণ্ডবিচার এবং লোকের সহিত

---

* লাজুক, ঝিথ্যুক ও নিন্দুক প্রভৃতি কএকটি সুপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ অভিলাষুক ও ভাবুক প্রভৃতি ধাতুপ্রত্যয়সিদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে গঠিত।

লোকের আরও অশেষ প্রকার কার্য্যসম্বন্ধ ও সামাজিক যন্ত্রের সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার অবস্থিতি। কিন্তু লোকচরিত্র কি বিচিত্র! মিথ্যুকের এত নিগ্রহ ও এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও কতকগুলি মিথ্যা কথা সমাজে অদ্যাপি যার-পর-নাই সম্মানিতভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং সভ্যতা ও শিষ্টব্যবহার সর্ব্বত্রই বিভিন্নভাবে তন্নিচয়ের অনুমোদন করিয়া আসিতেছে। যদি কোন একটা নাম নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণির মিথ্যাকথা গুলিকে "প্রচলিত মিথ্যাকথা," এবং যে গুলি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও লোকগর্হিত তৎসমুদয়কে "অপ্রচলিত মিথ্যা কথা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই কাহারও কোনরূপ আপত্তির আর সম্ভাবনা থাকে না। এ স্থলে প্রথমতঃ প্রচলিত অথবা শিষ্টসম্মত মিথ্যা কথারই কতিপয় উদাহরণ দিব।

(১) "ভাল আছি"।—আমার জীবনের প্রকৃত অবস্থা যাহাই কেন হউক না, আমি 'ভাল আছি'। সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের পুনরুদয় পর্য্যন্ত সহস্র স্থানে সহস্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'ভাল আছ?'—আমি অম্লান-বদনে উত্তর করিতেছি,—'ভাল আছি'। শরীর শত রোগে ভস্ম হইয়া যাইতেছে, হৃদয় মনুষ্য-লোচনের অদৃশ্য অনন্ত যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হইতেছে, মনুষ্যনিবাস গভীর তমসাচ্ছন্ন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, আমি তথাপি 'ভাল আছি'। যাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া উঠাইয়াছি, সে আজি উত্থিত হইবা মাত্রই মাথার উপর পদাঘাত করিতেছে, যাহাকে চন্দনতরুর ন্যায় সুখ-শীতল জানিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতাম সে আজি বিষ-বৃক্ষের ন্যায় জ্বালা দিতেছে; যে সংসারের পুষ্পিত কান্তি দেখিয়া প্রীতির হিল্লোলে ভাসিতাম, সেই সংসার আজি দগ্ধমরুর ন্যায় ধূ ধূ জ্বলিতেছে;—যাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতাম,—প্রাণের মধ্যে পুষিয়া রাখিতাম, তাহারা আজি সেই প্রাণে দংশন করিবার জন্য সর্পের মত জিহ্বা বাড়াইতেছে;

তথাপি আমি 'ভাল আছি'। যদি মুখ ফুটাইয়া মনের কথা বলি, তাহা হইলেই শিষ্টাচারের উল্লঙ্ঘন হইল,—অতএব আমি "ভাল আছি"। সামাজিকতার অনুরোধে আমাকে সকল সময়ে, সকল স্থলে এবং সকল অবস্থাতেই ভাল থাকিতে হইবে, এবং অন্তরের আগুন দ্বিগুণ আবরণে ঢাকিয়া বাখিয়া ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গি ও মৃদুমধুহাস্যসহকারে সকলের কাছেই 'ভাল আছি' বলিতে হইবে। নহিলে, আমার মত অসভ্য আব নাই।

(২) "কিছু না।"—গোপনীয় আলাপ গোপন করিবার জন্য যত প্রকাব বাক্য প্রকল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "কিছু না" এইটিই অতি মনোহর। যুবক যুবতী কোন নিভৃতস্থলে বসিয়া প্রায়প্রসঙ্গে শত কথা কহিতেছে। বৃদ্ধা পিতামহী সহসা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোরা বুলবুলের মত কি বলাবলি করিতেছিলি ?' উত্তর, 'কিছু না'। কতিপয় বয়োবৃদ্ধ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা সম্মানেব কোন কথা লইয়া একে অন্যের হৃদয়ে আহত ভুজঙ্গের ন্যায় দংশন কবিতেছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনারা কি করিতেছিলেন'? উত্তর 'কিছু না'। যাহা-দিগের হৃদয় সকলের সম্বন্ধে ও সকল সময়েই আহত ভুজঙ্গের ন্যায় বিষময়, অথবা যাহারা আপনা হইতে অধিকতব সম্ভ্রান্ত ও সম্মানার্হ ব্যক্তির সম্বন্ধে নিজ নিজ হৃদয়কে বিষের হাঁড়ি করিয়া রাখিতে পারিলেই জীবনে কৃতার্থতা অনুভব করে, তাহারা সমশ্রেণিস্থ অন্য কাহারও হৃদয়ে ভীতি অথবা বিদ্বেষের অস্ফুট স্বরে হৃদয়ের সেই বিষ ঢালিয়া দিতেছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কাহার কি প্রসঙ্গ লইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কথা কহিতেছিলে?" উত্তর, 'কিছু না'। একবার গম্ভীর ভাবে 'কিছু না' বলিলে, সে কথার উপর আর বাঙ্‌নিষ্পত্তির অধিকার নাই। যদি তুমি 'কিছু না'কে 'কিছু' মনে করিয়া উহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে তুমি নিতান্ত মূঢ়। 'কিছু না' পাশ্চাত্য পুর-সুন্দরীদিগের সমধিক আদরের অবলম্বন। তাঁহাদিগের যত কিছু 'কিছু', সকলই

'কিছু না'। কহিতেও মিষ্ট, শুনিতেও মিষ্ট, তার পর অদৃষ্ট কিংবা দৃষ্টফল যেমন হউক।

(৩) "ঘরে না"।—"Not at home" এ কথাটি বিলাতি সভ্যতার অবশ্যম্ভাবি ফল, এ দেশীয়েরাও সেই স্বাদুফলের রসস্বাদ গ্রহণের জন্য ইদানীং অনেক স্থলে বাধ্য হইয়া আকুল। গৃহস্বামী, বিশিষ্ট কোন প্রয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া ঘরে রহিলেই, 'ঘরে না'। যাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা, তাহাদিগের জন্য কোন সময়েই 'ঘরে না'। যদি তিনি ঘরে বসিয়া এই পাপমগ্নসংসারে সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য সত্যময় সদ্গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্ট থাকেন, তথাপিও তিনি 'ঘরে না'। যেই দ্বারস্থ কেহ 'ঘরে না' বলিল, অমনি তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে। এ কথায় সংশয়াবিষ্ট হইয়া ফিরিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, যে 'ঘরে না' বলিল, সে মিথ্যুক নয়, মিথ্যুক তুমি, অন্ততঃ তুমি মান্যলোকের রীতিনীতি বিষয়ে মূর্খ।

(৪) "আপনাকে ধন্যবাদ"। "Thank you, Sir'——যে উপকার করে, সে মহৎ* ব্যক্তি, কিন্তু যে উপকৃত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে পারে, সে মহত্তর। কারণ, উপকার সম্বন্ধে দান যত কষ্টকর, গ্রহণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর। এইক্ষণ সেই কৃতজ্ঞতা, সেই ধন্যবাদ প্রদান, 'নলিনীদলগত জলবৎ' তরল হইয়া পড়িয়াছে। লোকে 'শয়নে স্বপনে,' উত্থানে, উপবেশনে এবং শিরঃ-কণ্ডূয়নেও লোককে ধন্যবাদ দিতেছে। যেন সংসার ধন্য হইয়া গিয়াছে,—কথায়, অকথায় সকলেই ধন্য ধন্য হইতেছে ও ধন্যবাদের মধুরধ্বনি

* বাঙ্গালায়, অনেক স্থলেই, মহৎ শব্দের অবিভক্তিক নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মহান্ কিংবা মহতী না লিখিয়া স্রধু 'মহৎ' লিখিত হয়। ভাষার প্রয়োজনে ইহা সুসঙ্গত, অনেক স্থলে অপরিহার্য্য।

শুনিতেছে। যেরূপ গতি, তাহাতে বোধ হয় কিছু দিন পরে লোকে পদাঘাত প্রাপ্ত হইলেও আঘাতকারীকে ভুলিয়া ধন্যবাদ দিয়া বসিবে। যাহাকে মনে মনে 'নিপাত যাও' বলি, তাহাকেও যখন শিষ্টাচার রক্ষার্থ 'আপনাকে ধন্যবাদ' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে হয়, তখন যে অভ্যাসবশে কালসহকারে অতদূর ভ্রম ঘটিবে, ইহাতে অসম্ভাবনা কি? অনেক প্রণয়বিহ্বল যুবা ভ্রমবশতঃ অনুচিতস্থলেও অনেক সময়ে প্রণয়ের সম্বোধন মুখে আনিয়া লজ্জিত হইয়া পড়ে। কৃতজ্ঞতাবিহ্বল নবীন সভ্যও সেইরূপ ভ্রমবশতঃ যাহাকে তাহাকে, অথবা অপমান ও দুর্গতির নিদান স্বরূপ মর্ম্মান্তিকশত্রুকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক সময়ে লজ্জিত হইবে।

৫। পত্রের পাঠ।—যাঁহার নিকট পত্র লিখিতে হয়, তাঁহাকে অবশ্যই কিছু না কিছু বলিয়া সম্বোধন করিতে হয় এবং আপনাকেও তাঁহার কিছু না কিছু বলিয়া স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইয়া উঠে। মিথ্যা কথার এই এক * প্রসরক্ষেত্র। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া শত সহস্র মিথ্যা কথা বলিলেও কোন প্রকার নিন্দা নাই। ইংলণ্ডে পরিণয়প্রার্থী প্রণয়ীরা প্রথমে পরস্পর পরস্পরকে নয়নের তারা, হৃদয়ের রত্নহার, প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা, অঙ্গের আভরণ, মস্তকের মণি, স্বর্গের দেবতা, দেবলোকের আলোক, ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতিমধুর প্রিয়-শব্দে সম্বোধন করেন। শেষে, যদি স্বার্থসম্পর্কিত কোন সামান্য কারণে পরিণয়ের কথা মিথ্যা হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করিয়া পুনরায় ঐ সমস্ত সম্বোধনপদ

* Broad এই অর্থে অনেকে বাঙ্গালায় "প্রশস্ত" লিখিয়া থাকেন। কিন্তু "প্রশস্ত" শব্দের প্রকৃত অর্থ 'উত্তম'। সুতরাং উহার এরূপ অপব্যবহার অসঙ্গত। মহাজন কবিরা ললাটের বর্ণনায় "প্রসর" ও 'পরিসর' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদিগের অনুসরণে 'প্রসর' ও 'পরিসর' এই দুইটি শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকি।

লইয়াই আমোদে অধীর হন। রাজপুরুষদিগের মধ্যে, সকল দেশেই, অনেকে, প্রভুজগতের প্রভুর ন্যায়, পরের সম্মান-স্বত্বাধিকার পদতলে দলন করেন, এবং মনুষ্যকে মার্জ্জার ও মূষিক অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিতে চেষ্টা পান, অথচ অতিক্ষুদ্র কোন ব্যক্তির নিকটও পত্র লিখিতে হইলে, তাঁহারা আপনাকে তাহার 'একান্ত আজ্ঞানুগত ভৃত্য' বলিয়া স্বাক্ষর করেন। * উদরে অন্ন মিলে না, অঙ্গে বস্ত্র যোড়ে না, এবং দ্বারে দ্বারে অনাহূত অতিথির মত অটন কিংবা আশ্রয়পুরুষের অস্থিচর্ব্বণ ও রক্তশোষণ না করিলে কোন মতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না,—কিন্তু পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কুলীনকুলের গন্ধকীট ছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম "মহামহিম মহিমসাগরবর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহিমবরেষু"। অথবা মহাত্মা ভুলিয়াও মিথ্যা ছাড়া সত্যের পথে পাদক্ষেপ করেন না,—যাহার নিকট যে কোন সম্পর্কে সন্নিহিত হন, তাহারই অপকার ভিন্ন উপকারের কোন ধার ধারেন না,—তামার পাতে প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিলেও পরমুহূর্ত্তেই তাহা পুঁচিয়া ফেলেন,—বিপদে যাহার চরণরেণু লইয়া ধূলায় লুঠিত হন, সম্পদের এক বার দেখা পাইলেই তাহার বুকের মাংস লইয়া টানাটানি করিতে থাকেন,—ভ্রূকুটি দেখিলে গড়াইয়া পড়েন, এবং ভয়ের যেখানে সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই, সেখানে বিচার অবিচার, মান অপমান ও যশ অপযশ সমস্তই

* এ দেশের একজন গ্রাম্য ভূস্বামী একদা কোন একটি উচ্চ পদাভিষিক্ত রাজপুরুষের নিকট হইতে উল্লিখিতরূপ বিনয়ব্যঞ্জকস্বাক্ষরযুক্ত নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া মনের অসহ্য অভিমানে ও উদ্বেগ আনন্দে দেবতার আরাধনায় দশসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। কারণ, সেই পত্রে স্বাক্ষরের উপরে লেখা ছিল,—' I have the honour to be, Sir, your most obedient Servant" গ্রামস্থ স্কুলের মাষ্টার ইঁহার অনুবাদে বুঝাইয়াছিলেন,—"আমার আছে মান, হইতে মহাশয়, আপনার একান্ত আজ্ঞানুগত ভৃত্য"। এইরূপ মাষ্টার বাবুরাই সাধারণতঃ গ্রাম্য ভূস্বামীর মুরব্বী।

পুরাণপ্রসিদ্ধ জহ্নুমুনির মত একগণ্ডুষে উদরস্থ করিয়া ফেলেন,—কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় তিনি উচ্চ একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন, এই জন্য তাঁহার নাম "প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিত দোর্দ্দণ্ডমণ্ডিত ধর্ম্মাবতার প্রবলপ্রতাপেষু"। দিনান্তে কি নিশান্তে একবারও যাহাকে স্মরণ করি না, এবং যাহার দুঃখ-নিবসনের জন্য শরীরের এক বিন্দু রক্ত অথবা ভাণ্ডারের একটি লিপ্তাক্ষর তাম্রমুদ্রাও ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হই না, তাঁহার নাম প্রাণাধিক, এবং যাহাকে ধূর্ত্ত বলিয়া ঘৃণা করি, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখি ও যাহার ছায়া দর্শনেও বিদ্বেষের বিষে জর্জ্জরিত হই, তাহার নাম শ্রদ্ধাস্পদ। *

৬। মাননীয় বন্ধু অথবা (Honourable Friend) অনারেবল্ ফ্রেণ্ড।—যেমন সমুদ্রমন্থনে নীলকণ্ঠের কণ্ঠভূষণস্বরূপ কালকূট বিষ, তেমনই মিথ্যা কথা অথবা মোহমদিরাময়ী মিথ্যা সভ্যতার মহাসমুদ্র-মন্থনে আমার "মাননীয় বন্ধু," এই দুইটি বিচিত্র শব্দ। এই শব্দদ্বয়ের তুলনা নাই। ইহারা আধুনিক সভ্যতার অর্থকৌশলময় অভিনব অভিধানে দুইটি অমূল্য রত্নস্বরূপ। যাঁহারা সভ্যতার শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারাই এই দুইটি রত্নের প্রকৃত মহিমা অবগত হইয়াছেন, এবং সে মহিমার আশ্রয়ে আপনারা মহিমবর হইয়া, মানবজগতে, ধন্য ধন্য শব্দে বিঘোষিত হইতেছেন

মাননীয় বন্ধুর কথা কহিবার আগে, সাধারণভাবে, বন্ধুর কথা কহিব। বন্ধু এই শব্দ পৃথিবীর সকল ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কেন না, স্ত্রীপুত্র কন্যাপরিজন হইতেও বন্ধু অধিকতর প্রাণ-প্রিয়। স্ত্রীপুত্রও

* মদেকসদয়, মমাশ্রয়বর যশোব্যাপিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, পরমারাধ্যতম, এবং ইঞ্জতাছার, আজিজুল্ কদর প্রভৃতি পত্রীয় সম্ভাষণগুলিও এস্থলে বিবেচনার অধীন হইতে পারে।

বন্ধু হইতে পারে, কিন্তু এই স্বার্থকলঙ্কিত জগতে, সকল স্ত্রী স্বামীর প্রকৃত বন্ধু নহে, এবং সকল পুত্রও পিতার বন্ধু হইবার যোগ্য হয় না। বন্ধু শব্দের অর্থ কি?—আমার এই হৃদয় যাহার হৃদয়ের সহিত ওতপ্রোত-জড়িত হইয়া বদ্ধ রহিয়াছে, সে আমার বন্ধু। আমি যাহাকে হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্তুতে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, শত বন্ধনে বান্ধিয়া, হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি, সে আমার বন্ধু। যাহার দর্শনমাত্রে আমার নয়ন যেন জ্যোৎস্নার প্রবাহে অবগাহন করিয়া শীতল হয়,—যাহার অকৃত্রিম স্নেহমাখা অমায়িক মূর্ত্তির মাধুরীরাশি নিরন্তর পান করিলেও আমার আঁখি দুটির অতিতৃপ্তির অবসাদ জন্মে না,—যাহার কথা শুনিলে কর্ণ শীতল হয়, স্পর্শে প্রাণ উথলিয়া উঠে, এবং ভালবাসায় অন্তরাত্মা অনন্ত প্রেমের পূর্ব্ব স্বাদ প্রাপ্ত হয়, সে-ই আমার বন্ধু। এইরূপ বন্ধুতার কথা স্মরণ করিয়া, শেক্ষপীর তাঁহার (Merchant of Venice) ভিনিস্-দেশীয় বণিক্ নামক নাটক লিখিয়াছেন, এবং বাশেনিয়ো ও এণ্টোনিয়োর বন্ধুতার চিত্র প্রদর্শন করিয়া বিশ্বজগতে সকলের হৃদয়েই একটা আদর্শ ভাবের অপরূপ চিত্র অঙ্কিত রাখিয়াছেন। তাদৃশী মহাভাবময়ী প্রীতির কথা স্মরণ করিয়া, ভারতের মহাকবি ভবভূতি কহিয়াছেন,—

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দ্দুঃখান্যপোহতি।
তৎতস্য কিমপিদ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।

অর্থাৎ যে যার প্রাণ-প্রিয় জন—অথবা প্রিয় বন্ধু, সে যেন তার কি একটা আদরের দ্রব্য। সে কিছুমাত্র না করিয়া সম্মুখে বসিয়া থাকিলেই প্রাণটা শীতল হয়;—তাহার সান্নিধ্যই এক অপূর্ব্ব সুখ, সে শুধু কাছে থাকিলেই সকল দুঃখ যেন আপনা হইতে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ রহে।

কিন্তু, হায়! সেই বন্ধু শব্দ, আজি নব্য সভ্যতার কদর্য্য পঙ্কে ডুবিয়া, কি কুৎসিত বস্তুতেই না পরিণত হইয়াছে। বন্ধু এখন হাটে ঘাটে,

মাঠে গোঠে, এবং হাট ঘাট, মাঠ গোষ্ঠ, যে সকল স্থানের তুলনায় প্রত্যক্ষ স্বর্গ, বন্ধু মহাশয়েরা ইদানীং তাহারও বাটে বাটে। লোকে বলে মৎস্তের মায়ের শোক নাই; এ কথা সত্য কি না, তাহা জানি না। কিন্তু বন্ধুর জন্য, এখনকার এ প্রচলিত-মিথ্যাকথাপ্রিয় পৃথিবীতে, বন্ধুজনের যে অণুমাত্রও শোক নাই, দুঃখ নাই,—উদ্বেগ অথবা উৎকণ্ঠা নাই, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সবলহৃদয়ে স্বীকার করেন। বস্তুতঃ, 'মাই ডিয়রের' সৃষ্টি অবধি, সস্তা বাজারের ভিজা পাট অপেক্ষাও, বন্ধু অতি সুলভ বস্তু হইয়াছে। আগুকার দিনে, জীবনে, একটিমাত্র বন্ধুর বন্ধুতালাভ ঘটিলে মনুষ্য আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত, এবং সে জীবন্ত ধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপ সজীব অগ্নি সাক্ষী করিয়া বন্ধুতার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত। এখন, বন্ধুবর্গেব উপদ্রবে, অনেকের পক্ষে, ঘরে তিষ্ঠিয়া থাকা দায়। তুমি আমাকে চেন না, আমিও তোমাকে চিনি না। কে তোমার অথবা আমার পিতামাতা তাহা পরস্পর জানা থাকা দূরে থাকুক, একে অন্তের সমগ্র নামটিও কোন দিন শুনিয়াছি কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ; কিন্তু তুমি আর আমি তথাপি প্রয়োজনানুরোধে ঘোরতর বন্ধু। অথবা মনে করিয়াছি তোমার প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত করিব, তোমার সুখশান্তির পথে কাঁটা ও তোমার সুনির্ম্মল কীর্ত্তিতে কালি দিব, তোমার উপজীবোব উপব অন্তরাল হইতে আঘাত করিতে রহিব, এবং যেরূপে পারি তোমাকে তুষানলে পোড়াইব, পত্রে লিখিতেছি—আমি আপনার একান্ত স্নেহানুগত বন্ধু শ্রীঅমুক। এই সকলই সভ্যতার কথা, সরলতার সার, শিষ্টব্যবহারের মজ্জাগত রস। ইহাতে ধর্ম্ম ব্যথিত হন না, দেবতাও রুষ্ট হইতে পারেন না।

'বন্ধু' যদি ঘনীভূত মিথ্যা কথার মোদকস্বরূপ, 'মাননীয় বন্ধু' তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাদৃশ বহুমোদকের মধ্যে যার-পর-নাই প্রলোভক, প্ররোচক ও প্রকর্ষজনক মহামোদক, এবং অতএবই "পরম বন্ধু"। কারণ, তিনি

একে 'বন্ধু', তার উপর 'মাননীয় বন্ধু'। তিনি বহুবার বিষয়বাণিজ্যে বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া সকলের চক্ষে বপুষ্মান্ এবং ইদানীং আশ্রিত আশীর্ব্বাদকদিগের চক্ষে, আয়ুষ্মান্ হইয়াছেন। কিন্তু, তাহাতে আসে-যায় কি? যাহারা তাঁহার পাপের সাবথি, পরিতাপের সাক্ষী এবং প্রায়শ্চিত্তেব পুরোহিত, তিনি গভীর নিশীথে তাহাদিগের পায়ে লুটাইয়া 'পাদপদ্ম' দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়া, 'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্' প্রভৃতি পুবাশ্রুত মন্ত্রাদিও পাঠ কবিয়া থাকেন। তাহাতেই বা আসে-যায় কি? তাঁহাকে সকল স্থলে, সকলেব কাছে, সকল কথা প্রসঙ্গেই পবম-বন্ধু বলিয়া প্রীতিব সোহাগ ও সম্মান দেখাইতে হইবে। কারণ, তিনি একে 'বন্ধু', তাব উপর 'মাননীয় বন্ধু'। যদি তিনি সুধু 'মাননীয়' না হইয়া, পার্লিয়ামেণ্টেব সভ্যদিগেব মত, 'রাইট্ অনাবেবল্' অথবা 'মহামাননীয়' বন্ধু হন, তাহা হইলে তাঁহার গৌবব রক্ষার্থ ভাষার কিরূপ আকুঞ্চন, বিকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ করিতে হইবে, অভাগ্য জ্ঞানানন্দ তাহা অবগত নহেন। পার্লিয়ামেণ্টি প্রথা অনুসাবে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনেব 'মহামাননীয় পবম বন্ধু' ছিলেন বিখ্যাত নীতিনট বিকন্‌স্‌ফিল্ড, আব আইবিশ পাব্‌নেলের তাদৃক্ 'পবম' ছিলেন প্রাণ-প্রিয় হার্কোট। ঈদৃক্ বন্ধু ও বন্ধুতার উপর অপদেবতারাই পুষ্পবৃষ্টি করিতে ভালবাসেন।

৭। শপথের মন্ত্র।—ইহাও আর একটি সুপ্রসিদ্ধ মিথ্যা কথা। সত্যরক্ষার জন্যই ইহার প্রথম উদ্ভাবনা এবং সত্যেব সমূলসংহারই ইহার নিত্য অনুষ্ঠান। শুক, শৌনক ও শাতাতপ প্রভৃতি মহর্ষিবর্গ,—ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও উদ্ধবপ্রভৃতি ভক্তবৃন্দ, এবং সক্রেতিস, শাক্যসিংহ, আরিষ্টোটল, পল ও গৌতমাদি জ্ঞান-গুরু ও ধ্যান-গুরু মহাপুরুষেরা যাঁহাকে চিন্তার অগম্য, চিত্তের অগম্য, অজ্ঞেয়তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—যোগাসনবদ্ধ ও তপোরত সাধকগণ পর্ব্বতের শৃঙ্গে, সমুদ্রের তটে, শূন্যগৃহে ও শবাকীর্ণ শ্মশানাদি ভয়ঙ্করস্থানে

অহোরাত্র সাধনা ও তপস্যা করিয়াও যাঁহাকে দেখিতে, জানিতে কিংবা অনুভব করিতে পারেন নাই,—বৈজ্ঞানিকেরা তন্ন তন্ন করিয়াও যাঁহার কিছুমাত্র বুঝিতেছেন না, ধর্ম্মাধিকরণে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মসঙ্গত বিচারের অনুরোধে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল অবধি দুষ্ট নষ্ট অনন্তলোক তাঁহাকে, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে, "প্রত্যক্ষ জানিয়া" অথবা "প্রত্যক্ষ" দেখিয়া, 'সত্য' কথা কহিতেছে। ধর্ম্মসংস্থাপন যাঁহাদিগেব ব্যবসায়, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ভ্রূকুটিযোগে এবং কেহ কেহ বা নৈশবিলাসজনিত তন্দ্রার ভোগে, এইরূপে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন,—আর ধর্ম্মের মর্ম্মকৃন্তনের জন্যই যাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান, তাহারা এই ভাবে তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে। ইহা কোন অংশেও নিন্দনীয় কিংবা নীতিবিরুদ্ধ নহে। এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শনই যে অনেকের প্রধান উপজীবিকা, এবং কোন কোন স্থলে, এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শনের জন্য যে প্রণালীসঙ্গত পাঠ দেওয়া হয, তাহা প্রমাণিত হইয়া গ্রন্থপত্রে লিখিত রহিয়াছে। *

প্রশংসা, বিনয়, অভ্যর্থনা ও অনুতাপের ভাষাও সাধারণতঃ প্রচলিত মিথ্যা কথা বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। সমৃদ্ধজনের চিত্তবিনোদ অথবা অভ্যাগত ব্যক্তির সংবর্দ্ধনার জন্য যত ইচ্ছা তত প্রশংসা কব, বিনীত বলিয়া প্রশংসা লাভের জন্য যত ইচ্ছা তত আত্মদৈন্য কীর্ত্তন কর, এবং আত্মদৈন্য কীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ের অনুতাপ প্রদর্শনের জন্য যত ইচ্ছা তত সত্যের উল্লঙ্ঘন কর, সকলই সুসভ্যসমাজে শোভা পাইবে। চারুচন্দ্র এ দেশের একজন 'চমৎকার ব্যক্তি,'—মাদৃশ দীন হীন 'মহাপাপী' জগতে আর নাই;

* ইদানীং এদেশে কতকগুলি লোকের জন্য প্রত্যক্ষদর্শনের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞাজ্ঞাপনের নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে, এবং সকলের পক্ষে খাটে না। পার্লিয়ামেণ্টে ব্রাড্‌লকে লইয়া যে ঘোরতর বিবাদ ঘটিয়াছিল, তাহাই ইহার প্রমাণ। ব্রাড্‌ল বহু বিষয়ে একটা বিখ্যাত পুরুষ হইয়াও পার্লিয়ামেণ্টের পুরাতন ধর্ম্মনীতির আনুগত্যে পরিণামে "প্রত্যক্ষ" দেখিয়াছিলেন।

এ সকল কথা সর্ব্বত্রই অতিমাত্র শ্রদ্ধার সহিত শ্রুত ও আলোচিত হয়। কিন্তু যদি কোন ধৃষ্টব্যক্তি, শিষ্টতার সীমা বিস্মৃত হইয়া, অমনি জিজ্ঞাসা করে যে, 'চারুচন্দ্রকে সমক্ষে সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া, সে দিন আপনি পরোক্ষে অতি তুচ্ছ একটি বিষয় ধরিয়া অত নিন্দা করিলেন কেন?' —অথবা যদি সে এইরূপ উক্তি করে যে, যাহার মত 'মহাপাপী' জগতেই আর নাই, মনুষ্যাশ্রমে তাহার অবস্থান করাই অনুচিত, পরপ্রশংসাকারী, বিনয়ী, অনুগত ও অনুতাপী বক্তা তৎক্ষণাৎ ক্রোধে স্ফীত ও কণ্টকিত হন, এবং প্রশংসার ভাষা, বিনয়ের ভাষা, অভ্যর্থনা ও অনুতাপের ভাষা, ক্ষণকালের তরে অভিধানে পূরিয়া রাখিয়া, সম্পূর্ণ নূতন আর এক স্বরে ও আর এক ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করেন। ধন্য রে সভ্যতা! তুই ই সকল শক্তির মূল শক্তি, এবং সকল শাস্ত্রের শেষসিদ্ধান্ত। তোর প্রভাবে আলোকও অন্ধকার হয় এবং অন্ধকারও আলোকে পরিণত হইয়া যায়। যাহারা তোর সুদৃশ্য সূক্ষ্মাম্বরে পরিহিত, তাহারা প্রাণের মধ্যে পিশাচের দাস হইয়া রহিলেও, মানবজগতে তাহারাই পূজ্য, তাহারাই প্রশংসনীয়। বোধ হয় তোর আরাধনাই সামাজিক মনুষ্যের পরমধর্ম্ম ও চরম পথ।

এই প্রবন্ধে প্রচলিত মিথ্যাকথার দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে আরও সহস্র দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইবেন। অপ্রচলিত অথবা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মিথ্যা কথা সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে, যে শ্রেণির উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদিতর সমস্তই অপ্রচলিত সংখ্যায় নিবেশিত হয়। কোন উদ্দাম ও অত্যাচারপ্রিয় মত্ত পাপিষ্ঠ, অসুরের তৃষ্ণা এবং রাক্ষসের ক্ষুধা লইয়া, সতী সাধ্বী কুল-ললনার সর্ব্বনাশ করিতে ধাবমান হইয়াছে। যদি তুমি তখন সেই অনাশ্রয়া বিপন্ন অবলার উদ্ধারের জন্যও ঘুণাক্ষরে একটি মিথ্যা কথা মুখে আন, তাহা 'অপ্রচলিত মিথ্যা কথা; অতএব যার-পর নাই

অসঙ্গত। তোমার সেই একটি মিথ্যা কথা হয়ত একটি প্রাণীর প্রাণরক্ষা, একটি পবিত্রহৃদয়া পুরমহিলার ধর্ম্মরক্ষা এবং একটি সম্ভ্রান্ত-বংশের জাতিমান রক্ষার কারণ হইতে পারে,—তুমি ঐ একটি মিথ্যা কথা কহিয়া এক জনকে আবরিয়া না রাখিলে, হয়ত শতজনের অন্তরে আজীবন-ব্যাপিনী মর্ম্মবেদনার অগ্নি জ্বলিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর নীতিশাস্ত্র, তোমাকে আর পাঁচটা প্রয়োজনানুরূপ মিথ্যা কথায় উৎসাহ দিলেও, ঐ পরিণাম-মঙ্গলা পুণ্যপুঞ্জময়ী মিথ্যা কথাটি বলিতে দিবে না। কেন না, উহা 'অপ্রচলিত'। আমরা পুনরপি বলিতেছি, ধন্য রে সভ্যতা, তুই ই সকল শক্তির আদি শক্তি এবং সকল নীতির মূল। পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্তই তোর ক্রীড়ার সামগ্রী ও লীলাকন্দুক। তোর অকৃপা হইলে, জীবের দুঃখভারহারী দয়ার অবতারও দস্যুর মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতে পারে, এবং যাহার ছায়াস্পর্শেও মনুষ্যের মর্ম্মস্থান দগ্ধ হইয়া যায়, তাদৃশ ছদ্মমূর্ত্তি ছলনাপর পাপিষ্ঠও তোর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে, দ্বিতীয় এক রবিস্পায়ের মত, জগতের গুরুস্থানীয় হইয়া উঠে।

কারারুদ্ধ ধর্ম্ম।

যাহাকে লোকে সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা অনেক স্থলে কারারুদ্ধ ধর্ম্মের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও কারারুদ্ধ ধর্ম্ম এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সকল বিষয়ে ও সকল লক্ষণেই ঠিক এক পদার্থ নহে। কেন না, ধর্ম্মসংক্রান্ত সত্য সর্ব্বপ্রথমে সম্প্রদায়-বিশেষের দ্বারাই জগতে প্রচারিত হয়। সুতরাং, সাম্প্রদায়িকতা সকল কালেই ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম সোপান বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কারারুদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ পরিচয় এই, উহার শ্রদ্ধা কিংবা সহানুভূতি প্রায়শঃ কখনও স্বসম্প্রদায়ের বাহিরে যায় না, এবং স্বসম্প্রদায়ের বহির্ভূত ব্যক্তি পরম সাধু ও যার-পর-নাই সত্যানুরাগী হইলেও উহা তাহার কাছে, জীবের হিত কামনা কিংবা অন্য কোন কারণে, প্রকৃত সাবল্যের সহিত প্রচারিত হইতে পারে না। উহা ক্রোধ, ক্রূরতা, কঠোর অভিমান এবং কুসংস্কারের প্রাচীর-চতুষ্টয়ের মধ্যেই চিরকাল নিবদ্ধ রহে। উহা প্রীতির সুখ-শীতল জ্যোৎস্না এবং সত্যের প্রখর জ্যোতিঃ, এই উভয় হইতেই দূরে পলায়ন করে। কথাটা উদাহরণের দ্বারা অধিকতর বিশদ হইতে পারে।

যে বায়ু অনন্ত আকাশপথে অনন্তকাল হইতে নির্ম্মুক্ত ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাকে নির্ম্মুক্ত বায়ু বলি। তাহার স্পর্শ শীতল, স্বাস্থ্যকর ও বলবর্দ্ধক। আর যে বায়ু কোন গৃহের প্রাচীরচতুষ্টয়ের মধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ বায়ু বলি। তাদৃশ দূষিত বায়ু সেবনে, অত্যল্পকাল কষ্টে সৃষ্টে প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব না হইলেও, কখনও দীর্ঘকাল কুশলে থাকা সম্ভবপর

হয় না। যে জল গিরিপ্রস্থ হইতে শত ধারায় বহির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে অবিরতগতি প্রবাহিত হইতেছে, তাহা নির্ম্মুক্ত জল বলিয়া কথিত হয়। আর, যে জল কোন কূপে কিংবা সংকীর্ণ খাতে বদ্ধ দশায় ঠেকিয়া রহে, তাহা বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ জল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার একটি যেমন সদ্যঃপ্রাণকর, আর একটি তেমনই সদ্যঃপ্রাণহর।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। যে ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদয়কন্দর হইতে স্বাভাবিক শোভায় বিনিঃসৃত হইয়া দিগন্ত প্রমোদিত করে, তাহা প্রাকৃত ও নির্ম্মুক্ত; এবং যে ধর্ম্ম কতকগুলি ভ্রমান্ধ অথচ ভাবোন্মত্ত লোকের সংকীর্ণ চিত্তস্বরূপ কণ্টকাকীর্ণ কুটীরে কিংবা সংকীর্ণ কূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা অপ্রাকৃত ও কারারুদ্ধ। এই কারারুদ্ধ ধর্ম্ম, কারারুদ্ধ বায়ু কিংবা কারারুদ্ধ জলের ন্যায়, কিয়ৎকালের জন্য মনুষ্যের উপযোগী হইলেও, বহুকাল সেবনে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট না করিয়া যায় না। নির্ম্মুক্ত ধর্ম্ম হৃদয়কে নিয়ত প্রসারিত করে, কারারুদ্ধ ধর্ম্ম অতি কোমল ও স্বভাবসুন্দর হৃদয়েও কেমন এক বিকৃত ভাব জন্মাইয়া, উহাকে দিন দিন সংকুচিত করিয়া ফেলে। উহার স্নেহ, প্রীতি ও দয়ার প্রবাহ ক্রমশঃ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সকলকে আর উহা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারে না, এবং সকলের সুখ দুঃখে উহা আপনি অণুমাত্রও সুখ দুঃখ অনুভব করে না। ছিন্নমূল লতার ন্যায় উহা নীরস ও নিরানন্দ। কোথায় দেখিয়া লোকে প্রাণ জুড়াইবে, না তাহার পরিবর্ত্তে দেখিয়াই লোকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে।

যখন প্রভাতসূর্য্যের কাঞ্চন-প্রতিম কিরণজালে নভোমণ্ডল আলোকিত হয়, তখন পৃথিবীর সকলেই আনন্দে গাত্রোত্থান করিয়া সেই অনুপম ও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করে। কারণ, সকলেই সূর্য্যকে আপনার বলিয়া জানে। যাহার চক্ষু কোন উৎকট ব্যাধিতে বিকৃত হয় নাই, সে কি কখনও সূর্য্যালোকের প্রতি বিরক্তি পোষণ করিতে

পারে? যখন চন্দ্রমার সুধাময়ী জ্যোৎস্না, মেঘাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া, জগতে সুধা বর্ষণ করে, অতি দুঃখী ব্যক্তিও তখন মাথা উঠাইয়া একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করে। চন্দ্রকে কেহই পর ভাবে না। এ জগতে কে এমন হতভাগ্য, যাহার চিত্ত চন্দ্রালোক দর্শনেও উৎফুল্ল না হয়? এইরূপ, যখন যথার্থ কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি সংসারে যথার্থ কোন ধর্ম্মবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিংবা ধর্ম্মের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতে প্রবৃত্ত হন, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই তখন পুলকিতপ্রাণে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হন, এবং মানবজগতের ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা, ত্রিধারাবাহিনী মন্দাকিনীর ন্যায়, স্বতঃ প্রবৃত্ত প্রবাহেই তাঁহার দিকে প্রবাহিত হয়। নিন্দুকের জিহ্বা, নিবৃত্ত না হইলেও, ভয়ে তখন অবসন্ন রহে, বিদ্বেষী নিজ বিদ্বেষভাব বিসর্জ্জন করিতে না পারিলেও, আপনার বিষদাহে আপনিই দগ্ধ হইতে থাকে, এবং ঘোরতর অবিশ্বাসীও, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য, ইহা কি দেখিতেছি বলিয়া, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। তাদৃশ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মভাবকে সরল ও সহৃদার লোকেরা কখনও প্রাণের বাহিরে রাখিতে চায় না। কিন্তু যে ধর্ম্ম, পীযূষস্পর্শের ন্যায় প্রাণপ্রদ না হইয়া জীব-জগতে জ্বালা জন্মায়—শীতকালীয় নিষ্পত্র পাদপের ন্যায়, অতিরুক্ষবেশে দণ্ডায়মান হইয়া, দর্শকমাত্রকেই ব্যথিত করে,—যে ধর্ম্ম আত্মপর ও ক্ষতিলাভ গণনায় সুচতুর বণিক্ হইতেও অধিকতর চতুরতা প্রদর্শন করে,—যে ধর্ম্ম বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া শাসন করে এবং প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, সংসারের সকল লোক তাহাকে কখনই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইতে পারে না। তাদৃশ ধর্ম্মে আশীর্ব্বাদের নাম অভিসম্পাত, সাধনার নাম বৈরশোধ এবং স্বর্গের নাম জন-মানব-বর্জ্জিত আশাশূন্য শ্মশান। ইতিহাসের নিকট জিজ্ঞাসা কর, ইতিহাসও সহস্রমুখে ও সহস্র উদাহরণে এ কথায় সাক্ষ্য দান করিবে।

. ইংলণ্ডীয় অষ্টম হেন্‌রীর লোকবিগর্হিত দুর্নীত কার্য্য সকল স্মরণ করিলে কাহার হৃদয় না দুঃখে জর্জ্জরিত হয়? হেন্‌রী একই সময়ে বহু ললনার প্রণয়লাভের জন্ত প্রয়াস পাইত, এবং যে তাহার প্রণয়ের ফাঁদে পড়িত, সে তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে বিড়ম্বনা করিয়া, হয় প্রাণে মারিত, না হয় পথের ভিখারিণী করিয়া বাহির করিয়া দিত। হেন্‌রী আশা দিয়া লোককে নিরাশ করিত, বাক্য দিয়া বঞ্চনা করিত,—শিষ্ট, সদাশয়, ও সদুৎসাহশীল মহানুভব ব্যক্তিদিগকে নিপীড়ন করিয়া কতকগুলি জঘন্যচরিত্র নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট সংসর্গে—জঘন্যভোগে—বিভোর রহিত। বস্তুতঃ হেন্‌রী যেমন নীচমতি, তেমনই নিষ্ঠুর, নীতিশূন্য ও নির্ব্বিবেক পাষণ্ড ছিল, এবং তাহার সমসাময়িক স্তাবকেরা তাহাকে বড়ই একটা বাহাদুর রাজা বলিয়া বাড়াইতে চেষ্টা করিয়া থাকিলেও, পৃথিবীর সমস্ত লোক তাহাকে দুরাত্মা বলিয়াই অবজ্ঞা করিত। কিন্তু, হেন্‌রী আপনার কোন দুরভিসন্ধিতে দিনকতক কাল তদানীন্তন ক্রূরমতি ক্যাথলিকদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট-দিগকে নির্য্যাতন কবিয়াছিল, এবং প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক মহাত্মা লুথরের উদয়োন্মুখী যশঃপ্রতিভায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তদীয় উপদেশনিচয়ের প্রতিবাদে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল। * সুতরাং এই এক গুণই তাহাব সকল দোষ ঢাকিয়া ফেলিল,—পোপ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন,—ইউরোপীয় ধর্ম্মজগতের তদানীন্তন ধর্ম্ম-রাজধানী রোমনগরী তাহাকে 'ধর্ম্মরক্ষক' † এই উচ্চ উপাধি প্রদান করিয়া ধর্ম্মের

---

* উল্লিখিত গ্রন্থখানিও হেন্‌রীর নিজ রচনা নহে। সার্ টমাস মোর নামক জনৈক যোগ্য ব্যক্তি হেন্‌রীর অনুরোধে উহা রচনা করিয়া দেন, এবং হেন্‌রী এই উপকারের পরিশোধে কিছুদিন পরে তাঁহার শিরশ্ছেদ করে।

† "Defender of the Faith"

মান ও গৌরব রক্ষা করিল। এইরূপ আবার স্পেন দেশে যাঁহারা ধর্ম্মের নামে মনুষ্যজাতির যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতেন, লোকের গার্হস্থ্য শান্তিকে চিরদিনের জন্য বিনাশ করিয়া ফেলিতেন, এবং দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অবলার কোমল প্রাণে আঘাত দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, যাজক সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহারাই ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য বলিয়া পূজা পাইতেন,—আর যাঁহারা ধর্ম্মকে প্রীতির প্রস্রবণ, দয়ার জীবন এবং শান্তির চিরপ্রিয়-নিকেতন স্বরূপ জানিয়া লোকের প্রতি অত্যাচারে বিমুখ থাকিতেন, তাঁহারা অধার্ম্মিক ও অবিশ্বাসী বলিয়া সকলের অবজ্ঞাভাজন রহিতেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, ধর্ম্মভাবের কারারুদ্ধতাই এই প্রকার বিকৃত ভক্তি, বিকৃত প্রেম,—অপাত্রে শ্রদ্ধা এবং সৎপাত্রে ঘৃণার মূল? সাধুতা, সত্যবাদিতা, পরমার্থনিষ্ঠা ও পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণসমূহ দেশভেদে ও কালভেদে কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। যাহা এ দেশে সাধুতা, তাহা সকল দেশেই সাধুতা এবং যাহা এখানে পরোপকার, তাহা সর্ব্বত্রই পরোপকার। যাহা প্রকৃত মহত্ব, তাহা সকল স্থলেই মহত্ব বলিয়া পূজনীয়, এবং লোকে যাহাকে চারিত্রগৌরব বলে, তাহাও সকল স্থলেই সমান আদরণীয়। তবে যিনি কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রচারকদিগের নিকট যার-পর-নাই ভক্তিভাজন বলিয়া আদর্শস্থানীয় হন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাকে ধর্ম্মালোকবঞ্চিত কৃপাপাত্র অন্ধ বলিয়া অবজ্ঞা করে কেন? আর, জগতের সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিমাত্রই যাহাদিগকে পিশাচ কিংবা ততোধিক অধম বলিয়া অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, ধর্ম্মবিশেষের বিশেষ কোন মত কি কার্য্যের পোষকতা করিয়া, তাহারাই বা কীর্ত্তির বৈতরণীতে তরিয়া যায় কেন? কারারুদ্ধ ধর্ম্মের কুটিলা গতিই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? বিদুরের অলৌকিক ভক্তিনিষ্ঠা, বুদ্ধদেবের অমানুষ তপোরতি,—নানকের নির্ভয় নির্ভরের ভাব,

নিত্যানন্দের প্রেম, এবং নরোত্তমের দৈন্য, দাস্য, ঔদাস্য ও দীনবাৎসল্য অবিকৃতচিত্ত সাধারণলোকদিগের সতত-শিরোধার্য্য অমূল্য রত্ন স্বরূপ। কিন্তু যাঁহাবা, ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে গিয়া, কোন না কোনরূপ কারায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, শুনিবে ইঁহাদের একজন নাস্তিক, আর একজন পতনোন্মুখ আস্তিক, এবং সকলেই তমসাচ্ছন্ন মূঢ়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কারারুদ্ধ ধর্ম্ম আলোকভয়ে সংকুচিত। মনুষ্যের চক্ষু ও মনুষ্যবুদ্ধির মর্ম্মদর্শিনী দীপ্তি কোন প্রকারেই উহার সহ্য হয় না! পুরাতন কবিরা মৈশবী নিশাকে ভয়ঙ্কর-তামসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মিশরদেশেব পুরাতন ধর্ম্মতত্ব তাহা অপেক্ষাও গভীর অন্ধকারে আবৃত ছিল। যেসুট সম্প্রদায়ীরা কিম্ভূত মনুষ্য, তাহা অদ্যাপি লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পায় নাই। তাহাবা কোথায় আছে, কোথায় নাই, কোথায় কি করিতেছে, কোথায কি না করিতেছে এবং কি উদ্দেশ্যে কেন ছায়ার ন্যায় এই দৃশ্য হইতেছে, এই আবার লুকাইতেছে, তাহা যেসুট বিনা পৃথিবীর অন্য কাহাবও বোধগম্য নহে। কাপালিকদিগকে প্রাণে বধ কব, তথাপি তাহারা কাপালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির কর্ণে মনের মর্ম্ম কথা খুলিয়া বলিবে না। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহারা ক্রোধ ও ভয়ে সেইস্থান পরিত্যাগ করে, এবং যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানালোক সহায় করিয়া শিক্ষা কিংবা পরীক্ষার জন্য তাহাদিগের নিগূঢ় ধর্ম্মের নিকটবর্ত্তী হইতে যত্নশীল হন, তাঁহাকেই তাহারা ধর্ম্মসাধনা ও ধর্ম্মজগতের পরমশত্রু মনে করিয়া নানাবিধ কুচেষ্টায় বাহির করিয়া দেয়।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের আর এক পরিচয় ধর্ম্মধ্বজা। ধ্বজা বলিলে সাধারণতঃ পতাকাদি জয়-বৈজয়ন্তীই মনুষ্যের বুদ্ধিতে আইসে। কিন্তু ধর্ম্মধ্বজা নানা প্রকার। উহা কোথাও অতি বিচিত্র তিলক, কোথাও অতি বিকট ত্রিপুণ্ড্রক, কোথাও গৈরিকবস্ত্র, কোথাও ব্যাঘ্রাম্বর। এই

ধ্বজা ধারণের জন্ত কেহ মস্তকশ্মুণ্ডন করিতেছে, কেহ মস্তকের কেশ-রাশিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিবিধ ঘটায় জটা বাঁধিতেছে ,—কেহ দিগম্বর সাজিতেছে, কেহ উর্দ্ধবাহু রহিয়া মনুষ্যেয় বিস্ময় জন্মাইতেছে। ইহারই অনুরোধে আলেক আলেক ও চেৎ চেৎ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মধ্বনি,—ইহারই শাসনে বেশ-বৈচিত্র্য, ভিক্ষার ঝুলি অথবা কাঁচ-কাঞ্চন, ও শঙ্খস্ফাটিকাদি শত প্রকার বস্তুর অদ্ভুতমালা, এবং অনেক স্থলে ইহারই প্রয়োজনে শরশয্যা, সুচিশয্যা ও কথনও কথনও শব-শয্যা প্রভৃতি প্রদর্শনযোগ্য আত্মনিগ্রহ। বস্তুতঃ, পৃথিবীতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মধ্বজা এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর প্রবল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। আমাদিগের এমন বলা উদ্দেশ্য নহে যে, যেথানে ধর্ম্মধ্বজা, সেথানেই ধর্ম্মের ভাণ, এবং ধ্বজা মাত্রই ভণ্ডতার পরিচায়ক। ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাস, অথবা বিবেকের অনন্তসাধারণ প্রবল বিশ্বাস অনেককে অনেক সময়ে ধ্বজা-ধারণে অনুরক্ত করিতে পারে, এবং নূতনত্বের মোহন মাধুরী কিংবা পার্থক্যপ্রিয়তার মোহন প্রলোভনেও মনুষ্য কথনও কথনও ধর্ম্মধ্বজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি ইহা অবধারিত কথা যে, ভক্তির অপ্রাকৃত গতি কিংবা ভণ্ডতার ছলনাময়ী মতিই সাধারণতঃ ধর্ম্ম-ধ্বজার প্রবর্ত্তিনী এবং যাহারা ধ্বজালাঞ্ছিত ও শুধু নানারূপ ধ্বজা দ্বারাই মানব-জগতে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগের অনেকেই কারারুদ্ধ-ধর্ম্মের নায়ক অথবা ক্রীড়নক। যাঁহারা ধর্ম্মকে বিশ্বময় সৌন্দর্য্যের স্থায় বিশ্বের আরাধ্য পদার্থ বলিয়া জানেন, তাঁহারা কথনও কোনরূপ ধ্বজা ধারণ করিয়া আপনাকে সাধারণ মনুষ্যসমাজ হইতে পৃথকরূপে চিহ্নিত রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের তৃতীয় পরিচয় কপোলকল্পিত আধ্যাত্মিক জাতিভেদ। সামাজিক জাতিভেদ কাহাকে বলে, তাহা পাঠক বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন। উহা সেই চিরপ্রসিদ্ধ সামাজিক জাতিভেদের পুরাতন বন্ধন-

শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও, আবার নূতন এক প্রকার জাতিভেদের উদ্ভাবন করে, এবং জাতিবিদ্বেষের বিষমবহ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিয়া, তদ্দারাই আপনার কার্য্যসাধনে যত্নশীল রহে। এই পৃথিবীর কোন মনুষ্যই সর্ব্বাবয়বে ও সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক অথবা সর্ব্বাবয়বে ও সম্পূর্ণরূপে অধার্ম্মিক নহে। যাঁহারা ভক্তি ও প্রীতির পবিত্র ধর্ম্মে সরলহৃদয়ে শ্রদ্ধান্বিত, তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ জীবনও মত-ভেদস্থলে কঠোর সমালোচনার উপযুক্ত। পক্ষান্তরে, যাহারা অধার্ম্মিক বলিয়া সাধারণতঃ পরিবর্জ্জিত, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে উদারতা কিংবা পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে পরমধার্ম্মিকদিগের পূজা পাইবার যোগ্য। কিন্তু, কারারুদ্ধ ধর্ম্ম প্রথমতঃই ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, বিশ্বাসী ও বিরোধী, প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট এবং মুক্ত ও অমুক্ত * প্রভৃতি বিবিধ অভিনব জাতির সৃষ্টি করিয়া প্রীতি ও সহানুভূতির গতি রোধ করে, এবং অচিহ্নিত, অপ্রবিষ্ট ও অমুক্ত ব্যক্তি যদি নিতান্ত উন্নত প্রকৃতির লোক হন, তথাপি তাঁহাকে কুণ্ডলীর বহির্ভূত বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণির জীব জ্ঞানে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের দান, ধ্যান, লোকহিতৈষিতা এবং কার্য্যতৎপরতা সমস্তই পণ্ডশ্রম ও ভণ্ডক্রিয়া। কারণ, তাঁহারা কারাগৃহের বন্দী নহেন। তাঁহাদিগের প্রীতির নাম পাপ, পুষ্পাঞ্জলির নাম পঙ্কপ্রবাহ, এবং উন্নতির নাম অধঃপাত। কারণ, তাঁহারা কারানিগড়ে বদ্ধ রহিতে অসম্মত। তাঁহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে, এবং অবিশ্বাসহইতে বিশ্বাসে আনা যাইতে পারে। কেন না, তাঁহারাও মনুষ্যকুলেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদিগকে কখনই নির্ম্মুক্তহৃদয়ে ভালবাসিতে পারা যায় না,—তাঁহাদিগের সহিত যোগে, ভোগে এবং কর্ম্মসূত্রে

---

* পাঠকবর্গ-ক্যালভিনিষ্টদিগের Elect অর্থাৎ অনুগৃহীত কিংবা আদিনির্ব্বাচিত জাতি সম্বন্ধীয় মত এবং বিশ্বাসও এস্থলে আলোচনা করিয়া দেখিতে পা রন।

সম্মিলিত হওয়াও কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। কারণ, তাঁহারা জাতিতে বিভিন্ন।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের চতুর্থ পরিচয় প্রতিহারীর অসঙ্গত ও অসহ্য আধিপত্য। প্রতিহারীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। ইহারা কোথাও মহন্ত, কোথাও মহারাজগুরু * এবং বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই তাদৃশ প্রতিহারীর কতকটা প্রভুত্ব অপরিহার্য্য। কিন্তু, কারারুদ্ধ ধর্ম্মে প্রতিহারীই প্রকৃত প্রাণ-দেবতা। প্রতিহারী ইহার চক্ষু, প্রতিহারী ইহার কর্ণ, প্রতিহারী ইহার মস্তক এবং প্রতিহারীর কৃপাই ইহার সর্ব্বস্ব। আমরা তাদৃশ প্রতিহারীদিগকে শুধু দ্বারপাল মনে না করিয়া ধর্ম্মীয় কারাগৃহের দৃপ্ত বিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। তুমি দেখিবে ত সেই প্রতিহারীর চক্ষে দেখিবে, কেন না তোমার আপন চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই দৃষ্টিভ্রম। তুমি শুনবে ত সেই প্রতিহারীর কর্ণে শুনিবে, কেন না তোমার আপন কর্ণে যাহা কিছু শুনিতেছ, সমস্তই শ্রুতিভ্রম। তোমার মনোবৃত্তিচয়কেও তুমি বিশ্বাস করিবে না। কারণ, তুমি মনে যাহা বুঝিতেছ,- আলোচনা করিয়া যাহা শিখিতেছ, এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া জানিতে পাইতেছ, তাহা স্পষ্টতঃই মতিভ্রম। প্রতিহারীর স্বার্থ, সম্মান এবং অভিমান ও পরিমিতজ্ঞানই ইহার প্রাচীর-পরিখা, —এবং প্রতিহারীর ভ্রমপ্রমাদই ইহার 'ভাষ্যপ্রদীপ'। তুমি যদি ধর্ম্মের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ঐ প্রাচীর-পরিখা কখনও উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না, এবং তুমি যদি ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে ঐ দীপশিখা ভিন্ন অন্য কোনরূপ আলোক ব্যবহার করিতে অধিকারী হইবে না। কারণ, প্রতিহারী

* গুজরাটি গুরু-গোস্বামী। বড় বেশী ধনী বলিয়া "মহারাজ"। ইহাদিগের কীর্ত্তিরাশি দেশের উচ্চতম বিচারালয়ে আলোচিত হইয়া গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে।

যদি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে, সাধারণের জন্য তাহাই সত্য ধর্ম্ম, এবং প্রতিহারী যদি ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাও সাধারণের জন্য সর্ব্বথা অধর্ম্ম বলিয়া গণনীয়। কেবল ইহা নহে, হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি, ভক্তির পবিত্রবিলাস, বুদ্ধির বিকাশ এবং চিন্তার গতি, এ সকলও প্রতিহারীর অধীন রহিবে। প্রতিহারী যদি স্বাস্থ্যকে হৃদয়ের রোগ বলিয়া বর্ণনা করে, তাহা হইলে স্বাস্থ্যই উহার রোগ, এবং প্রতিহারী যদি বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক বিকাশকেও বিকার বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে স্বভাবের প্রার্থিত পরিস্ফুরণই বিকার। ফলকথা, কারারুদ্ধ ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবেই উল্লিখিতরূপ প্রতিহারীর স্বোপার্জ্জিত কিংবা পৈতৃক সম্পত্তি, এবং যাহারা সেই সম্পত্তির লব-লেশের জন্যও লালায়িত, তাহারা প্রতিহারীর দাসানুদাস। তাদৃশ ধর্ম্মের সহিত সুতরাংই সাধারণ মনুষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের আশা করা বৃথা। প্রতিহারী যদি দ্বার ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা প্রবেশ করিতে পাইবে, এবং প্রতিহারী যদি ভ্রুকুটিভঙ্গি সহকারে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে তোমরা চিরদিনই বাহিরে পড়িয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, ধর্ম্ম কি চিরকালই এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কুসংস্কারবদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার কারায় আবদ্ধ থাকিবে? যাহা সত্যের ন্যায় সর্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক, সমীরণের ন্যায় সর্ব্বত্র গতিশীল, —যাহা প্রাণ হইতেও মনুষ্যের অধিকতর প্রিয় এবং প্রাণের সহিত সর্ব্বপ্রকারে জড়িত, তাহা কি চিরদিনই এইরূপ নিগড়বদ্ধ রহিবে? সমস্ত পৃথিবী সমস্বরে বলিতেছে,—না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন, ইহারাও নিজ নিজ শক্তির অনুরূপ উচ্চৈঃস্বরে মনুষ্যের হৃদয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে,—না। বিজ্ঞান একদিন, বিকৃতদর্শিনী আলোক-বর্ত্তিকার ন্যায়, একে আর দেখাইয়াছে,—মনুষ্যের বুদ্ধিকে

সত্যের অনুরাগে উন্মাদিত করিয়া, গাঢ় অন্ধকারে ডুবাইয়াছে। এইক্ষণ সেই বিজ্ঞান, এত যুগের অনুসন্ধানের পর, ভক্তিকেই মানব-শক্তির চরমবিকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভগবানের জন্ম লালায়িত হইয়াছে। ইতিহাসকে এত কাল লোকে ধূমকেতুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও উৎপথগামী বলিয়া অবজ্ঞা করিত। এইক্ষণ সেই ইতিহাস বিশ্ববিধাতার দৃঢ়নিয়মবদ্ধ ক্রীড়াবিলাস বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছে। কবিতা, যেন যুগান্তের নিদ্রার পর, পুনরায় সামস্বরের অনুকরণে, অতি গভীর কণ্ঠে, স্তুতি-গীত গাইতে আরম্ভ করিয়াছে। দর্শনের দৃষ্টি ফুটিয়াছে। দর্শন, সংশয়ের দুঃখজ্বালায় দগ্ধ হইয়া, যেন প্রাণ যুড়াইবার জন্য, প্রণাধীশের পদারবিন্দে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সকলেই আগে ধর্ম্মবিষয়ে উদাসীন ছিল। ইহারা সকলেই এক্ষণ ধর্ম্মকে প্রাণের বস্তু জ্ঞানে টানিয়া লইতেছে। তাই বলিতেছি, কারাবাসের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতিশীঘ্রই মনুষ্য প্রভাতসমীর সেবন করিয়া কৃতার্থ হইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ফরাসীবিপ্লবের প্রথমোচ্ছ্বাস সময়ে পারিসের হিতাহিতবোধশূন্য বিকার-বিদ্বেষপূর্ণ, প্রমত্ত প্রজাবর্গ যখন বাষ্টিল নামক দুর্ভেদ্য কারাদুর্গের দ্বার ভঙ্গ করে, তখন নিরীহপ্রকৃতি ষোড়শ লুই, নিতান্ত চমকিত হইয়া, কি হইল বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থ একজন বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ সচিব প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"রাজন্। ইহার নাম জ্ঞানের কারামোচন। এত দিন মনুষ্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত, তাই তাহারা বদ্ধ থাকিত। এইক্ষণ মনুষ্যের বুদ্ধি, হৃদয় এবং আত্মাকেও কারারুদ্ধ রাখিতে যত্ন হইয়াছে। কিন্তু এই তিন কি কখনও চিরকাল আবদ্ধ রহিতে সম্মত হইবে?"

যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ কারাগৃহের কুঞ্চীধারী অথবা দ্বার রক্ষক, তাঁহাদিগেরও ঠিক সেই দশা আসন্নপ্রায়। তাঁহারাও, নিশ্চয়ই, ষোড়শ

লুইর ন্যায়, কি হইল বলিয়া চমকিত হইবেন, এবং কি হইতেছে, তাহা পার্শ্বস্থ কাহারও নিকট অবগত হইয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে মাথা নোয়াইবেন। তাঁহাদিগের অনেকেই হয় ত চৈতন্যের প্রথমস্ফূর্ত্তি সময়ে দুর্ব্বিষহ দুঃখানলে দগ্ধ হইবেন,—সংসার অন্ধকারময় দেখিবেন, সৃষ্টি বিনাশ পাইল বলিয়া আর্ত্তনাদ করিবেন, এবং মনে যত কিছু মমতার বন্ধন আছে, সমস্তই ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। কিন্তু, পরিণামে তাঁহাদিগেরও সে দুঃখ থাকিবে না। কারণ, জগতের সাধারণ মঙ্গল কখনই ব্যক্তি-বিশেষের অমঙ্গল নহে, এবং যদি অজ্ঞান-কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ মনুষ্যবিশেষের উপকারী হয়, তবে তাহা ধর্ম্মজগতেরও অপকারী নহে। ধর্ম্ম যে অনেক স্থলে, প্রাণারাধ্য পদার্থের ন্যায়, প্রকৃত ধার্ম্মিকের প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত রহে, তাহাতে কাহারও কোনরূপ মনঃক্ষোভ হইতে পারে না। ফলতঃ যাহা সাধনার সারমর্ম্ম এবং ধর্ম্মের সারাৎসার তত্ত্ব, তাহা কখনও সহজে এবং সকলের কাছেই ব্যক্ত হয় না। কিন্তু কারারুদ্ধ ধর্ম্মের কথা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। উহার কোপনমূর্ত্তি জীবের দুঃখজনক এবং সহৃদয় মনুষ্য মাত্রেরই কষ্টকর। সুতরাং উহার বিলয়ের সহিত প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মনুষ্যজাতির চিরসুখাবহ মঙ্গলের বিশেষ সম্পর্ক।

দেবতার বাহন।

হিন্দুশাস্ত্রের যে অংশে পৌরাণিক তত্ত্ববিবৃতি, তাহাতে প্রায় সকল দেবতারই এক একটি বাহনের কথা আছে। বস্তুতঃ, কোন প্রধান ও প্রসিদ্ধ দেবতাই বাহনশূন্য নহেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বপ্রথম দেবতাদিগের বাহন বর্ণনা করিয়াছেন, সেই দেব কবির কল্পনা শাস্ত্রার্থের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সর্ব্বাংশে পূজাযোগ্য হইলেও, সকল সময়ে মনুষ্যের ধূলিসঙ্কুল ক্ষুদ্র বুদ্ধির অধিগম্য হয় না।

ব্রহ্মার বাহন হংস। এ বেস কথা। ব্রহ্মা মানস সরোবরে ভাসিয়া ভাসিয়া চারি মুখে চারি বেদ গাইতেছেন এবং তাহার বাহনরূপী রাজহংসও কল কল মধুরনাদে সেই জলদগম্ভীর বেদধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া চারিদিক নিনাদিত করিতেছে। হংস শব্দের আর এক অর্থ আত্মা অথবা পরমাত্মা। সে অর্থের সহিত বেদনিহিত গভীর সত্যনিচয়ের কিরূপ নিগূঢ় সঙ্গতি তাহা আলোচনার বিষয়।

বিষ্ণুর বাহন গরুড। ইহাও সর্ব্বথা উপযুক্ত। বিষ্ণু যেমন দেবতার মধ্যে গরুড় তেমন বিহঙ্গের মধ্যে,—তেজঃপুঞ্জ হইয়াও দয়ায় পূর্ণ, দুষ্টনাশক শিষ্টপালক এবং লোকসর্প ও সর্পলোকের দর্পহারক। বিষ্ণুর জন্য গুণ গৌরব পূজ্য গরুড় না হইলে ত্রিভুবনে আর কে বাহনরূপে কল্পিত হইতে পারে? গরুড় শব্দের আর এক অর্থ বিষ নাশক। এই বিষ জ্বালাদগ্ধ বিশ্বসংসারে যে শক্তি জীবের পাপতাপহারিণী এবং দুঃখ দুষ্কৃতির বিষহারিণী, তাহাই গরুড় রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে কি না, তাহা পাঠক চিন্তা করিবেন।

বম্ ভোলানাথ মহাদেবের জন্য বৃষভ অপেক্ষা কোনরূপ উৎকৃষ্ট বাহনের কল্পনাই অসম্ভব। মহাদেব যেমন আশুতোষ, অক্রোধ অথবা

• ক্ষণক্রোধী এবং অল্পে তুষ্ট, তাঁহার বাহনটিও বড় বিষয়েই তদুপযোগী। বৃষ শব্দের আর এক অর্থ ধর্ম্ম। শব্দের এই নিগূঢ় অর্থ যখন কল্পনায় সমুদিত হয়, তখন ধর্ম্মারূঢ় বিশ্বেশ্বরের শ্রীপদারবিন্দে লুটাইয়া পড়িবার জন্ত কাহার প্রাণ না আকুল হইয়া উঠে?

নারদের বাহন ঢেঁকী। ইহা না হইলেই হয় না। যখন প্রৌঢ়কল্পা পুরকামিনীরা, পারিবারিক কথা অথবা প্রেমানুরাগের প্রবলতরঙ্গে পঞ্চমের উপর নবমে উঠিয়া, কোন্দলপ্রসঙ্গে হিন্দোল রাগের আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হন, অথবা পানের কথা কিংবা চূণের কথায় কর্ণার্জ্জুনের পালা গাইয়া লন, তখন ঢেঁকির সেই ঢকৃঢ ক ভিন্ন তাল থাকে আর কিসে? পবনের বাহন মৃগ, এবং মৃগের আর এক নাম বাতপ্রমী। যাঁহারা কালিদাসের চক্ষু লইয়া ব্যাধভীত কুরঙ্গের গতি দেখিয়াছেন,—এই আছে, এই নাই,—এই এখানে,—এই দূরতরদূরে—বনমৃগের সেই বায়ুগতিনিন্দিনী মায়াগতি যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা উহাকে পবনের বাহন বলিয়াই স্বীকার করিবেন। যমের বাহন মহিষ। মহিষের রুদ্রমূর্ত্তি যমের অন্যতম প্রতিমূর্ত্তি। যে কদাচিৎ কখনও আরক্তনেত্র উচ্ছৃঙ্খল মহিষের গল-ঘণ্টানিঃসৃত ঘনরব শুনিয়াছে, সে মৃত্যুর স্পর্শসুখে শীতল হইয়া না থাকিলেও মৃত্যুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছে।

কুবেরের বাহন পুষ্পরথ। ইহা ভাবসঙ্গত। কারণ, যেখানে কুবেরের ধন, সেই খানে সকল দিকেই পুষ্পবৃষ্টি, সকলই পুষ্পময়। মনুষ্যের দৃষ্টি সেখানে পুষ্পমধুনিঃস্যন্দিনী, ভাষা পুষ্পিত-শোভাশালিনী, এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির কঠোর মূর্ত্তিও পুষ্পরস-বিলাসিনী। সেখানে অন্ধের নাম পদ্মলোচন, কুষ্মাণ্ডের নাম কীর্ত্তিকল্পতরু, ধৃষ্টতার নাম ধর্ম্মবুদ্ধি, চক্ষুত্তার নাম দৃক্পাতশূন্য নির্ভীকতা, নিষ্ঠুরতার নাম ন্যায়পরতা, দুঃখের নাম দর্পবল্লভ এবং রাত্রির নাম দিন।

ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত এবং শক্তির বাহন সিংহ। উভয়েরই চিত্র-নৈপুণ্য পরিস্ফুট। কার্ত্তিকেয় বাহন ময়ূর,—রূপে গুণে দুইই দুই'এর অনুরূপ। ময়ূর যখন উহার মোহনপুচ্ছ বিস্তার করিয়া আনন্দ ও অভিমানে স্ফীত হয়, তখন উহার পৃষ্ঠে কার্ত্তিক বিনা আর কে বা আরোহণের যোগ্য হয়? আর কার্ত্তিক যখন সৌন্দর্যবোধ ছায়ায় সজীব শক্তি ধারণ করিয়া রূপে ও তেজে সমুজ্জল হন, তখন ময়ূর বিনা আর কে তাঁহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিতে সাহস পায়?

গণেশের বাহন ইঁদুর। ইহা আপাততঃ অতি বিসদৃশ হইলেও ইহার অতিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। গণেশ গণপতি * এবং গণপতি বলিয়াই সিদ্ধিদাতা।—সুতরাং ইঁদুর তাঁহার উপযুক্ত সহচর। কোথায় কোন্ গণপতি, ইঁদুরের দাঁতে পথ না খুলিয়া, নৈতিক সম্পদময় গন্তব্য স্বর্গীয় সোপানমালায় পদার্পণ করিতে পারিয়াছেন? এই জন্যই আগে ইঁদুর, তার পর সিদ্ধিদাতা। এই জন্যই যাহারা মনুষ্যের মধ্যে মূষিকজাতীয় —আকৃতি ও প্রকৃতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই মূষিক,—যাহাদিগকে দেখিলেই চক্ষু বিরক্ত হয়, যাহাদিগের আগমমাত্রেই শরীর ও মন ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে, তাহারা গণনায়ক কর্ম্মপুরুষদিগের নিত্যপার্শ্বচর ও প্রীতিভাজন।

এ সকল বেস বুঝিলাম। কেবল একটি কথা বুঝিতে পারিলাম না। যে মূর্ত্তিকে লোকে বৈকুণ্ঠ বিলাসিনীর পার্থিব প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করে, তাঁহার জন্য, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পশু পক্ষীর মধ্যে, সকল ছাড়িয়া একটা পেচক কেন বাহনরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, ইহা ভালরূপে আমাদিগের বুদ্ধিগম্য হইতেছে না। লক্ষ্মীর মূর্ত্তি মনুষ্যচিত্তিত সমস্ত দেবমূর্ত্তির মধ্যে মনোমোহিনী, মনঃপ্রাণসঞ্জীবনী,—আশা ও আনন্দের মধুময়ী বর্ষিণী। সেই মনোজ্ঞমূর্ত্তির পাদ-পীঠে একটা বিকটাকৃতি পেঁচা কেন? যাঁহার

* দিগ্বলয়কগণের ঈশ্বর অথবা The Leader of a Party.

পদরজঃস্পর্শে দেবতারা পুলকিত হন, দেবতুল্য ঋষিযোগীরা কৃতার্থতা অনুভব করেন,—সংসার সুখ-সম্পদের সামোদহাস্তে সন্ধ্যাকালীন কুসুমকাননের প্রফুল্লকান্তি ধারণ করে,—যাঁহার বাতাস লাগিলেই অবনী ধনধান্তে পরিপূর্ণা হয়, অরণ্য অপূর্ব্ব নগর হইয়া উঠে এবং ভস্মরূপে সোনা ফলে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-সমুজ্জল সুচিত্রিত প্রতিকৃতির পাদমূলে পেচকের মত একটা কুৎসিতকণ্ঠ কদর্য্য পক্ষীকে কে আনিয়া কি ভাবে বাহন রূপে চিত্র করিল?

প্রশ্ন হইলেই তাহার উত্তর হয়। এ প্রশ্নেরও অবশ্যই একটা উত্তর হইবে। কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্যদায়িনীর উপাসক বলিয়া সাধারণ লোক-সমাজে প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের বুদ্ধি একটুকু বিচিত্র,—কোন কোন স্থলে একটুকু বেসী। আমরা আমাদিগের চিত্তকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য অমলমতি জ্ঞানানন্দের উপদেশক্রমে একটা উত্তর ঠাউরাইয়া রাখিয়াছি। তাহা উল্লিখিত উপাসকদিগের মনঃপূত হইবে কি না' বলিতে পারি না। আমাদিগের এই মনে লয় যে, পেচক দিবান্ধীত* আলোক-সঙ্কুচিত ও অন্ধকারপ্রিয়, এবং এই সকল অদ্ভুত গুণেই উহা ধন-ধান্তবিলাসিনী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয় বাহন বলিয়া প্রকল্পিত। সংসারের মনুষ্য প্রকৃত তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া পৃথিবীর ধূলিময় ধন-সম্পদকেই লক্ষ্মীর প্রসাদ বলিয়া পূজা করে, এবং ইহাও প্রসিদ্ধ যে সাংসারিক ধন-সম্পদের গতায়াত প্রায়শঃ সকল স্থলেই অন্ধকারে। উহা নারিকেলে জলসঞ্চারের মত কখন আসে, তাহা কেহ দেখে না। দেখিবার নিমিত্ত অনেকে শয্যা ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কোজাগরী পূর্ণিমার সমস্ত রাত্রি জাগরিত রহে, তথাপি দেখিতে পায় না। কিন্তু যখন উঁহা ঐরূপ অলক্ষিত গতিতে একবার আসিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হয়, তখন সকলেই উঁহাকে দেখিতে

* অভিধানে দিবান্ধীত শব্দের দুই অর্থ লিখে—এক পেচক, আর চোর।

পায়, এবং দেখিয়া মধুলুব্ধ মক্ষিকার মত আসনের চতুষ্পার্শ্বে ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করে। যাহারা ব্রহ্মার বেদ, বিষ্ণুর পালনী প্রীতি, মহাদেবের আশুতোষ ভাব, পবনের দ্রুত গতি, কৃতান্তের সংহারিণী মূর্ত্তি, ইন্দ্রের বজ্র এবং শক্তির তেজোরাশি বিস্মৃত হইয়া শুধু সৌভাগ্য সম্পদেরই আরাধনা করে,—ধর্ম্ম থাক্ বা না থাক্, দয়া ব্যথিত হউক কিংবা বিনাশ পাউক এবং জ্ঞান, মান ও পৌরুষী প্রতিষ্ঠা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাউক, তথাপি সম্পদের সেবা করিব, ইহাই যাঁহাদিগের স্থির সংকল্প, তাহাদিগেরও গতায়াত অন্ধকারে। তাহারাও দিবাভীত, আলোক-সঙ্কুচিত ও অন্ধকার-প্রিয়। তাহারা কি দিয়া কি করে, কেহ তাহা বুঝে না; তৃণ হইতে তাহারা কেমন করিয়া তাল-তরুর মত বাড়িয়া উঠে, কেহ তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে ন্যায়ের জ্যোতিঃ, অথবা নীতির দীপ্তি, সেখানে তাহারা পেচকের মত। চক্ষু মেলিয়াও মেলে না, পাছে তাহাদিগের আরাধনা ব্যর্থ হয়। যেখানে কাতরের করুণ বিলাপ এবং শোকদুঃখ ও বিষাদবেদনার হৃদয়বিদারী পরিতাপ, সেখানেও তাহারা পেচকের মত। প্রাণান্তেও ফিরিয়া চাহে না, পাছে তাহাদিগের সাধনার ফল নষ্ট হইয়া যায়। পেচক ইহা-দিগেরই প্রকৃতি এবং হয় ত হইতে পারে যে, এই হেতুই পেচকে পার্থিব-সৌভাগ্যের অচলা প্রীতি।

পেচকের ইহা ছাড়াও একটি অপূর্ব্ব গুণ আছে। পেচকের মুখে আর কোন শব্দ নাই, একমাত্র শব্দ –'নিম্'। এই একই ধ্বনি বই পেচক আর কোন ধ্বনি শিখে নাই,—এই একই কথা বই পেচক আর কোন কথা কহে না। উহার সকল কথারই আদি কথা ও শেষ কথা – চিরতিক্ত 'নিম্'। যাহারা আলোকভয়ে ভীত হইয়া,—অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া,—শুধু অন্ধকারেই সম্পদের উপাসনা করে, তাহাদিগেরও সকল আশা, সকল ভরসা এবং সকল প্রকার উন্নতির শেষ পরিণাম

নিম্‌। তুমি অনাথ ও অসহায় শিশুর গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া নিয়া আপনার পর্ণকুটীরকে সকল সুখেব বিলাসযোগ্য প্রাসাদ বানাইয়াছ; ইহার পরিণাম নিম্‌। অথবা, তুমি শত সহস্র লোকের দুঃখসন্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে পাল উড়াইয়া তোমার বাহাদুরীর ডিঙ্গা বৈভবের বন্দরে আনিয়া বাঁধিয়াছ, তোমাব এ বৈভবের পরিণামও নিম্‌। যে তোমাকে অন্ধবৎ বিশ্বাস করিয়া, আপনার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অন্ধকারে তোমার নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিল, তুমি অন্ধকারে তাহাকে প্রতারণা করিয়া আজি কুসুমশয্যায় শয়ান হইয়াছ, তোমাব এ সুখের পরিণাম নিম্‌। অথবা, তুমি জোঁকের মত আশ্রয়লতার বক্ত শুষিয়া আপনি এইক্ষণ ফুলিযা অতি বড হইয়াছ, তোমার এই স্ফীতদেহের পরিণামও নিম্‌। তুমি সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য করিয়া সম্পদের স্বর্ণপর্য্যাঙ্কে আরোহণ করিয়াছ, তোমাব এই সম্পদের পবিণাম নিম্‌। অথবা, তুমি দ্বারস্থ দুঃখী ও ভিক্ষান্নপুষ্ট প্রতিবেশীদিগের আর্ত্তনাদে বধিব রহিয়া আপনি পারস-পলান্ন ও পঞ্চব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইতেছ, তোমার এই ভোগের পরিণামও নিম্‌। তুমি দুগ্ধপোষ্য বালকদিগকে দুর্ম্মন্ত্রণা ও কথার ছলনায নানাবিধ দুষ্কৃতিতে ডুবাইয়া আপনি তাহাদিগের নষ্ট ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্‌ হইয়াছ, তোমাব এই ঐশ্বর্য্যের পবিণাম নিম্‌। অথবা, তুমি কলঙ্কেব ডালি মাথায় বহিয়া কলঙ্কের মূল্যে প্রভুত্ব কিনিয়াছ, তোমার এ প্রভুত্বেব পরিণামও নিম্‌। তুমি বিচারেব নামে অবিচার অথবা বাণিজ্যের নামে বঞ্চনা করিয়া আজি দানব-দর্পে দৃপ্ত হইয়াছ; তোমার এই দর্পের পরিণাম নিম্‌। অথবা, তুমি সমৃদ্ধির সুশীতল স্পর্শসুখের জন্য মহত্ব ও মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কখনও শৃগাল এবং কখনও কুক্কুবের বৃত্তি অবলম্বন কবিয়াছ,—কখনও সর্পের মত ফণা তুলিয়াছ, কখনও হাড়গিলার মত গলা বাড়াইযাছ, যে তোমার গ্রাসে পড়িয়াছে, তাহারই অস্থিমাংস খাইয়াছ,—যে তোমার নিকটে

আসিয়াছে, তাহাকেই আগুনের জিহ্বায় পুড়িয়া ফেলিয়াছ, এবং যাহাকে নিদ্রিত দেখিয়াছ, দূরদর্শী শকুনির মত তাহারই উপরে গিয়া উড়িয়া পড়িয়াছ; তোমার এই সমস্ত আশা ও উদ্যমেরও শেষ পরিণাম নিম্। এই হাস্য ও রসোল্লাসের অবসান নিম্; এই অজস্রবাহিনী আমোদলহরীরও অন্তিমগতি নিম্। ঐ যে ঘটক, পাঠক, স্তাবক ও গুণগায়ক প্রভৃতি "নায়কপুরুষেরা' তোমার চারিদিকে বসিয়া, কি বা দিনে কি বা রাত্রিতে, তোমার দীর্ঘায়ত কর্ণে স্তুতির মধু ঢালিতেছে, ইহারও পরিণাম নিম্। আর ঐ যে, অসংখ্য অনুগ্রহ প্রার্থীর 'ভীত-ভীত' চক্ষু একবার চকোরের মত তোমার দিকে আকৃষ্ট এবং আর বার যেন কি ভাবে, অথবা যেন কি ভঙ্গে আধো সংকুচিত হইয়া তোমার হৃদয়কে সৌভাগ্যগর্ব্বে উৎফুল্ল করিতেছে, ইহারও পরিণাম নিম্। সম্পদের ছায়া-পালিত পেচক এই নিমিত্তই মনুষ্যকে নিম্ নিম্ বলিয়া সাবধান করে, এবং তত্ত্বদর্শিনী কল্পনাও, বোধ হয়, এই কথাই বুঝাইতে চাহে বলিয়া পেচককে এত আদর করে। কিন্তু মনুষ্য সাবধান হয় কৈ? রাবণের সোনার লঙ্কা এইরূপ শ্মশান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—কুরুপাণ্ডবের হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ, মোগলের ময়ূর-সিংহাসন, মহারাষ্ট্রীর দুরন্ত দণ্ড ও জয়বৈজয়ন্তী এবং সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর ও রাজবল্লভ প্রভৃতি খদ্যোতচয়ের বিহারভূমি শ্মশানানলে দগ্ধ হইয়া নিমে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য এ সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও জ্ঞান লাভ করে কৈ? হা সংসারের সুখসম্পদ্। যদি ইহাই তোমাদের পদারবিন্দ সেবার পরিণাম ফল,—তোমরা যেখানে গিয়া অধিষ্ঠান কর, সেস্থানই যদি কালে ফল ফুল ও তৃণ লতাদি পর্য্যন্ত লইয়া অঙ্গার হইয়া যায়,— তোমরা যাহার প্রতি বাহিরে করুণা দেখাও, তাঁহারই সর্ব্বনাশ দেখিতে যদি তোমাদের প্রীতি জন্মে, অথবা যাহাকে ভালবাসিয়া বাড়াও, তাহারই মাথায় বজ্রের আঘাত করিয়া যদি সুখী হও, তবে কেন মনুষ্য তোমাদের মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া তোমাদের জন্য একে আর ফলায়, একে আর ঘটায়,

-পতঙ্গের ন্যায় আগুনে ঝাঁপ দেয়, এবং কীট পতঙ্গ ও পশুপক্ষী যাহা করিতে লজ্জা পায়, কিংবা সন্ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত হয়, তাদৃশ নৃশংস কিংবা নীচ কার্য্য ও অম্লানবদনে ও আনন্দিতমনে সম্পাদন করে?

যাঁহারা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া জগতে পূজা পাইয়া থাকেন,—লোকে পুষ্প-চন্দনে ও পাদ্য অর্ঘ্যে পূজা না করিয়া, আলতা, আতর এবং আভরণাদি দ্বারা যাঁহাদিগের শাস্ত্রোক্ত পূজা কার্য্য সমাধান করে, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই অনেক সময়ে পেচকানুরক্ত ও পেচকারূঢ় দৃষ্ট হন। ইহাও কি সুখ-সম্পদবিলাস অনুসরণে? না আর কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অনন্ত-সাধারণ বিশেষ গুণের অলক্ষিত আকর্ষণে?

ব্যুৎপত্তিবাদ।

(নূতন অভিধান।)

ইদানীং এদেশে প্রতিদিনই এত নূতনগ্রন্থের প্রচার হইতেছে যে, কেহ গণিয়াও তাহাব শেষ করিতে পারে না। আমরা আগে নূতন বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত পডিতেও সময় পাইতাম। এইক্ষণ মুখপত্র অর্থাৎ মলাটে যাহা লেখা থাকে, তন্মাত্র পাঠই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, মুদ্রা-যন্ত্রের আব বিশ্রাম নাই। মুদ্রণ-শাসনী, ডামোক্লিসেব তববারিব ন্যায়, অতিসূক্ষ্মসূত্রে বিলম্বিত হইয়া মাথার উপবে ঝুলিতেছে. তথাপি মুদ্রণ-প্রক্রিয়া অথবা গ্রন্থোদ্গারের বিরাম নাই। বলিতে কি, বাঙ্গালাভাষা, স্তূপীকৃত গ্রন্থের ভারে "কনক-রজত কাংসপিত্তলাদিনির্ম্মিত-গুরুতব-ভারযুক্ত-বহুবিধ-ভূষণাক্রান্তা পথভ্রান্তা পদক্রমশ্রান্তা পবিশ্রমক্লান্তা" * তৈলিককান্তার ন্যায়, অথবা শূন্যকলস-পূর্ণা কুম্ভকারতরণীব ন্যায, নিয়ত দক্ষিণে ও বামে ঢুলিতেছেন; কোন্ সময়ে ভাঙিয়া পড়েন, কিংবা ডুবিয়া যান, তাহা অনুমানের দ্বারা অবধারণ করা কঠিন। এদেশে যত না লোক, ভরসা হইতেছে কালবশে গ্রন্থকারের সংখ্যা তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়িবে। কেন না, যাঁহারা লেখা পডা শিখিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থকার, যাঁহারা শিখিবেন বলিয়া উদ্যোগে আছেন, তাঁহারা গ্রন্থকার, এবং যাঁহারা কখনও কিছু শিখেন নাই, কখনও কিছু শিখিবেন না," অথবা শিক্ষার ঘ্রাণমাত্র

* যাঁহারা বাঙ্গারাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের বাঙ্গালা পড়িয়া পরিপাক করিতে পারিয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারা এইরূপ ঘনঘটায়মান দীর্ঘসমাসে ও ছলছলায়মান উচ্ছল অনুপ্রাসে কখনও দুঃখিত হইবেন না।

গ্রন্থণেও অধিকার' হইবেন না, তাঁহারাও * গ্রন্থকার। কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া কলম ধরিয়াছে। না তাহার ক্ষেত্রে শস্য ফলে, না তাহার কলমের কারুকরিতে দানশীল পাঠকের হৃদয় গলে। কিন্তু, তথাপি তাহার গ্রন্থরচনায় বিরতি নাই। দুধের শিশু, মায়ের কোল ছাড়িয়াই, মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত, গ্রন্থরচনারূপ মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত। যাহার কণ্ঠস্বরে বর্ণমালার একটি বর্ণও পরিস্ফুট উচ্চারিত হয় না, এবং যাহার স্কন্ধদেশ এখনও ভারবহনের সাক্ষ্য দান করে, সে-ও 'বেওয়ারিশী বাঙ্গালাভাষার' বর্ত্তমান বিড়ম্বনায় সময়ে দুখানি গ্রন্থ লিখিয়া দেশে বিখ্যাত হইবার জন্য লালায়িত। ফলতঃ, বঙ্গে ইদানীং গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়েরই সংখ্যা গণনার অতীত। কিন্তু ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয় যে, গ্রন্থব্যবসায়ের এইরূপ বাহুল্যসত্ত্বেও, কোন মহাত্মাই একখানি ভাল অভিধান প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থরচনার সুগমতা সাধন করিতেছেন না। দিন দিন নানাবিধ নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে, পুরাতন শব্দ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, নানা ভাষার শব্দনিবহ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতেছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট একখানি অভিধানের অভাবে শিক্ষার্থিদিগের ব্যুৎপত্তিলাভ ও ভাবপরিগ্রহ হইতেছে না।

আমরা এই অভাবটি দূর করিবার অভিলাষে, আমাদিগের অভিন্ন-হৃদয়সুহৃৎ অদ্বিতীয়শাব্দিক (!) শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ সরস্বতীকে বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি, শুধু অনুরোধরক্ষার্থ, ব্যুৎপত্তিবাদ নামক একখানি অভিনব অভিধান সংকলন করিয়া, সাহিত্য-সমাজের দৃষ্টির জন্য আমাদিগের নিকট তাহার কিয়দংশ নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি উহা হইতে কএকটি শব্দ, অর্থ ও

* আমরা এস্থলে গ্রন্থকর্ত্রীদিগের উল্লেখ করি নাই, কারণ, দুর্মুখেরা এইরূপ বলিয়া থাকে যে, অল্প কএকটি বিনা তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই অংশতঃ কিংবা অভেদসম্বন্ধে 'গ্রন্থকার'।

তাৎপর্য্যবিবৃতির সহিত, নিম্নে প্রকাশিত হইল। যদি বঙ্গভাষানুরাগী বিজ্ঞপাঠকবর্গের ভাল বোধ হয়, তাহা হ'লে আমরা সরস্বতী মহাশয়কে সমস্ত অভিধানখানিই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে বলিব।

অভিধানের আদর্শ।

নাটক।—নট নর্ত্তনে, হিংসায়াঞ্চ। প্রেরণে ণিচ্। নাটয়তি—চিত্তং ভ্রাময়তি; - বৃদ্ধান্, তরুণান্, বালকাংশ্চ প্রমত্তবৎ নর্ত্তয়তি;—যদ্বা পঠনপাঠনাদিকং ছাত্রধর্ম্মং, লজ্জানম্রতাদিকং কৌমারগুণং, পূতাচারপ্রমুখং শূয়সেব্যসম্ভাবসমূহঞ্চ হিনস্তীতি নাটকং। হিংসার্থে চৌরাদিকোঽয়ং ধাতুঃ।

তাৎপর্য্য—যাহাতে চিত্তকে নাটিত করে অর্থাৎ ঘুরায়; বৃদ্ধ, যুবা ও বালককে পাগলের মত নাচায়;—অথবা, পঠনপাঠনাদি ছাত্রধর্ম্ম, লজ্জা ও নম্রতাদি কৌমার গুণ, এবং পবিত্র আচার প্রভৃতি সজ্জনসেবনীয় সম্ভাবসমূহকে হনন করে, তাহার নাম নাটক। ইহা হিংসার্থে চৌরাদিগণীয়।

এই ধাতু হইতে সংস্কৃত নট, নটী এবং বাঙ্গালা নাটাই, নটুয়া ও নাটিম প্রভৃতি বহু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর বলেন, ইংরেজী নট ও নটী * শব্দও এই ধাতুজাত। আধুনিকেরা বলেন, নাটক শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে। ইহা এইরূপকার বাঙ্গালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ না টক, না মিষ্ট। সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত কতকগুলি নাটক এই সংজ্ঞার বিষয় নহে। বাঙ্গালার প্রায় সকল নাটকই 'না—টক' অর্থাৎ এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু পাঁচির মার কোন্দলের কথা অবধি পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন, পটোলের বাণিজ্য, পাচড়ার চিকিৎসা ও পাদুকা

* Naught *i,e* 'bad, worthless, of no value or account'—Naughty *i, e.* corrupt.

বিক্রয়ের কথা পর্য্যন্ত, যে কোন বিষয় যে কোনরূপ কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হউক, তাহাই বাঙ্গালায় নাটক বলিয়া গৃহীত ও পঠিত এবং স্থান বিশেষে অভিনীত হইয়া থাকে, এবং তাহাতে যদি রাজার কথা, রাণীর কথা, অশ্বারোহী সৈনিকের কথা এবং প্রণয়ের কথা থাকে, তাহা হইলে সেই 'নাটক' অভিজ্ঞান-শকুন্তলকেও আঁধারে ফেলে।*

বক্তা—বক অপভাষণে প্রলাপকথনে চ। কর্ত্তা অর্থে তৃচ্ প্রত্যয়।

যাঁহারা সভাস্থলে বক্তৃতা করেন, তাঁহারাই মানব-সমাজে সাধারণতঃ বক্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু, মনুষ্যজাতির ভাব-বিহ্বল প্রাণ যাঁহাদিগকে প্রকৃত বক্তা বলিয়া পূজা করিয়াছে, তাঁহারা আর এক শ্রেণীর লোক। তাঁহারা জগতের নায়ক—প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক—মানব-জগতের পরিচালক। তাঁহারা কিয়দংশে দার্শনিক, কিয়দংশে কবি,—ভাবুক ও ভাবের স্রষ্টা, এবং সরল, তরল, কঠোর ও কোমল এবং গভীর ও মধুর প্রভৃতি সকল প্রকার ভাষার স্বভাবসিদ্ধ অধিপতি ও আশ্রয়-পোষ্টা। তাঁহাদিগের অধরনিঃসৃত কথা, অত্যুৎকৃষ্ট কবিতার ন্যায়, নবরস-রুচিরা এবং সর্ব্বপ্রকার রস-নিঃস্যন্দিনী। উহা কখনও, আগ্নেয়-গিরির দ্রবীভূত বহ্নিধারার ন্যায়, চমকে চমকে নিঃসৃত

* দীনবন্ধু অমৃতলাল আর গিরিশচন্দ্র, নাটক নামে, কতকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই স্তূপীকৃত গ্রন্থনিবহের মধ্যে কোন্‌খানি প্রকৃত 'নাটক' আর কোন্ খানি বা 'না টক,' তাহার বিচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু, 'চিত্তং দ্রাবয়তি' এই অর্থের উপর নির্ভর করিলে, এই তিনের কোন কোন পুস্তক বোধ হয় নাটক নামে অভিহিত হইতে পারে। কারণ, ইঁহাদিগের কোন কোন পুস্তক পড়িবার সময়ে চিত্ত সত্য সত্যই একটুকু বিভ্রান্ত হয়—পাঠকের একটুকু আত্মবিস্মৃতি জন্মে—প্রাণটা শিহরিয়া উঠে—হৃদয় কেমন-জানি একটা ভাবে উদ্বেল হয়, এবং নয়নে আপনা হইতে অশ্রু ঝরে। তবে, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল, ভবভূতির উত্তরচরিত এবং সেক্সপীয়রের হ্যাম্‌লেট কিংবা ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতি গ্রন্থ যে অর্থে 'নাটক', সে অর্থে ইঁহাদের "নাটক" লিখিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কারণ আছে।

হইয়া, সমাজবিশেষের সমবেত হৃদয়কে প্রজ্বালিত করিয়া তোলে, কখনও বা বীণা, এস্রাজ অথবা ত্রিতন্ত্রীর মৃদু-মৃদুল মধুর নিক্কনের ন্যায়, কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করে। এই জন্যই, তাঁহারা হাসিলে মানুষ হাসে, কাঁদিলে মানুষ কাঁদে, এবং তাঁহাদিগের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, কখনও ভক্তির উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়,— কখনও বীভৎসের চরমে নামিয়া ঘৃণায় জর্জ্জরিত রহে। তাই, মনুষ্য তাঁহাদিগকে কর্ত্তা বলিয়া পূজা করে, এবং তাঁহাদিগের হাতে, নিজ নিজ হৃদয়, মন ও প্রাণ উৎসর্গের ভাবে তুলিয়া দিয়া, আপনার অস্তিত্ব পর্যান্ত পুঁছিয়া ফেলিতে ভালবাসে।

বোনাপার্টি যখন সমরক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে সম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার সেই জগদ্বিশ্রুত বৈদ্যুতিক ভাষায়, অল্পাক্ষরা বক্তৃতা করিতেন, তখন তাঁহার সেনাসমুদ্র, বায়ুবিলোড়িত মহাসমুদ্রের ন্যায় উথলিয়া উঠিত, এবং যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে যে অতি দুর্ব্বল অতি ভীরু, সে-ও প্রাণে কেমন একটা অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব অনুভব করিয়া, সিংহের মত গর্জ্জন করিত, এবং সম্মুখীন শত্রুর উপর সিংহের পরাক্রমে আপতিত হইয়া, বিজয়-পতাকা কাড়িয়া আনিত। ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্টের প্রসিদ্ধ সভ্য, সুপ্রসিদ্ধ বক্তা (Fox) ফক্স্ বোনাপার্টির বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি বোনাপার্টিকে পৃথিবীর একজন অসামান্য বাগ্মী বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। বাগ্মিকুল-তিলক বার্ক (Burke) এবং শেরিডন (Shcriden) যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অত্যাচার-রাশি বর্ণনা করিয়া হাউস অব্ লর্ডে বক্তৃতা করেন, তখন কত সুশিক্ষিত, সুধীর বুদ্ধি, কঠোরচিত্ত কর্ম্মপুরুষ, রমণীর মত, কান্দিয়া আকুল হইয়াছেন, এবং কত সুশিক্ষিতা রমণী অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, ইতিহাসে তাহার বর্ণনা আছে। বীচার্ ষ্টো (Beecher Stowe) আমেরিক ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে বক্তা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু, তিনি যখন ইংলণ্ডে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম গ্ল্যাড্ষ্টোনের বক্তৃতা শ্রবণ করেন, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে

বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজী ভাষায় এত মধু আছে, এবং উহা সঙ্গীতের মাধুরী হইতেও অধিকতর মধুরা, ইহা তিনি আগে জানিতেন না। গ্ল্যাডষ্টোনের প্রিয়তম সুহৃৎ জন ব্রাইটের বক্তৃতা শুনিয়া রাজনৈতিক বিপক্ষ, আপনার পুরাতন মত ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার স্বপক্ষ হইয়াছে, এবং বিষ-সর্পের ভাবাপন্ন বৈরীও বন্ধুর ন্যায় গাঢ় আলিঙ্গনে তাহার চিত্ত তর্পণ করিয়াছে। আমেরিকার অদ্বিতীয় বক্তা ওয়েণ্ডেল ফিলিপ্ (Wandel Philip) যে দিন তাঁহার নবোদ্গত যৌবনে, দাসত্ব প্রথার প্রতিকূলে এবং "ভয়ঙ্কর" বাগ্মী ডেনিয়েল ওয়েবষ্টারের (Daniel Webster) বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম বক্তৃতা করেন, তখন সে দেশের ধর্ম্মপুরুষ ও পীবক্তা মহামতি চ্যানিং চরম বার্দ্ধক্যে অবসন্ন হইয়াও, সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে নবযুবার বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দগদ্গদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের মহীয়সী শক্তি মনুষ্যের কণ্ঠে এমন বিচিত্রভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, ইহা তিনি কখনও কল্পনাও করেন নাই। আমাদিগের এদেশে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও পৃথিবীতে বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সে বিচিত্র বক্তৃতায়, অতি ক্রূরকর্ম্মা পাপিষ্ঠের পাষাণ-কঠিন নিরাশ প্রাণেও ঈশ্বরের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, এবং অবিশ্বাসী, আপনার অন্ধকার হৃদয়ে, বিশ্বাসের আলোক দর্শন করিয়া ভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছে।

হায়! বীণাপাণির প্রাণ-সর্ব্বস্ব পাণিনীয় বচ ধাতুর সেই আলোক-সাধারণ প্রসাদ-পুষ্ট "বক্তা" আজি অপভাষণার্থক বক ধাতুর বিষয়ীভূত হইয়াছে; এবং যাহাদিগের বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, এবং হৃদয়ে কবিত্ব ও উদ্দীপনার অন্তঃসঞ্চার দূরে থাকুক, কোন একটা সামান্য ভাবেরও প্রবেশ-সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ "লম্বশাট-পটাবৃত" বিলম্বিতশ্রুতিভূষণেরাও ইদানীং বক্তা বলিয়া আদর পাইতেছে।

বকাবকি, বকুয়া, বকনি প্রভৃতি বহু শব্দ 'বক' এই ধাতুমূলক নহে কি? অন্ত্য ককারের স্থানে খকার আদেশ করিলে, বখা ও বখাটিয়া প্রভৃতি শব্দও বোধ হয় এই ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হয়। শব্দদীধিতিকার বলেন, বহ সহ এই দুই ধাতুর অকার স্থানে ওকার আদেশ করিয়া যেমন বোঢ়া ও সোঢ়া এই দুই পদ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বক ধাতুর অকারস্থানে ওকার করিয়া বোকা হয়। কেন না, যাঁহারা বক্তৃতার নামে বাহুদ্বয়ের আস্ফালন মাত্র প্রদর্শন করেন,—মুখে 'যাহা কিছু' আইসে, তাহাই কোনরূপ একটা বিকটস্বরে বলিয়া যেলেন; এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাহিত্য, ইতিহাস ও ন্যায়বিজ্ঞানাদি সকল শাস্ত্রেরই মুণ্ড চর্ব্বণ করিয়া আপনার ভাবে আপনি হাবুডুবু খান, তাঁহাদিগকে অনেকেই বোকা বলিয়া ভালবাসে। কোন কোন প্রাচীন বৈয়াকরণের মতে বর্করাদি কতিপয় শব্দও এই ধাতু হইতে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শিষ্ট প্রয়োগবিরহে ইহা স্বীকার করা যায় না।

স্ত্রী — স্তু স্তবনে, কর্ম্মণি ড্রট্। টিত্বাদীপ্। অর্থ,—স্তবনীয়া।—গুরু, জ্ঞানদাতা কিংবা ইষ্টদেবতার ন্যায় সতত ভক্তির ভাবে পূজনীয়া।

শব্দটির এই অর্থ নিবন্ধনই অধুনাতন মহানুভবগণ, জীবনের আশা উদ্যম, হর্ষ বিষাদ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ধ্যান জ্ঞান, এবং লেখা পড়া প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই স্ত্রীর নবনীতনিন্দি পদারবিন্দে কুসুমাঞ্জলির ন্যায় সমর্পণ করিয়া, নিয়ত দাসের ন্যায় তাঁহার সেবা করেন, গৃহপোষ্য মেষের ন্যায় তাঁহার মুখপ্রেক্ষী হইয়া রহেন, অথবা তদ্গতচিত্ত সাধকের ন্যায় তদীয় স্মিতাধরশোভি সুধ-মধুর মৃদুহাস্যকেই জীবনসর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া তাঁহার স্তুতিপাঠই জীবনের ব্রত করিয়া লন। এই স্তুতি কোথাও গীত, কোথাও প্রেমবদ্ধ প্রলাপ, এবং ইউরোপখণ্ডে কোন কোন দেশে ও প্রদেশে স্তবনীয়ার বাতায়নদ্বারে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্কেতে আলাপ।*

* Serenade,—music performed by a gentleman under a lady's window at night.

কুলাচারপরায়ণ তান্ত্রিকেরা এবং প্রত্যক্ষবাদপ্রচারক অগস্ত্য কোম্‌ত প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা যে স্ত্রীর উপাসনাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারও ইহাই নিদান, — অপিচ বর্ত্তমান সময়ের অনেক বিচক্ষণ লেখক, যুগধর্ম্মের উপদেশ দিবার নিমিত্ত, পুস্তকের আরম্ভে, যেন পরিহাসচ্ছলে, সর্ব্বাগ্রে যে স্ত্রীর বন্দনা লিখিয়া থাকেন, বোধ হয়, স্ত্রী শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থপ্রতীতিই তাহার মূল।

বিতর্ক।—পাণিনির অন্যতম প্রধানশিষ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমান্ উজ্জ্বল দত্ত তদ্বিরচিত উণাদিবৃত্তি নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ গ্রন্থে স্ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধনে অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত প্রণালী শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত কি না, এস্থলে তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। তিনি শাকটায়নের উণাদিসূত্র হইতে সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বৃত্তিদ্বারা তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—

স্ত্যায়তে র্ড্রট্। ১৬৫।

স্ত্যৈ শব্দ-সঙ্ঘাতয়োঃ। অস্মাৎ ড্রট্। ডিত্বাৎ টিলোপঃ, টিত্বাৎ ঙীপ্।—স্ত্রী।

উজ্জ্বল দত্তের মতে স্ত্যৈ ধাতুর দুইটি অর্থ। এক অর্থ শব্দ, আর এক অর্থ সঙ্ঘাত। বাঙ্গালা পাঠকের মধ্যে অনেকেই হয় ত সঙ্ঘাত শব্দের শ্রুতি মাত্র, কোনরূপ সাঙ্ঘাতিক ভাবের কল্পনা করিয়া, ভয়ে জড় সড় হইতে পারেন। কিন্তু সঙ্ঘাত শব্দেরও এ স্থলে দুইটি বিশেষ অর্থ আছে, এবং সেই উভয় অর্থই হৃদয়িদিগের হৃদয়হারী। সঙ্ঘাত শব্দের এক অর্থ শ্লোক রচনা করা, আর এক অর্থ শ্লোকের বিষয়ীভূত হওয়া। বৈয়াকরণদিগের অগ্রগণ্য ভারতবিখ্যাত ভট্টোজিদীক্ষিতও স্বপ্রণীতসিদ্ধান্তকৌমুদী নামক পুস্তকে এই অর্থই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। *

* শ্লোক সঙ্ঘাতে। সঙ্ঘাতো গ্রন্থঃ। সচেহ গ্রথ্যমানস্ত ব্যাপারো গ্রন্থিতুর্ব্বা। আদ্যে অকর্ম্মকো দ্বিতীয়ে সকর্ম্মকঃ। ইতি তত্ত্ববোধিনী-টীকালঙ্কৃত-সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্।

সুতরাং এই সারোদ্ধার হইতেছে যে, যিনি একটুকু বেসী শব্দ করিতে পারেন, অর্থাৎ যাঁহার জিহ্বা আর দশজনের জিহ্বা হইতে একটুকু বেসী চলে, তিনিই শাস্ত্রার্থসম্মতা সুলক্ষণাক্রান্তা স্ত্রী। অথবা, যিনি অন্যদীয় শব্দ কিংবা শ্লোকের বিষয়ীভূত হইয়া সংসারে প্রকীর্ত্তিত হন, ব্যাকরণের বিধানমতে তিনিও স্ত্রী।

এই শেষোক্ত অর্থের সহিত ব্যুৎপত্তিবাদের বিবাদ নাই। ব্যুৎপত্তিবাদ যাঁহাকে স্তবনীয়া বলিয়া সম্মান করিয়াছে, তিনিই উজ্জ্বল দত্তের গ্রন্থে এবং সিদ্ধান্তকৌমুদীতে শ্লোকের বিষয়ীভূত বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। অতএব হোমারের হেলেনা, ব্যাসের দ্রৌপদী, কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী, ইঁহারা সকলেই উৎকৃষ্টলক্ষণযুক্তা স্ত্রী, আর যাঁহারা এইরূপে লক্ষ শ্লোকে কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য নহেন,— যাঁহাদিগের বেণীবন্ধন অথবা বেণীমোচনের কথা লইয়া বেণীসংহার নাটক হয় না,— যাঁহাদিগের আঙুলের একটি আভরণের প্রসঙ্গে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের মত অলৌকিক পদার্থ কবিকল্পনার চরম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া মনুষ্য-হৃদয়কে বিস্ময়রসে আপ্লুত করে না, তাঁহারাও কোন না কোন কমনীয় গুণে কোন না কোন মনুষ্যের স্তুতির বিষয়ীভূত হইতে পারিলে, অবশ্যই—স্ত্রী। আমরা এই জন্যই বলিয়াছি যে, ব্যুৎপত্তিবাদের সহিত পুরাতন ব্যাকরণের এ অংশে অনৈক্য নাই। অপিতু, যাঁহাদিগকে জীব-জগতে কেহই স্তুতি করিল না, অথচ যাঁহাদিগের রুক্ষ মূর্ত্তি, তিক্ত

সম্ভাত শব্দের দ্বিতীয় অর্থানুসারে অর্থাৎ গ্রন্থরচনা কিংবা শ্লোকরচনা অর্থে, গ্রন্থকর্ত্রীরাও গণনীয়া স্ত্রী। কিন্তু, অন্যে যাঁহাদিগের গুণ গান করে, তাঁহারা বড়, না যাঁহারা আপনার গুণ আপনারা গাইয়া থাকেন, তাঁহারাই বড়, ইহা বিচার্য্য। গ্রন্থপ্রণয়ন অথবা শ্লোকরচনাও যে স্ত্রীত্বের একটি লক্ষণ, তাহা যথার্থে থাকিলেও প্রাচীনকালের বৈয়াকরণদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হওয়া অনুমিত হয় না।

দৃষ্টি এবং তত্তোধিক-তিক্ত মুখের কথা মনুষ্যকে হাড়ে মাংসে পোড়াইয়া দগ্ধ করিল, তাঁহারা অন্যান্য লক্ষণে অবলা হইলেও ব্যাকরণ অনুসারে স্ত্রীপদ-বাচ্যা কি না, তাহা ঘোরতর সংশয়ের বিষয়।

ব্যুৎপত্তিবাদের বিবাদ উজ্জ্বল দত্তের প্রথম অর্থ লইয়া। ফলতঃ, শব্দ করাই যদি স্ত্রীত্ব-লক্ষণা বৃত্তি হয়, তাহা হইলে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি উভয় দোষেই উপেক্ষার বিষয়ীভূত হয়, এবং কথাটা যার-পর-নাই শ্রুতিকটু ও প্রকৃততত্ত্বের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই সংসারের ঢাক ঢোল, ভেরী তূরী, খোল ও মৃদঙ্গ এবং বীণা, বেণু, সারঙ্গ, শরদ, সারিন্দা ও রবাব প্রভৃতি কত বস্তুই ত শব্দগুণে সুপরিচিত। কিন্তু এই সকল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বৈয়াকরণেরা কি হেতু শুধু কুলস্ত্রীতেই শব্দধর্ম্মের আরোপণ করিলেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। আকাশের বজ্র যেরূপ লোক-ভয়ঙ্কর কড়-মড় শব্দে জীব-জন্তুকে চমকিত করিতে পারে, পৃথিবীর কয়টি স্ত্রীলোক তদনুরূপ শব্দ করিতে সমর্থ? তথাপি শুধু স্ত্রীই শব্দকারিণী বলিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রে সূত্রবদ্ধ হইলেন কেন? জড়-জগতে যেমন বিবিধ বাদ্য যন্ত্র ও বজ্রাদি বিকট পদার্থ, জীব-জগতেও সেইরূপ কাক, কোকিল, ভেক এবং ভ্রমর প্রভৃতি জীবনিচয়। ইহারাও সংসারে শুধু শব্দগুণেই সুবিখ্যাত। কেন না, কবিরা ইহাদিগের কথা লইয়া কখনও বিলাপ করিয়াছেন, কখনও অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন, এবং প্রাকৃতবিজ্ঞানের সমালোচকেরাও ইহাদিগের খবর লইয়াছেন। যদি উজ্জ্বলদত্তের লক্ষণের উপরই নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব?

পক্ষান্তরে, অবলার মধ্যে যাঁহারা মৃদুহাসিনী, মৃদুভাষিণী,—যাঁহারা ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার মত স্বপ্নবিলাসিনী, যাঁহাদিগের মনের কথা মনেই থাকে, কখনও কোন কারণে মুখে ফোটে না,—যাঁহারা কিবা মানে, কিবা প্রীতি, স্নেহ ও মমতার বিবিধ দানে, কিবা কলহে, কিবা বিরহে অত্যধিক

শব্দ করিয়া সুষুপ্ত ব্যক্তিদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে ভালবাসেন না ; — যাঁহারা কবিকল্পনায় গজেন্দ্রগামিনী বলিয়া কল্পিত হইলেও ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দচলনা, এবং যাঁহারা কেয়ূর, বলয়, কিঙ্কিণি, কঙ্কণাদি বিবিধ মুখর ভূষণে বিভূষিতা হইলেও, পুষ্পস্তবকাবনম্রা প্রফুল্লব্রততীর ন্যায় ঝনৎকারহীনা, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া স্ত্রীত্বনির্দ্দেশের বাহিরে রাখিব? তাঁহারা শব্দ একটুকু কম করেন এবং কোলাহলের হুলহুলায় ও কলকলায় বড ভয় পাইয়া থাকেন, শুধু এই অপরাধেই কি তাঁহারা স্ত্রীজাতির মধ্যে অগ্রগণ্যার আসন পাইতে অযোগ্যা হইবেন? এইরূপ ছায়াময়ী ললনা আধুনিক ব্যুৎপত্তিবাদেরই কল্পনা নহে। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতেও ইঁহাদিগের বহুবিধ বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তথাহি সাহিত্যদর্পণে, —

* * *

"নোদ্দামং হসতি ক্ষণাৎ কলয়তে হ্রীযন্ত্রণাং কামপি। কিঞ্চিদ্ভাবগভীর-বক্রিম-লব-স্পৃষ্টং মনাগ্ ভাষতে।"

অর্থাৎ তাঁহার পুষ্পিত হাসি কখনও শব্দে পর্য্যবসিত হয় না। তিনি সকল সময়েই লজ্জায় একবারে জড়সড় থাকেন। তিনি কখনও অধিক কথা বলেন না। যদি কখনও কিছু বলেন, তাহা অল্পাক্ষরগ্রথিত, মৃদুশব্দিত, গভীরভাবযুক্ত এবং সুমধুরশ্লেষ-কণিকাসিক্ত।

অতএব এইক্ষণ এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, উজ্জ্বল দত্তের উদ্ধৃত সূত্র এবং তদীয় বৃত্তি অসত্য, অমূলক এবং উপেক্ষার যোগ্য। কারণ, যদি এইরূপ মৃদুমধুর অব্যক্ত গুঞ্জনকেও ব্যাকরণের অনুরোধে কাক ও ভেকের শ্রুতিপীড়ক ধ্বনির মত, 'শব্দ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞাশাস্ত্রের আর সম্মান থাকে না।

ডাক্তর্—ডক ছেদনে, ভেদনে, কৃন্তনে, বিলুণ্ঠনে চ। তরণ্ প্রত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধায় অকার স্থানে আকার।

ডাক, ডাকাডাকি, ডাকাতি, ডাকাবুকা, ডাকিনী প্রভৃতি শব্দও ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যোগে এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ডাক্তরি, ডাকাতি ও ডাকিনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের ভিন্ন ভিন্ন শব্দকে একই ধাতু হইতে উৎপন্ন দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু ব্যাকরণ-শাস্ত্র কাহারও মুখপ্রেক্ষী নহে। বিশেষতঃ, যাঁহারা জানেন যে, Passion ও Patience এই দুইটি শব্দও এক ধাতুমূলক, এবং পাণ্ডিত্যবাচী 'পণ্ডা' শব্দ ও নিস্বলবাচী 'পণ্ড' শব্দও একই পণ্ড ধাতুর বিভিন্ন পদ, তাঁহারা ইহাতে কখনও বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না।

* সভ্য।—সভ সৌখ্যে,—শ্লাঘায়াং—সংবরণে,—সজ্বর্ষে চ। কর্ত্তরি যৎ। *

সভ ধাতুর চারিটি অর্থ। সৌখ্য, শ্লাঘা, সংবরণ ও সজ্বর্ষ। সৌখ্য শব্দের প্রচলিত অর্থ সুখ, এখানকার অর্থ সুখ ও স্বার্থের অনুসরণ। শ্লাঘার অর্থ আত্মগৌরব খ্যাপন। সংবরণের অর্থ আত্মগোপন এবং সজ্ব-র্ষের অর্থ পরাভিভব-বাসনা অর্থাৎ পর-পীড়ন ও পরের উচ্ছেদ-সাধন দ্বারা আত্মপ্রভুত্বস্থাপন। এই চারিটি অর্থেরই অভ্যন্তরে উপাস্য বিগ্রহ—'অহম্'। সুতরাং যিনি সভ্য, তিনি স্বভাব ও শিক্ষার প্রভাবে সকল সময়েই আত্ম-সুখপরায়ণ, আত্মম্ভরী, আত্মগুণাভিমানী, আত্মগৌরব-খ্যাপক, আপনাতে আপনি সংবৃত এবং আপনার অক্ষুণ্ণ আধিপত্য লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুন্দর ও কুৎসিত, সূক্ষ্ম ও স্থূল এবং দ্রব ও ঘন প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ আত্মসাৎ করিতে পারিলেও, তাহার আত্মার তৃপ্তি হইতে পারে না। যাহারা অসভ্য, তাহারা কখনও সুখ ও স্বার্থের অনুসরণ করে না, এমন নহে। সুখ-স্বার্থের অনুসরণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কীট ও পতঙ্গ

* সৌখ্যমিহ সুখ-স্বার্থান্বেষণং—সংবরণমাত্মগোপনং,—'সংঘর্ষঃ পরাভিভবেচ্ছা,—স্বাত্মর্থেনোপসংগ্রহাদকর্ম্মকঃ।"

হইতে আরম্ভ করিয়া কুলাচলবাসী ধ্যানরত ঋষি পর্য্যন্ত সকলেরই জীবন সুখ ও স্বার্থের অনুসরণে। কারণ, মনুষ্য যখন ফুলের হাসি, ফলিত তরুর বিনম্র কান্তি অথবা ফুল্লচন্দ্রমার জ্যোৎস্নারাশি দর্শনের জন্ত উৎসুক হয়, তখনও সে সুখ স্বার্থের অনুসরণ করে; এবং যখন সে পরার্থী প্রীতির প্রবল তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া, পরের জন্ত আপনার প্রাণটা ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার প্রাণে পরকীয় সুখেই এক অনির্ব্বচনীয় গভীর সুখানুভূতি হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ-স্বার্থের অনুসরণ জীবের অপরিহার্য্য। সভ্যতার সহিত সুখ-স্বার্থের বিশেষ সম্বন্ধ এই যে, যিনি সভ্য তিনি পরের সুখ ও পরের স্বার্থ চিন্তা করিবার জন্ত কখনও সময় পান না। তিনি সভ্যতার সূক্ষ্ম-সূত্রিত সহস্র নিয়মে সকল অবস্থাতেই এরূপ জড়িত রহিতে বাধ্য হন যে, আপনার বিনা পরের ভাবনা ভাবিতে কখনও তাহার সুযোগ ঘটে না।

সভ্যতার দ্বিতীয় লক্ষণ শ্লাঘা অথবা স্বগুণ-কীর্ত্তন। যিনি সভ্য, তিনি অবশ্যই আপনার গুণ আপনি কীর্ত্তন করিবেন। ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও, তাঁহার পক্ষে দূষ্য নহে। কেন না, তিনি সভ্য। তাঁহার বাম হস্ত দানার্থ কিছু স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সংবাদপত্রের শত সহস্র জিহ্বাযোগে সংসারে তাহা বিঘোষিত করিবে। তিনি অতি নিভৃত স্থলে বসিয়া নিরাকার তত্ত্বের ধ্যান করিলে, সেই ধ্যানের কথা, ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই, নানাবিধ বিজ্ঞাপনের ঢক্কায়, নিখিল জগতে নিনাদিত হইবে। পরন্ত, তাঁহার হৃদয়ে পরোপকার বিষয়ে যে সকল অস্ফুট প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি স্ফুটনোন্মুখ হওয়ার পূর্ব্বেই, সংসারে শত প্রকারে তৎসমূহের সমালোচনা হইতে রহিবে, এবং সাংসারিক অসজ্জোরা কেন কৃতজ্ঞতার বোঝা মাথায় বহিয়া তাঁহার দ্বারে

আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, তদর্থ তাঁহার আশ্রিত জনেরা বিলাপের গীত গাইবে। ইহারই নাম সভ্যতার নিত্যসঙ্গিনী শ্লাঘা। সুসভ্য ব্যক্তিরা যে বিষয়ে যে কোন কথা কহিবেন, তাহাই তথাবিধ শ্লাঘায় পরিপূর্ণ থাকা সর্ব্বতোভাবেই আবশ্যক।

ধাত্বর্থের ক্রমানুসারে সভ্যতার তৃতীয় লক্ষণ সংবরণ অথবা আত্ম-গোপন। অর্থাৎ যিনি সভ্য, তিনি 'হাঁ' বলিলে তাহার অর্থ—'না' এবং তিনি 'না' বলিলে তাহার অর্থ 'হাঁ'; তিনি পূর্ব্ব বলিলে তাহার অর্থ পশ্চিম, তিনি পশ্চিম বলিলে তাহার অর্থ পূর্ব্ব। তিনি এই হেতু, হৃদয়ের আগ্নেয়গিরি মৃদুহাসির মোহন আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়া, পরমশত্রুকেও প্রিয়মুখে সম্ভাষণ করিবেন,—যেখানে ঘৃণা, সেখানে প্রীতি দেখাইবেন,—যেখানে বিদ্বেষ, সেখানে সহানুভূতির নামে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবেন, এবং তিনি যাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, তাহার প্রতি সর্ব্বপ্রকার সম্মান সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়া সভ্যতার গৌরব বাড়াইবেন।

সভ্যতার চতুর্থ লক্ষণ সঙ্ঘর্ষ অর্থাৎ পরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের স্পৃহা। সুতরাং ইহার অর্থ অসীম এবং ক্ষেত্র অনন্ত। কেন না, এই 'পর' কোথাও আত্মাতিরিক্ত সমস্ত ব্যক্তি, কোথাও আত্মপরিজনাতিরিক্ত সমস্ত লোক, এবং কোথাও আত্মজাতির বহির্ভূত পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতি। কিন্তু, যে অর্থেই যে পর হউক, পর মাত্রই সভ্যের প্রতিযোগী পদার্থ; এবং তাহার সমস্ত শক্তি সমূলে ধ্বংস করিয়া তাহাকে 'আপনার' করিয়া রাখাই সভ্যতার চরমোৎকর্ষ। সুসভ্য লোকেরা এই কারণে জগতে কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে পারেন না, এবং কি বা মাতা, কি বা পিতা, কি বা জ্ঞানদাতা, কি বা ভয়ত্রাতা, ইহার কাহাকেও তাঁহারা আপনা হইতে উচ্চতর আসনে দেখিতে শাস্ত্রানুসারে সুখানুভব করেন না। যে সকল জাতি জগতে সুসভ্য

বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও এই জন্যই দূরস্থ কিংবা নিকটস্থ অন্য কোন জাতির কোনরূপ সুখ শান্তি অথবা সম্পদ ও সমৃদ্ধি সহিয়া লইতে সমর্থ হয় না। তুমি যদি পাহাড়ের উপরে কিংবা সমুদ্রের তলে গিয়া আপনার সুখ ও শান্তিটুকু লইয়া লুকাইয়া থাক, তোমার প্রতিবেশী সুসভ্যজাতির সুদূরদর্শিনী দৃষ্টি সেখানেও যাইয়া বিষাক্ত সূচীর ন্যায় তোমার মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইবে, এবং তুমি যদি গাছের বাকল পরিয়া এবং গায়ে ভস্ম মাখিয়া সংসারের বাহির হইয়া যাও, পরাভিভববিলাসিনী পরসুখশোষিণী সভ্যতা ঐ অবস্থায়ও তোমাকে খুঁজিয়া লইবে। কেন না,—

সভ সজ্ঘর্ষে, সজ্ঘর্ষঃ পরাভিভবেচ্ছা।

প্রাচীন বৈয়াকরণেরা অন্য এক প্রকারে সভ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। যথা,—

সভা—সহ ভা দীপ্তৌ, অধিকরণে কিপ্। যেখানে সকলে যুটিয়া নিজ নিজ তেজস্বিতায় দীপ্যমান হন, তাহার নাম সভা, এবং সভায় যিনি সাধু অথবা নিপুণ, তিনি অন্য প্রকারে অতি নিকৃষ্ট, অতি পাপিষ্ঠ এবং যার-পর-নাই লোকদ্রোহী-দুরাচার দুর্ব্বৃত্ত হইলেও, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাঁহারই নাম সভ্য। এই অর্থে সভায় যাঁহার যাতায়াত নাই, তিনি যদি রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় লোক-জগতের আদর্শস্থানীয় কিংবা লোকোত্তর পুরুষ হন, তথাপি তিনি অসভ্য। কেন না, তিনি সভার * সাধু নহেন। অপিচ, যাঁহার দীপ্তি অর্থাৎ রূপের ছটা অথবা পরিচ্ছদাদির পারিপাট্য ও ঘটা নাই, তিনিও অসভ্য। কেন না, ভা ধাতুর

* শাস্ত্রে, সভার সাধু আর স্বভাবসিদ্ধ সাধু পরস্পর পৃথক্। যথা,—"তত্র সাধু।—সভায়া যঃ। পাণিনি ৪। ৪। ৯৮—১০৫। সভা ইত্যেতস্মাৎ সাধুরিত্যস্মিন্ অর্থে যঃ স্যাৎ। সভায়াং সাধুঃ সভ্যঃ।"

মুখ্য অর্থ দীপ্তি। কিন্তু যখন দৃষ্ট হইতেছে যে, সভ্য শব্দ যেমন ব্যক্তিপর, তেমনই জাতিপর, তখন প্রাচীন অর্থ অপেক্ষা ব্যুৎপত্তিবাদের আধুনিক অর্থই অধিকতর সমীচীন।

হাকিম।—হক হুঙ্কারে, তর্জ্জনে, গর্জ্জনে, ভ্রূকুঞ্চনে, লোকপীডনেচ। ইমণ্ প্রত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধা অকার স্থানে আকার।

যেহেতু হক ধাতু সকল অর্থেই ভয়াবহ ও পীড়াজনক, অতএব,—যাঁহার হুঙ্কার কি ঝঙ্কার নাই, তর্জ্জন, গর্জ্জন, দর্প কিংবা দাম্ভিকতা নাই, এবং লোকপীড়নেও অকৃত্রিম অনুরাগ নাই, তিনি বিচাবক বলিয়া আঁসন পাইতে পারেন, কিন্তু তিনি হাকিম নহেন। যিনি ভদ্রলোককে ভ্রূকুটি দেখাইতে লজ্জা অনু-ব কবেন,—ভাল মানুষ গোছের লোক পাইলে তাহাকে ভয় প্রদর্শন না করিয়া ছাড়িয়া দেন, এবং ভাল কথাতেও ভয়ঙ্কর ভঙ্গিযোগে রঙ্গ প্রদর্শনে অসমর্থ হন, তিনি বিচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু তিনি হাকিম নহেন। যিনি আত্মকলহেব গুপ্তবহ্নি অন্তবের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া, প্রকাশ্যতঃ কোন না কোনরূপ ছলনায় বৈরশোধে কুণ্ঠিত বহেন,—ঊর্দ্ধস্থের পদাঘাত-বেদনা অধঃস্থের মস্তকে উদ্গিরণ করিতে চিত্তে ক্লেশ পান, এবং আপনি অতি 'মহামহিম' মূর্খ হইয়াও মহত্ত্বেব বাহ্যবেশ ধারণে অক্ষমতা দেখান, তিনি বিচারক বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি হাকিম নহেন। ফলতঃ, হাকিম ও বিচারক ভিন্নার্থ বোধক শব্দ ও বিভিন্ন পদার্থ। বিচারকেরা সাধারণতঃ মনুষ্য-পূজিত ও মনুষ্যসমাজে প্রচলিত ন্যায় ও নীতির অধীন হইয়া বিচার করিতে চাহেন। মনুষ্য এইজন্য তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়াই মনে করে, এবং তাঁহারাও মনুষ্যকে মনুষ্যজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন ও মনুষ্যের শারীরিক, সাংসারিক ও সামাজিক সুখ দুঃখ বুঝিয়া কার্য্য করিতে যত্নশীল হন। কিন্তু হাকিম সকল সময়েই হুকুমের অগ্নিতে প্রজ্বলিত থাকেন। সেই অগ্নি যদি

দয়া—ধর্ম্ম ও ন্যায়—নীতি, শিষ্টাচার ও সামাজিকতাকে সশরীরে ভস্ম করিয়া না ফেলে, তাহা হইলে কোনরূপেই হাকিম শব্দের অন্বর্থতা রক্ষা পায় না।

সাধু। সাধ সিদ্ধৌ, ঔণাদিক উঃ প্রত্যয়ঃ।

যাঁহারা জগদারাধ্য বিশ্ববিধাতার প্রীতি এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধনরূপ মহাসিদ্ধির জন্য, সংসারের সুখ সম্পদ, ভোগ বৈভব, রোষ তোষ, আশা আশঙ্কা এবং শত্রুতা ও মিত্রতা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধনী জ্ঞান যোগে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, নানারূপ কঠোর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতেন, পূর্ব্বকালে লোকে তাঁহাদিগকেই সাধু বলিত। সাধুঁরা মনুষ্যমাত্রকেই আশীর্ব্বাদ করিতেন, কাহাকেও অভিসম্পাত করিতেন না। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের চরম শিখরে সমাসীন হইলেও শিশুর ন্যায় সরল, কোমল ও নম্র রহিতেন, কাহাকেও আত্মগৌরবের অসহ্য উচ্চতা দেখাইয়া ক্লেশ দিতেন না। পৃথিবীর পাপী তাপী তাঁহাদিগের কাছে যাইয়া প্রাণ যুড়াইত,—রোগী তাঁহাদিগের প্রীতিশীতল পবিত্র-স্পর্শে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইত। তাদৃশ পূজার্হ সাধু এইক্ষণও একবারে বিরল নহে। লোকে চিনিতে পারিলেই তাঁহাদিগের পায়ে লুটাইয়া পড়ে,—তাঁহাদিগের পদধূলি মাথায় লইয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু শব্দের অর্থ এইক্ষণ সময়ের শাসনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইক্ষণকার প্রচলিত অর্থে,

— সাধ্নোতি স্বকার্য্যং কৌশলেন বলেন বা ইতি সাধুঃ।—

যিনি বলে, ছলে, কিংবা কোন অভাবনীয় কৌশলে স্বকার্য্য সাধন করেন, তিনি সাধু। এইহেতু, সাধু বৈরাগ্যের নামে ভোগবিলাসের সপ্তসমুদ্র শোষণ করিয়াও অতৃপ্ত পিপাসায় আকুল রহেন; পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাঁহার পদতলে না রহিলে হৃদয়ের সেই এক সাধুভাবে নয়নজলে আপ্লুত হন, এবং বোধ হয় তাদৃশ

সাধুভাবের প্রবলতরঙ্গে ভাসমান হইয়াই মনুষ্যকে ঘৃণা করেন, মনুষ্যকে বিদ্বেষ করেন, অথবা মনুষ্যকে মর্ম্মদাহি কথা কহিয়া হাড়ে হাড়ে দগ্ধ করেন। পাপী এবম্ভূত সাধুর সন্নিহিত হইলেই পুণ্যদ্বেষী হইয়া উঠে, তাপী অধিকতর সন্তপ্ত হইয়া হতাশচিত্তে ফিরিয়া আইসে, এবং যাহার শরীরে কোন প্রকারের রোগ নাই, সেও সাধুর অলোকসাধারণ ব্যবহারে রোগ-যন্ত্রণা অনুভব করিতে আরম্ভ করে। প্রবঞ্চনাপর বণিক্ এবং সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বনাশী সুদখোর শিশুমারদিগকেও এই নিমিত্তই ইদানীং প্রচলিত ভাষায় সাধু বলে, —আর যাঁহারা উপার্জ্জন না করিয়া ধনী হন, পরিশ্রম না করিয়া কল্পনার অতীত সমৃদ্ধি লাভ করেন, এবং ঘরে বসিয়া—পরের শ্রমে—বিনা ব্যয়ে, বিনা ক্লেশে, পুষ্পিত লতার শোভা দেখেন, ফলিত তরুর ফল-ভোগে কৃতার্থ রহেন, তাঁহাদিগকেও লোকে সাধু বলিয়া পূজা করে।

ভক্ত।—ভজ সেবায়াং, কর্ত্তরি ক্ত।

ভক্ত শব্দও সাধুশব্দের ন্যায় পুরাতন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া নূতন অর্থের অধীন হইয়াছে। যাঁহারা আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির ভাবসেবায় হৃদয়ের সহিত অনুরক্ত, পুরাকালে তাঁহারাই ভক্ত বলিয়া জগতে পূজিত হইতেন, এবং তাঁহারা আগে সাধু সজ্জনের সেবা করিয়া পরিশেষে ভগবানের পাদপদ্মসেবায় অধিকার লাভ করিতেন। সুতরাং ভক্ত পরানুরক্ত, এবং যাঁহা হইতে আত্মপর সকলেরই উৎপত্তি ও উন্নতি,—সুখসম্পদের নিত্য বিলাস ও চরম বিকাশ, ভক্ত সেই ভুবনময় ও ভুবনমোহন ভগবানে স্বভাবতঃই আসক্ত। ভক্ত অভিমানশূন্য, দীনভাবাপন্ন, এবং যাঁহারা অতি 'দীন—হীন' তাহাদিগের প্রতিও প্রাণের অভ্যন্তরে সতত প্রসন্ন। ভক্ত পৃথিবীর সকলের কাছেই অবনত, এবং অন্যদীয় দোষ অপেক্ষা অন্যদীয় গুণের অনুসন্ধানেই সকল সময়ে ব্যাপৃত। ভক্ত অক্রুদ্ধ, অসূয়ারহিত এবং কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত।

জ্যোৎস্না যেমন জীব-জগতে সকলেরই সন্তাপহারিণী, ভক্তের ছায়াও সেইরূপ প্রাণিমাত্রেরই প্রাণতোষিণী। শুক, শৌণক, প্রহ্লাদ ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা এই অর্থে ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা পরম শত্রুরও উপকার করিয়াছেন, এবং যাহারা সর্ব্বদা অকার্য্য ও অপকার করিয়া তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছে, তাহাদিগেরও মঙ্গল চিন্তা করিতে পারিয়াছেন। ধাত্বর্থ যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে। কিন্তু শব্দার্থে বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাঁহারা অন্যের সেবা অথবা অন্যদীয় মহত্ত্বাদি গুণগ্রামে অনুরক্ত না হইয়া, আপনারা আপনাদের সেবায় রত রহেন, অথবা তথাবিধি আত্মভজনারূপ মোক্ষফলের উদ্দেশে অঙ্গে ভক্তির চিহ্ন ধারণ করেন, আধুনিক অর্থে তাঁহারাই ভক্ত। 'স্বার্থে ণঃ প্রত্যয় করিলে, ভক্ত স্থানে ভাক্ত হয় *। অতএব যে যে স্থলে অধুনাতন ভক্ত শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই সেই স্থলে ভাক্ত শব্দ ব্যবহার করিলে ব্যাকরণ কি অভিধান অনুসারে কোন দোষ ঘটিবে না,—এবং যখন ইহা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে সহস্রস্থলে প্রত্যক্ষ ও সহস্রদৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ত্তমান কালের বহুসংখ্য ভক্তই স্বার্থপ্রত্যয়যোগে ভাক্ত, তখন তাদৃশ প্রয়োগ কখনও ভাষাবিরুদ্ধ এবং সমাজবিজ্ঞান কিংবা অর্থবাদশাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে নিষিদ্ধ হইবে না।

বাবু।—বব চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে, পরানুকরণে,—প্রগল্‌ভতায়াং, ধৃষ্টব্যবহারে চ। ঔণাদিক ণুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎ যায়, উ থাকে, আকারের বৃদ্ধি।

যাঁহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান শূন্যগর্ভ অথচ গগনের সপ্তম-তলস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণরত, চরিত্র প্রগল্‌ভ, এবং ব্যবহার যার-পর-নাই

* 'ভক্তাণ্ণঃ'—পাণিনি ৪।৪।১০০।

ধৃষ্ট, তাঁহারা বাবু। বাবু চাঞ্চল্যে ভ্রমরসদৃশ, সুতরাং সকল বিষয়েই ভ্রমর-স্বভাবান্বিত। যাঁহারা অধ্যয়নে ভ্রমর, তাঁহারা অবলার মত উপন্যাসাদি রসশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ফুলে উড়িয়া বেড়ান, কোন ফুলেরই স্বাদগ্রহণ করেন না,—এবং সময়বিশেষে ভাববিশেষের অনুশাসনে অন্যান্য শাস্ত্রের পুরদ্বারেও উকিঝুঁকি দিয়া থাকেন, কিন্তু কোন শাস্ত্রেই প্রবিষ্ট হন না। যাঁহারা প্রণয়ে ভ্রমর, তাঁহারা নিত্য নূতন হৃদয়ের প্রণয়সুধার স্বাদলাভের জন্য যত্নশীল হন,— নিত্য নূতন প্রণয়ে অধীর হইয়া গড়াইয়া পড়েন। কিন্তু প্রকৃতির ঝটিকাতাড়নে কোন স্থলেই প্রীতির স্বর্গীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রকৃত প্রণয়ের পবিত্র সুখভোগে অধিকারী হন না। যাঁহারা আমোদের ভ্রমর, তাঁহারা এই নশ্বর জীবনের দুর্ব্বহ ভার উদ্‌যাপনের জন্য প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন আমোদের উদ্ভাবন কি অনুসরণ করেন,—ব্যায়াম ছাড়িয়া বিলাস-লীলা, এবং বিলাস-লীলা ছাড়িয়া ব্যায়ামের আশ্রয় লন, অথবা মৎস্যের মত জলে ভাসিয়া, বিহঙ্গের মত আকাশে উড়িয়া, কল্পিত ও অকল্পিত সমস্ত প্রকার আমোদই ক্ষণকালের তরে চাখিয়া দেখেন। কিন্তু আপনার অভ্যন্তরীণ রুগ্নতাহেতু কোন আমোদেই আমোদ পান না। আর যাঁহারা চিন্তায় ভ্রমর, তাঁহারা কপিল, কণাদ, গৌতম ও গঙ্গেশ প্রভৃতির কীর্ত্তিরাশিকে কলঙ্কে ডুবাইয়া আপনারা কীর্ত্তনীয় হইবার জন্য সকল তত্ত্বেই শাখামৃগের ন্যায় লাফ দিয়া উঠিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অশক্ত, অশিক্ষিত ও নানারসপিপাসাকুলিত চিন্তাশক্তি কোন তত্ত্বের কোন শাখাতেই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে সক্ষম * হয় না। বাবু অভিমানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সে আগুন

* ক্ষম শব্দ 'শেষ' ও 'বিশেষ' শব্দের ন্যায়, কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ। কর্তৃবাচ্য অচ্‌প্রত্যয়ান্ত ক্ষম বিশেষণ। অর্থ—সমর্থ। ভাববাচি ঘঞ্‌ প্রত্যয়ান্ত ক্ষম বিশেষ্য। অর্থ—সামর্থ্য, শক্তিমত্তা। সুতরাং সক্ষম ও সমর্থ এই দুই শব্দ একার্থবোধক। মান্ততা হেতু উপান্ত অকারের বৃদ্ধিনিষেধ।

যেমন তাঁহার নীরস-কঠোরা দৃষ্টি, তেমনই তাঁহার নীরস-নিষ্ঠুর বাক্য সকল সময়ে উছলিয়া উছলিয়া পড়ে, এবং যিনি যে কোন কথা লইয়া যে কোন সময়ে তাঁহার সন্নিহিত হন, তিনিই তাহাতে নানারূপে দগ্ধ হইয়া অন্তর্জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করেন। এই হেতু বাবু-ছাত্র অথবা বাবু-মিত্র, বাবু, প্রতিবেশী অথবা বাবু-কুটুম্ব, ইত্যাদি সকল সম্বন্ধেই বাবু অতি দুঃসহ পদার্থ। বাবু পরদেশীয় ছন্দানুবর্ত্তনে নিগাবদিগেরও আদর্শস্থানীয়। স্বজাতির রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি এবং সাহিত্য ও সভ্যতা প্রভৃতি সম্পদের সর্ব্বাঙ্গীণ অস্তিত্বলোপ বিনা আর কিছুতেই তাঁহার প্রতিভাময়ী প্রখরা বুদ্ধির পরিতৃপ্তি হয় না। বাবু প্রগল্‌ভতা ও ধৃষ্টতায় পৃথিবীস্থ সকলেরই প্রপিতামহ। এমন কোন কথা নাই, এমন কোন কার্য্য নাই, সৃষ্টিতে এমন কোন উচ্চ মাথা নাই, বাবুর অলৌকিক ক্ষমতা যাহা আয়ত্ত কিংবা উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। সুতরাং এই সংসারের সকল বিষয়েই বাবু সর্ব্বজ্ঞ সার্ব্বভৌম। তিনি কখনও কোন বিষয়ে ভ্রম কি প্রমাদ করিতে পারেন না। তিনি অন্যায় করিলে তাহার নামই ন্যায়, এবং সূর্য্যও যদি কক্ষভ্রষ্ট হইয়া বিলোপ পায়, তথাপি ঐ অন্যায় ব্যবস্থাই ব্রহ্মার বেদ।

রাজা - রাজ্‌ দীপ্তৌ শোভায়াঞ্চ; কর্ত্তবি অন্‌। রাজতে ইতি রাজা।

অর্থাৎ যাঁহাদিগের অঙ্গে স্বর্ণহার, মুক্তাহার ও হীরকাদিগঠিত বিবিধ বিচিত্রহারের দীপ্তি এবং শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণচিত্রিত বিবিধ বেশবিন্যাসের শোভা মাত্র আছে, কিন্তু আত্মায় কোনরূপ শক্তি কিংবা আধিপত্যে কোনরূপ সমৃদ্ধতার লক্ষণ নাই, তাঁহারা রাজা। এই নিমিত্ত রাজা এই শব্দটি ইদানীং পৃথিবীর অত্যল্প সংখ্যক সদ্‌গুণালঙ্কৃত ও প্রকৃত গৌরবান্বিত স্থান ব্যতিরিক্ত অধিকাংশ স্থলেই রাজশক্তি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরিচ্ছদাদি বস্তুতেই

পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং যাত্রার রাজা ও নাটকের রাজা ইত্যাদি প্রচলিত বাক্যও এই অর্থেরই সমর্থন করিতেছে।

অথবা রন্জ প্রীতৌ, তস্মাদন্। প্রভুস্থানীয়ান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন রঞ্জয়তীতি রাজা অর্থাৎ যাঁহারা রাজধর্ম্মের পরিবাদী বিবিধ প্রশংসনীয় (।) কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভুচিত্ত প্রীণন করেন, এবং কিরূপে প্রভুস্থানীয়দিগের পিপাসু প্রাণ শীতল করিতে হয়, শুধু তাহাই ভাল করিয়া শিখেন ও ভালমতে জানেন, তাঁহারা রাজা বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। পাণিনি ও শাকটায়নাদির সমসাময়িক পণ্ডিতেরা রন্জ ধাতুর মৌলিক অর্থের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে, প্রজারঞ্জনই রাজার পরম ধর্ম্ম। সুতরাং যিনি স্বভাবের দোষে, শিক্ষার ত্রুটিতে কিংবা শক্তির অল্পতাহেতু প্রজারঞ্জনে অসমর্থ, তিনি তাঁহাদিগের মতে রাজা নহেন। কিন্তু এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, অনেক রাজারই প্রজা নাই,—প্রভু আছে। অনেকে স্বয়ং প্রজাভাবান্বিত এবং অনেকে আবার প্রজা হইতেও অধম অবস্থায় পদাতিকের ভয়ে পুরসুন্দরীর অঞ্চলান্তরালে লুক্কায়িত। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের প্রজারঞ্জনের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। এই হেতু আধুনিক ভাষ্যকারদিগের মতে প্রভুরঞ্জনই তাহাদিগের রাজধর্ম্ম। নহিলে, রন্জ ধাতুর প্রয়োগস্থল থাকিবে কোথায়? কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শোভার্থ রাজ্ ধাতু এবং প্রীণনার্থক রন্জ ধাতু এই উভয়ই এইক্ষণকার প্রচলিত রাজা শব্দে সমানরূপে প্রযুজ্য হইতে পারে। কারণ, যখন রাজকুষ্মাণ্ড অর্থাৎ তরমুজ, রাজগ্রীব অর্থাৎ কলুই মাছ, রাজতাল অর্থাৎ সুপারিগাছ, রাজতিনিশ অর্থাৎ কাকুড়, রাজপুত্রিকা অর্থাৎ শরালি পাখী অথবা অলাবুবিশেষ, রাজপুত্রী অর্থাৎ ছুছুন্দরী, রাজফল অর্থাৎ শশা এবং রাজমণ্ডূক অর্থাৎ বড় এক রকমের বিকট

শব্দকারী ভেক ইত্যাদি পদার্থও 'রাজা' বিশেষণে বিভূষিত হইয়াছে, তখন স্পষ্টতঃই প্রতীত হইতেছে যে, শোভা ও শ্রীগন উভয়ই রাজার অপরিহার্য্য লক্ষণ।

পিতা—পত অধোগমনে। কর্ত্তরি আ। নিপাতনে ইকার আগম।

পূর্ব্বতন বৈয়াকরণদিগের মতে পিতৃশব্দ রক্ষার্থক পা-ধাতু-মূলক এবং উহার অর্থ পাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। অধুনাতন শাব্দিকদিগের মতে পিতৃশব্দ পত-ধাতু-মূলক, অর্থ পতনশীল পাপী। এই হেতু, দুধের গন্ধ দূর হয় নাই, ঈদৃশ বালকও, পিতা ও পিতৃপুরুষদিগকে অধোগামী নারকী বলিয়া, তাঁহাদিগের পাপসংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে পারে। যাহারা পিতাকে অদ্যাপি পাতা জ্ঞানে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া পূজা করে, এবং দেহ প্রাণ, জ্ঞান মান প্রভৃতি মানবজীবনের সর্ব্বপ্রকার সম্পদসম্বন্ধে প্রকৃত পাতা মনে করিয়া, শ্রদ্ধা ভক্তি ও স্নেহের বিশ্রব্ধনির্ভরে অকৃত্রিম-চিত্তে ভালবাসে, ব্যাকরণ ও অভিধানে তাহাদিগের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

ধন্য।—গণ্য।—"ধন—গণং লব্ধা"।—*

যিনি কোন না কোনরূপে কিছু ধন লাভ করিয়াছেন, তিনি ধন্য। যিনি ভাল মন্দ দশজন লইয়া একটা গণ যুটাইতে পারিয়াছেন, তিনি গণ্য। সুতরাং সংসারে ধন্য আর গণ্য লোকের সংখ্যা বড় বেসী। যাঁহারা ধন্য, তাঁহারা লোকের কোন উপকার না করিয়াও সতত সুদীর্ঘ কর্ণে ধন্যবাদের সুমধুরধ্বনিশ্রবণে পুলকে পরিপূর্ণ রহেন, এবং যাঁহারা গণ্য, তাঁহারা জগতে গণনার যোগ্য কোন কাজ না করিয়াও, সর্ব্বদা মনুষ্যের মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকেন! ধন্য ও গণ্য শব্দের এইরূপ বিচিত্র অর্থ আধুনিক নহে। ঋষিযুগের পাণিনি হইতে

* পাণিনি ৪।৪।৮৪ "ধনং লব্ধা ধন্যঃ—গণং লব্ধা গণ্যঃ।—তরন্বৃত্তি ধনগণাভ্যামিতি ক্রমশীষয়ঃ।

এইরূপ অর্থ প্রচলিত, এবং উল্লিখিত দুই শব্দ কবিযুগের ক্রমদীশ্বরের সময়েও এই প্রকার অর্থেই ব্যবহৃত।

একথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও ত, অধুনাতন বঙ্গের সামাজিক জীবন-গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন কর। বঙ্গে ধন্য পুরুষ দর্শন করিতে ইচ্ছা হইলে, মানুষ সাধারণতঃ কোথায় যাইয়া থাকে?—যেখানে অধ্যাপক বহুক্লেশে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি কঠিন শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ সংকলন করিয়া শিষ্যদিগকে সরল ভাবে তাহা বুঝাইতেছেন, এবং শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যার সঙ্গে জগজ্জীবন জগদীশ্বরের অপার করুণার অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব উদ্বেল হৃদয়ে বর্ণনা করিয়া, সকলের হৃদয় তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, ধন্য পুরুষ সেখানে নহে। যেখানে সারস্বতী শক্তির প্রত্যক্ষ বিগ্রহ সদৃশ প্রতিভান্বিত পুরুষ, নিভৃত গ্রন্থালয়ে বসিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম সত্যগুলিরে ভাষার তূলিতে চিত্রিত করিতেছেন, অথবা মানব প্রকৃতির মর্ম্মস্থলনিহিত প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ-করুণা প্রভৃতি পবিত্র, প্রাণ-শীতল ও দেব-দুর্লভ উচ্চবৃত্তি নিচয়ের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য কবিতার তূলিতে আঁকিয়া তুলিতেছেন, ধন্য পুরুষ সেখানে নহে। যেখানে দীনহীন যুবা, আপনি দিনান্তে শাকান্ন মাত্র ভোজনে পরিতৃপ্ত রহিয়া, জরাতুরা দুঃখিনী জননীর দেহপ্রাণ রক্ষার জন্য, আপনার কষ্টার্জ্জিত অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেছে, অথবা গৃহাগত অতিবৃদ্ধ অতিথির প্রীত্যর্থে আপনার ভোজ্যান্ন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, অগ্রভাগ সেই অতিথির সম্মুখে আনিয়া উপহার দিতেছে, ধন্য পুরুষ সেখানে নহে। নিঃশঙ্ক দাতা, নিপীড়িত দুর্ব্বলের ভয়ত্রাতা এবং ভয়ক্লিষ্টা সতী যুবতীর সম্মান-রক্ষাকর্ত্তা সাধুহৃদয় কর্ম্মবীরও ধন্য পুরুষ নহেন। ধন্য পুরুষ কোথাও নিবু-নিবু দীপ-প্রদীপ্ত, আলোক ও অন্ধকার মিশ্রিত, 'চট-পট'-সমলঙ্কৃত উচ্চ গদিতে বসিয়া, হাতে হরিনামের

মালা জপিতেছেন ও সুদের হিসাব কষিতেছেন;—কোথাও বা ভূম্যধিকারীর আসনে বসিয়া কর-ভার-প্রপীড়িত প্রজার রক্তশোষণ অথবা অনন্যশরণ আশ্রয়শূন্য প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের জন্য, আইন-কানুনের উপদেশ খুঁজিতেছেন, এবং কোথাও বা মদিরার উন্মাদনী শক্তিতে আত্মহারা হইয়া, পার্শ্বচর পিশাচনিচয়ের মুখে, আপনার যশো-গৌরবের বিচিত্র সঙ্গীত শুনিতেছেন। যেখানে এই সকল ধন্য পুরুষ, সেখানে বন্দীরা স্তুতি পাঠ করে, ভট্টেরা গীত গাইয়া থাকে এবং ভাবুকেরা, নিজ নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাব উপহার দিয়া, নিজ নিজ হৃদয়ে কৃতার্থম্মন্য হয়। হায়! দেশের অবস্থা এমনই শোচনীয় নহে কি?

পদ্য।—"পদমস্মিন্ দৃশ্যং। পদ্যঃ কর্দ্দমঃ।" †

অর্থাৎ—যেরূপ কাঁদায় মধ্যে পশুপক্ষীর পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার নাম পদ্য। অপিচ, কঙ্কর ও কণ্টক প্রভৃতি কদর্য্য বস্তুর নামও পদ্য। পদ্য শব্দের এই পুরাতন অর্থ অবশ্যই পৃথিবীর অনন্তকোটি অকর্ম্মণ্য পদ্যলেখকের প্রাণে ঠেকিবে, এবং যাঁহারা মানবজীবনের মহান্ উদ্দেশ্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া,—জীবন ও জীবিকার দুর্ব্বহ ভার পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, বিরহ-দগ্ধ 'বিদগ্ধ' বিধুঁবার ন্যায় শুধু অন্তঃসারশূন্য পদ্যরচনাতেই সময়, শক্তি ও সংসার-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত উৎসর্গ করেন, তাঁহারাও অবশ্যই এই অর্থ শুনিয়া যার-পর-নাই ক্লিষ্ট হইবেন। কিন্তু অর্থ ঋষিকুল-পূজ্য মহামুনি পাণিনির সূত্রে; ব্যাখ্যা বামন ও জয়াদিত্যের সুপ্রসিদ্ধ বৃত্তিতে; বিবৃতি পতঞ্জলির ভাষ্যে, এবং ইহা সমর্থন করিয়াছেন বাদীন্দ্রচূড়ামণি বিখ্যাতনামা ক্রমদীশ্বর।

† পাণিনি ৪।৪।৮৭।—"পদাৎ তদ্দৃশ্যমস্মিন্ পদ্যঃ—নাতিশুষ্কঃ কর্দ্দমঃ, ইতি ক্রমদীশ্বরঃ।—"বপ্রং ভবিষ্যতি—পাদৌ বিধ্যতীতি পদ্যঃ কণ্টকঃ,—ইতিচ ক্রমদীশ্বরঃ।"

সুতরাং পঙ্ক বলিলে পায়ের কাঁদা কিংবা পায়ের কাঁটা ও কঙ্করাদি ভিন্ন আর কিছু বুঝা যাইতে পারে না। যে সকল পদ-মালা রসাত্মক বাক্য বলিয়া জীবহৃদয়ের প্রীতিকর, তৎসমূহের নাম কাব্য। কাব্য আর পদ্য এক নহে। কাব্যের কথা পৃথক্‌। কাব্য সুরভি ও সুরস কুসুমের ন্যায় ভগবৎপাদপদ্মে উপহার দেওয়ার যোগ্য বস্তু।

মানবজীবন।

বৈজ্ঞানিকের বিশেষ পাঠ্য অনন্ত জড়-ভুবন; কবি, দার্শনিক, চরিতাখ্যায়ক, এবং ঐতিহাসিক প্রভৃতির বিশেষ পাঠ্য অনন্ত মানবজীবন। মানবজীবনরূপ চিরপুরাতন ও চিরনূতন মহান্ গ্রন্থ সম্মুখে পড়িয়া আছে,—কেহ গ্রন্থকীটের ন্যায় একবারে উহাতে লাগিয়া রহিয়াছেন; কেহ দূর হইতে অলক্ষিত উকি দিয়া একটু আধটু দেখিতেছেন, কেহ বা তাহা হইতেও দূরে, করে কল্পনার কাম-বীক্ষণ * লইয়া, দণ্ডায়মান আছেন,—কেহ কেহ আবার কিছুই না দেখিয়া, এবং কিছুই না শিখিয়া, আপনা হইতে অনভিজ্ঞের নিকট, অধ্যাপক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন।

মানবজাতি কোথায় কিরূপে উন্নত হইল, কোথায় কিরূপে অধঃপাতে গেল, অথবা মনুষ্যপ্রকৃতির কোন্ বৃত্তি কোন্ পথে কি ভাবে কার্য্য করিয়া কিরূপ বিকাশ লাভ করিল, ইত্যাদি দুরবগাহতত্ত্ব কবির মধুলুব্ধ চিত্তকে সাধারণতঃ আকর্ষণ করিতে পারে না। যাঁহারা ব্যাস কিংবা শেক্ষপীরের আত্মা লইয়া কবিতার বীণা সাধিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা পৃথক্। তাঁহারা কবি না দার্শনিক,—যোগী না ভোগী—ঋষি না বিলাসী, মনুষ্য তাহা অদ্য পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই।

সাধারণ কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সকলেই মধুকর। মধুকর যেমন, মলয়ের মন্দমারুতহিল্লোলে মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইয়া, ফুলে ফুলে সঞ্চরণ করে, এবং ফুলের মধু সঞ্চয়ন করিয়াই কৃতার্থ রহে, মধুপ-মতি

* যাহাতে কামনা অথবা অভিলাষের অনুরূপ দর্শন হইয়া থাকে, তাহাই কাম-বীক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইল।

কবিও সেইরূপ কল্পনার সুখ-সমীরে সঞ্চালিত হইয়া, মানবজীবনরূপ মনোরম উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন কমকুসুমে বিচরণ করেন, এবং এইরূপে সুধাসঞ্চয় করিয়াই চরিতার্থ রহেন। প্রেমের পবিত্র উচ্ছ্বাস অথবা বিরহের দীর্ঘনিঃশ্বাস,—বিষয়ীর আসক্তি, বিয়োগীর অশ্রুকণা,—তাপসের প্রগাঢ় তৃপ্তি, তৃষাতুরের চিত্তদাহ—উদারচেতা দয়াশীলের নিঃস্বার্থ করুণা, এবং বীরহৃদয়ের মর্ম্মবিদারি ভৈরবক্রোধ, এই সমস্ত বস্তুই উল্লিখিত জীবনোদ্যানের বিবিধ কুঞ্জবিহারী হৃদয়হারী কবির ভাণ্ডারে সকল সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার কাছে এ সকল কিছুই নাই, কেবল আছে কতকগুলি কুৎসিত কল্পনা, কদর্য্য কথা ও কদর্থ শব্দ, তাহাকে কবি না বলিয়া কপিকাননের কাক কিংবা কূপস্থ ভেক বলিলেই সুসঙ্গত হয়।

আর এক ভাবে দেখিতে গেলে, মানবজীবন এক অতল—অপার—অপ্রমেয় মহাসমুদ্র, এবং যাঁহারা সাধারণের মধ্যে একটুকু অসাধারণ, তাদৃশ কবিনিচয় সেই সমুদ্রের ডুবারু। নিপুণ ডুবারু যেমন রত্নলোভে রত্নাকরগর্ভে প্রবেশ করে, নিপুণ কবিও সেইরূপ মানবজীবনরূপ সুগভীর সমুদ্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করেন,—এবং তথা হইতে কখনও একটি মনোজ্ঞ মুক্তা, কখনও বা একটি রমণীয় রত্ন উপরে তুলিয়া রূপ দেখিয়া আপনি ভুলিয়া যান, এবং রূপ দেখাইয়া আর দশ জনকে ভুলাইতে যত্নপর হন। যদি বিধিবিড়ম্বনায় মণিমুক্তার পরিবর্ত্তে কোন অস্পৃশ্য অপবিত্র বস্তু অকস্মাৎ হাতে উঠে, তাহা হইলে কবি তখন দুঃখের গীত গাইয়া গাইয়া আপনার দগ্ধ হৃদয়কে শান্তি দেন, এবং অজস্র দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করিয়া সহৃদয় ভাবুকের দ্বারে সহানুভূতির ভিখারী হন।

দার্শনিক কঠোরচিত্ত চিকিৎসক। তিনি কবির মত রূপের জন্য লালায়িত রহেন না, এবং মানবপ্রকৃতি সুন্দরই হউক, আর কুৎসিতই

হউক, তাহাতে তাঁহার কিছু * আসে যায় না। মানবজীবনসম্পর্কিত্ত যথার্থতত্ব সংকলন ও রুগ্ন মানবপ্রকৃতির প্রতিকারসাধনই তাঁহার কার্য্য, এবং ঐ দুই কার্য্য সফল হইলেই তিনি চরিতার্থ হইলেন। মনুষ্যের শরীরের সহিত শারীর-সংস্থানবিদ্যার যে সম্বন্ধ, মনুষ্যের মনের সহিত মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ; এবং যেমন শরীর লইয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র, তেমনই চিত্তবৃত্তি ও মনের গতি লইয়া চারিত্রবিজ্ঞান। দর্শনতত্ত্বের অনেক অবান্তর ভেদ, অনেক শাখা প্রশাখা এবং অনেক প্রকারের পত্র পল্লব আছে। কিন্তু উহার আদ্যোপান্ত সমস্তেরই প্রধান অবলম্ব মানব-প্রকৃতি এবং মানবজীবন।

যাঁহারা ঐতিহাসিক সমালোচক, মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহারা অংশতঃ কবি, অংশতঃ দার্শনিক; অথচ কবি ও দার্শনিক উভয় হইতেই একটুকু স্বতন্ত্র। কোন একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য কিংবা কোন একটি বিশেষ সত্য ঐতিহাসিকদিগকে মোহিত করিতে পারে না। কিন্তু সমবেত মানব-জীবনের যে সৌন্দর্য্য ও যে সত্য, স্রোতের ন্যায়, সম্মিলিতশক্তিতে প্রবাহিত হইয়া যায়, তাঁহারা তাহাতেই সমধিক আকৃষ্ট রহেন। তাঁহারা উৎসুকচিত্ত ও ধীরমতি পরিদর্শকের ন্যায় কোন উন্নত স্থানে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং সেখানে দাঁড়াইয়া মানবজাতির অবিরামবাহি জীবনস্রোতের

* "আসে যায় না" এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ, কিছু আসেও না, কিছু যায়ও না,—কিছু লাভও হয় না, কিছু ক্ষতিও হয় না। এই অর্থের অনুসরণ করিয়া আমরা "আসে যায় না" লিখিয়া থাকি। কিন্তু অনেক মহামতি লিখিতেন "কিছু আসিয়া যায় না।" ইহার অর্থ হয়, কিছু আগে আসিয়া শেষে চলিয়া যায় না,—কিছু লব্ধ হইয়া শেষে তাহা ক্ষতিতে পরিণত হয় না। এই শেষোক্ত অর্থ বেশ প্রচলিত Idiom অর্থাৎ শব্দগ্রন্থন পদ্ধতির বিরুদ্ধ কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠকের বিচার্য্য।

প্রমত্তপ্রবাহ ও লহরীলীলা উভয়ই সমান আদরে ও সমান অনুসন্ধানের বুদ্ধিতে সন্দর্শন ও সমালোচনা করেন।

রাজাধিরাজ পৃথ্বীরাও একদিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত কুসুমকাননে উপবেশন করিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন দুর্দ্দশা ভাবিতে ভাবিতে বাষ্পবারি বিমোচন করিয়াছিলেন, শুদ্ধ এই কথাটি ইতিহাসের বিষয় হইতে পারে না। ইহা কবির কথা, এবং এইরূপ বহুকথা লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়াই, হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক চাঁদ ভট্টকে লোকে চাঁদ কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ভারতসূর্য্য, আর্য্যমহিমার প্রথম অভ্যুদয় হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধমুখে উত্থান করিয়া, এবং পৃথিবীর তদানীন্তন সমস্ত সভ্যজাতির হৃদয়ে উহার সমুজ্জ্বল জ্যোতি ঢালিয়া, সহসা কিরূপে যবনাম্বুধিতে ডুবিয়া গেল,—সেই পরাক্রান্ত আর্য্যজাতির প্রতাপস্রোতে কোন্‌দিক হইতে কোন্ অজ্ঞাতশক্তির শাসনে কিরূপে ভাঁটা লাগিল,—যাঁহারা পৌরুষবিক্রমে ভীমার্জ্জুনের বংশধর বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা কিরূপে অতি নীচ যবনানুগত্যে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে শিখিলেন, ইহা যিনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিবেন, এবং বর্ণনা দ্বারা সকলকে সমস্ত কথা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের ক্রমানুসারে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহাকে ঐতিহাসিক বলিব।

কিন্তু কবি, দার্শনিক, অথবা ঐতিহাসিক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণিস্থ লোক বিনা আর কেহ মানবজীবন পাঠ করে না, কিংবা পাঠ করিতে সমর্থ হয় না, ইহা মনে করা ভ্রম। পৃথিবীতে সকলেই কিছু শেক্সপীয়র কিংবা ভারবি, অথবা বেন্থাম কিংবা বকল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। বিধাতা যাহাকে চক্ষু দিয়াছেন, সে-ই এই গ্রন্থের দুচারি পৃষ্ঠা কিংবা দুচারি পংক্তি পাঠ করিয়াছে; এবং সংসারে যে প্রবেশ করিয়াছে, সংসারের গতিবিধি সম্বন্ধে সে-ই কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে লোকে সাধারণতঃ

বুদ্ধিমান্ লোক বলে, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ কর; দেখিবে তাঁহারা কবি, দার্শনিক অথবা ঐতিহাসিক, ইহার কিছুই নহেন, অথচ মানবজাতির প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতি বিষয়ে সকলেই অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে অভিজ্ঞ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ঠকিয়াছেন কিংবা ঠেকিয়াছেন, তাই ভাল করিয়া শিখিয়াছেন, কেহ কেহ বা সৌভাগ্যবশতঃ আর এক প্রকার দেখিয়াছেন, কিংবা পরখ করিয়া আর এক প্রকার বুঝিয়াছেন, তাই ভাল জানিতে পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মনের কথা নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত হইলেই কাব্যের এক স্তবক কিংবা দর্শনশাস্ত্রের এক পরিচ্ছেদ সংকলিত হয়।

যাঁহারা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সহিত মানবজীবন অধ্যয়ন করিয়া মানবজাতি বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা স্তাবক, আর এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা নিন্দুক *। যৌবনের প্রথমোল্লাস-সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই মানবজাতির স্তাবক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পরে, যৌবনের স্রোতের তরঙ্গচাঞ্চল্য তিরোহিত হইলে,—শরীরের উত্তপ্ত শোণিত একটুকু করিয়া শীতল হইয়া আসিলে, বুদ্ধি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিপক্কতা লাভ করিলে, সেই ভ্রম অথবা সেই সংস্কার ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়, এবং তখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই আবার মানবজাতির নিন্দুক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়া উঠে। এই জন্যই এরূপ দেখা যায় যে, যাহারা এক সময়ে ঘোরতর স্তাবক থাকেন,

* সংস্কৃতে নিন্দক, প্রচলিত বাঙ্গালায় নিন্দুক। নাজুক, মিথুক, নিন্দুক প্রভৃতি কতিপয় ভূরিপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ সংস্কৃত ভাবুক ও অভিলাষুক প্রভৃতি শব্দের অনুকরণে গঠিত, এবং মহাজন কবিদিগের সময় হইতে প্রচলিত।

তাঁহারাই সময়ান্তরে ঘোরতর নিন্দুক হইয়া দাঁড়ান; এবং পক্ষান্তরে এমনও ঘটিয়া থাকে যে, যাঁহারা পূর্ব্বে মানবজীবনকে দুর্ব্বিবহ নরক-ভোগ বলিয়া অদৃষ্টের নিন্দা করিতেন, তাঁহারাই ফিরিয়া উহাকে স্বর্গের পূর্ব্বাস্বাদ বলিয়া আহ্লাদে উছলিয়া পড়েন।

স্তাবকেরা প্রেমিক; নিন্দুকেরা হয় হিতাভিলাষী বন্ধু, না হয় বিরক্ত-সন্ন্যাসী। প্রেমিকের চক্ষু অমৃতাঞ্জনে রঞ্জিত। উহার কাছে সকলই ভাল দেখায়, দোষরাশিও গুণরাশিরূপে প্রতিভাত হয়, এবং নিতান্ত অপ্রীতিকর দৃশ্যও শারদীয় পূর্ণিমার ঢল ঢল জ্যোৎস্নার ন্যায় সুধাময়ী শোভা বিকিরণ করে। দোষদর্শী বন্ধু অথবা বিরাগীর চক্ষু স্নেহরসশূন্য। উহাতে ভালটিও অনেক সময়ে অতি মন্দ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে।

যাঁহারা প্রেমের প্ররোচনায় স্তাবক, মনুষ্যজীবনের সকলই তাঁহারা সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদিগের নিকট মনুষ্যের হাস্য সারল্যপূর্ণ, প্রীতি প্রভাতকুসুমবৎ পবিত্র, বন্ধু অমায়িক, চিত্ত মহত্ত্বের চিরনিকেতন এবং আচার ব্যবহার সমস্তই সর্ব্বথা অকপট ও অমল। তাঁহারা মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনিতে দেবকণ্ঠেরই পরিচয় পান, এবং মনুষ্যের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে স্বর্গীয় সুখসম্পদেরই সৌরভ অনুভব করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হন। মানবনিবাস তাঁহাদিগের নিকট নন্দনভ্রষ্ট পারিজাত। যদি কেহ নিতান্ত দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহাদিগের কাছে মানবজীবনের কোনরূপ কলঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করে, তাহাকে তাঁহারা তন্মুহূর্ত্ত হইতেই অতি কঠোরহৃদয় ক্রূরলোক বলিয়া ঠাউরাইয়া রাখেন, এবং তাহার কোন কথাই আর বিশ্বাসযোগ্য নহে, এই এক সাধারণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা আবার বঞ্চনাদিজনিত বিরাগের বিষজ্বালায় নিন্দুক, তাঁহাদিগের সংস্কার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদিগের নিকট

মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্করাশি এবং মনুষ্যের মস্তকের কেশ হইতে পদনখের প্রান্তরেখা পর্য্যন্ত সমস্তই অপবিত্র ও অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যের আত্মা নরকের সজীব আশ্রয়; হৃদয় গরলের অক্ষয় প্রস্রবণ; দৃষ্টি, হাস্য, রসনা, সমুদয়ই গরলোদ্গারি এবং মানবজাতি চিরখলতাময় ব্যালজাতির রূপান্তর-বিশেষ। তাঁহাদিগের অভিধানে ভদ্রতা, পবিত্রতা এবং সারল্য প্রভৃতি শব্দ আকাশকুসুম কিংবা শশবিষাণের ন্যায় অর্থশূন্য। ভাবকেরা যেরূপ রাজার নাম করিতে হইলে, রাজা হরিশ্চন্দ্র কিংবা শিবি ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাদিগের উল্লেখ করেন;—নারীকুলে সাবিত্রী, শৈব্যা, শকুন্তলা, অথবা জানকী, দময়ন্তী ও চিন্তা প্রভৃতি চারুশীলাদিগের চারিত্রগৌরব প্রদর্শন করিয়া প্রীতিতে উৎফুল্ল রহেন,—মন্ত্রণার প্রসঙ্গে বশিষ্ট কিংবা বিদুর এবং ধার্ম্মিকতার প্রসঙ্গে উদ্ধব, অক্রূর, শঙ্করাচার্য্য কি মিলেংথন * প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ করেন,—নিন্দুকেরাও সেইরূপ অবিচলিতভাবে রোমের নিরো ও ক্যালিগুলা, কিংবা ইংলণ্ডের জন ও

* প্রসিদ্ধনামা লূথারের প্রাণ-প্রিয় সহচর,—প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা,—মিলেংথনের মত অসাধারণ পণ্ডিত অথচ অতিমাত্র নম্রপ্রকৃতি ও কোমল-স্বভাব ধর্ম্মবীর পৃথিবীতে অল্প জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। লুথর যখন রোমান ক্যাথলিক-দিগের প্রধানতম গুরু পোপের অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিকূলে বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রটেষ্ট (Protest) অর্থাৎ প্রতিবাদ করেন, এবং এই সূত্রে প্রটেষ্টাণ্ট (Protestant) সম্প্রদায়ের প্রথম সৃষ্টি করিয়া জগতে বিখ্যাত হন, সেই সময়ে মিলেংথন কত শত প্রকারে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, চরিতাখ্যায়কেরা তাহার বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। লুথর বিশ্বাস ভক্তি পরায়ণ উপাসক হইয়া, আপনার প্রকৃতি-নিহিত লালসার অগ্নি হইতে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু, মিলেংথন স্বভাবতঃই, বিদুর উদ্ধবের মত, বিকারশূন্য শান্ত পুরুষ ছিলেন। তাই, তাঁহার উপদেশে লোকের হৃদয় আর্দ্র হইত এবং অসংখ্য লোক পোপের পাপ-প্রভুত্ব হইতে পরিত্রাণের বাসনায়, লুথর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের আশ্রয় লইত।

জেম্‌স্‌, প্রভৃতি রাজা ;—ফ্রান্সের ক্যাথেরিণা * প্রভৃতি রাজমহিষী,—কণিক কি মেকিয়াভেল § প্রভৃতি স্বনামপরিচিত মন্ত্রদাতা, ষষ্ঠ আলেকজেণ্ডর প্রভৃতি পোপনামধারী ধর্ম্মযাজক † এবং জেফ্রী প্রভৃতি ধর্ম্মাধিকরণস্থিত বিচারপতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মানবজীবনের দুঃখাবহ পঙ্কিল প্রবাহ প্রদর্শন করেন। উভয়পক্ষে প্রতিকথা, প্রতিদৃষ্টান্ত ও প্রতি বিষয়েই এইরূপ ভয়ানক মতভেদ,—এবং যেখানে মতভেদ, সেখানে অবশ্যই কার্য্যভেদ।

ইয়ুরোপীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ বাইবল গ্রন্থ উল্লিখিতরূপ নিন্দুকদিগের হস্তে এক প্রধান অস্ত্র। উহা মানবজীবনের প্রতি অতি গভীর ঘৃণার ভাবে পরিপূর্ণ। বাইবলের মনুষ্য পাপের প্রতিকৃতি,—

* ক্যাথেরিণা নামে অনেক রাজমহিষী রমণীকুলে ভোগপিপাসু পাপীয়সী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কিন্তু, এখানে যাঁহার উল্লেখ হইতেছে, তিনি, যত না ভোগপিপাসু, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী রক্তপিপাসু রাক্ষসী বলিয়া ইতিহাসে চিত্রিত রহিয়াছেন। ইনি ফরাসি দেশের ভালয় বংশীয় তৃতীয় হেন্‌রীর মাতা। ইঁহার ক্রূর অভিসন্ধিতে কত সহস্র লোক অকালে কালের গ্রাসে গড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

§ ম্যাকিয়াভেল ইটালির রাজনৈতিক মন্ত্রক বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু, ইউরোপীয় জগতের যে কোন রাজপুরুষ শত্রুর সর্ব্বনাশ বাসনায়, বীরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অসুরসমুচিত ক্রূরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই ম্যাকিয়াভেলকে গুরু বলিয়া পূজা করিয়াছেন। তবে, ইহা মানিয়া লইতে হইবে, ভারতবর্ষের কণিক, ম্যাকিয়াভেলেরও গুরুপদ-বাচ্য। কণিকের কাছে ম্যাকিয়াভেল সেই এক প্রকার রাজনীতির ক-খ বিষয়েও অনভিজ্ঞ।

† ষষ্ঠ আলেকজেণ্ডার, পোপের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, মানবজাতির মস্তকে অশ্রোতব্য পাতকের বোঝা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল জঘন্য দুষ্কৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইতিহাস তাহার বর্ণনা করিতে ভীত, কুণ্ঠিত ও লজ্জিত।

পাপের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ,—তাহার আদি হইতে অন্ত সমস্তই পাপের সূক্ষ্মতন্তুতে বিরচিত। ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে, বাইবল যাঁহাদিগের লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের কেহই মানবজাতির গুণরাশি সম্বন্ধে প্রগাঢ় প্রেমিক ছিলেন না। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থনিচয় মানবপ্রকৃতির সমালোচনা বিষয়ে বাইবলের বিপরীত। বেদসংহিতার যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনুষ্যের প্রতি ঋষিদিগের ঘৃণা কি বিরক্তি থাকা অনুমিত হয় না। উহার সর্ব্বত্রই একটুকু অপূর্ব্ব আনন্দের স্ফূরণ আছে, এবং সে সুখ-মধুরা স্ফূর্ত্তি মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস এবং মনুষ্যের প্রতি অনুরাগের ভাবেই পরিপূর্ণ। ইহার প্রমাণ ঋগ্বেদ ও উপনিষদ্। ঋগ্বেদ ও উপনিষদাদি প্রাচীন তত্ত্বশাস্ত্রের ভাষা, আশা, ও আশীর্ব্বাদের প্রাণপ্রদ স্নিগ্ধ ভাষা। ফলতঃ বৈদিকসাহিত্যের অনেক স্থলেই শিশিরস্নাত নবোদ্গতকুসুমের কমনীয় কান্তি মনুষ্যের হৃদয়কে শীতল করে, কিন্তু প্রায় কোন স্থলেই শুষ্ক, শীর্ণ ও কীটদষ্টকুসুমের শোচনীয় মূর্ত্তি মনুষ্যের দৃষ্টিকে ব্যথিত করে না। বীণাপাণির চিরকীর্ত্তিত বর-পুত্র এবং কবিতা-কাননের চিরজীবী কল্পপাদপ মহাকবি বাল্মীকি সেই বৈদিক ঋষিজীবনের চরমবিকাশ। বাল্মীকির মানবজীবন এই মর-ভূমিতে প্রকৃতই অমরাবতীর প্রীতিপ্রফুল্ল নন্দনকানন। ভারতীয় কবিকল্পনার আদিগুরু অথবা আদিসাধক ভারত-কবি বাল্মীকি এ অংশে জগতে একক, অদ্বিতীয় এবং অতুল। বাল্মীকি মনুষ্যপ্রকৃতির যে সকল অলোক-সাধারণ ও অচিন্তনীয় আলেখ্য কবিতার চিত্রপটে যুগ-যুগান্তের জন্য আঁকিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলে অতি দুর্ব্বৃত্ত অসুরের দগ্ধচক্ষুও, ক্ষণকালের তরে শীতল হইয়া, দয়ায় দ্রবীভূত হয়। বাল্মীকির কালসাপিনী কৈকেয়ীরেও এই কলুষ-কঠোর কলঙ্কিত পৃথিবীতে দেবত্ব

বলিয়াই বিশ্বাস হইয়া থাকে। কিন্তু, বাল্মীকির পর হইতে এদেশের প্রধান ও অপ্রধান সকলের লেখাতেই জ্যোৎস্নার পটলে পটলে অন্ধকার, —প্রীতির কল-কূজনের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যের হাহাকার। এদেশের পুরাণ—উপপুরাণ ও অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থে সমাগতপ্রায় কলির চিত্রে বর্ত্তমানকালীন মানবজীবনের যেরূপ ভীষণমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা ইদানীন্তন ইয়ুরোপীয় সভ্যতার আভায়ই আভাসিত। তাহার সন্নিহিত হইলেই হৃদয় ভয়ে ও বিষাদে শুকাইয়া যায়।

আমরা মানবজীবনে অনুরক্ত না বিরক্ত?—মানবপ্রকৃতির স্তাবক না নিন্দুক? সে কথা এক্ষণ বলিতে ইচ্ছা করি না। বলিবার সময় কিংবা সুযোগ হয় নাই। বলিতে পারি এমন যোগ্যতাও, বোধ হয়, আমাদিগের জন্মে নাই। কিন্তু যাঁহারা অধুনাতন ইয়ুরোপীয় সভ্যতার অগ্রনায়ক,—অধুনাতন পৃথিবীর চিন্তাজগতে মনুষ্যের পথ-প্রদর্শক, তাঁহারা বাহিরে বিরাগ কিংবা অনুরাগের কিছুই বিশেষ না দেখাইয়া, কি ভাবে কি কথা কহিয়া, মানবজীবনের বর্ণনা করিয়াছেন, এবং কিরূপ সংস্কার লইয়া মানবজীবনকে অবলোকন করিয়া আসিতেছেন, আমরা এস্থলে এইক্ষণ শুধু তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব,—এবং যাঁহারা ইয়ুরোপীয় সভ্যতারই কোন না কোন আদর্শে আত্মজীবন গঠন করিয়া নিজগুণে ও নিজ মহিমার নিত্য নূতন তরঙ্গে ভাসমান হইতেছেন, নিম্নোক্ত চিত্রনিচয়ের মধ্যে কোন্‌টি তাঁহাদের চিত্তহারি ও প্রকৃত চিত্র, তাঁহাদিগকেই সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বলিব।

ইয়ুরোপীয় তত্ত্বদর্শিদিগের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ উপদেশ করেন যে, মানবজীবন স্বভাবতঃই এক বিশাল বাণিজ্যক্ষেত্র এবং মনুষ্যজাতির সকলেই স্বভাবের শাসনে ছোট বড় এক একটি বণিক্। দেও আর নেও, অথবা নেও আর দেও, ইহাই এখানকার প্রধান কথা, এবং শুধু

ইহাই সকল নীতির বীজসূত্র। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং সামাজিক নীতি প্রভৃতি সমুদয় নীতিশাস্ত্রই বাণিজ্যশাস্ত্রের এক এক পরিচ্ছেদ মাত্র; এবং কিবা পতিপত্নীতে, কিবা প্রভুভৃত্যে,—কিবা গুরুশিষ্যে, কিবা পিতাপুত্রে—এবং কিবা রাজায় প্রজায়, কিবা ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যত প্রকারের সম্বন্ধ এক্ষণ বিদ্যমান আছে অথবা ভবিষ্যতের জন্ম কল্পিত হইতে পারে, সমস্তই বাণিজ্যব্যবহারের সম্বন্ধ সূত্র।—যে দেয় না কিংবা দিতে পারে না, সে এই হাটে কিছুই পায় না এবং পাইতে পারে না। এস্থলে যাহা কিছু চাও, তাহা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। কেন না, ক্রয় ও বিক্রয় ভিন্ন এখানে আর কোন কথা নাই। যদি উপযুক্ত মূল্য দিতে পার, তাহা হইলে সুলভ ও দুর্ল্লভ সকলই এখানে সহজে মিলিবে। যদি মূল্য দিতে অসম্মত কিংবা অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি সোনার পুতুল কিংবা স্বর্গের পারিজাতের মত অলৌকিক পদার্থ হইলেও, তোমাকে নিরাশহৃদয়ে ও রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

পৃথিবীর পদ প্রতিষ্ঠা, সম্মান সমৃদ্ধি, যশ কীর্ত্তি, ইত্যাদি সমুদয়ই মূল্যের বস্তু;—ক্রয়বিক্রয়িকের বাণিজ্যের ধন এবং বিনিময়ের সামগ্রী। বিনা মূল্যে ও বিনা বিনিময়ে ইহার কিছুই লাভ করা সম্ভবপর নহে। তুমি হয় ত কোন ব্যক্তিকে পদস্থ কিংবা বড় বেসী প্রতিষ্ঠান্বিত দেখিয়া, তোমার অন্তরের অন্তস্থলে ঈর্ষ্যার আগুনে ভস্ম হইতেছ। বাহিরের লোকেরাও, হয় ত, সেই পদস্থ ও প্রতিষ্ঠান্বিতের কাছে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান রহিয়া, তাঁহার গৌরব ও তোমার ঈর্ষ্যা বাড়াইতেছে;—কেহ তাঁহার অনুগ্রহের জন্ম অশ্রুপূর্ণনয়নে আকুলবচনে প্রার্থনা করিতেছে,—কেহ বা তাঁহার নিগ্রহভয়ে অদূরে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, এবং যে দেখিতেছে, সে-ই তাঁহাকে যার-পর-নাই ভাগ্যবান্ জ্ঞানে তাঁহার দিকে

ভয়ে ভয়ে তাকাইতেছে। কিন্তু সেই হতভাগা "ভাগ্যবান্" কিরূপ ভয়ঙ্কর মূল্যে তাঁহার উল্লিখিতরূপ পদ ও প্রতিষ্ঠা, অথবা সম্মান ও সমৃদ্ধি ক্রয় করিয়াছেন, তুমি কখনও তাহার অনুসন্ধান করিয়াছ কি? পদের মূল্য এক প্রকার, প্রতিষ্ঠার মূল্য হয় ত আর এক প্রকার। সম্মানের মূল্য এক প্রকার, সমৃদ্ধির মূল্য হয় ত আর এক প্রকার। কিন্তু ইহার যে বস্তুর জন্যই যে দেশে যে সময়ে যে প্রকার মূল্য অবধারিত হউক, কোন বস্তুই বিনামূল্যে হস্তগত হয় না।

পৃথিবীর বন্ধুতা এবং ভালবাসাও এইরূপ বস্তু। বন্ধুতার মূল্য আছে,—ভালবাসারও মূল্য আছে। যিনি মূল্য দিতে অক্ষম, পৃথিবীতে কে তাঁহাকে ভালবাসে?—কে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করে? যাঁহার কাছে সুখ-সম্মানের প্রত্যাশা নাই, এবং সম্প্রতি অথবা সুদূর ভবিষ্যতেও কোনরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধি কিংবা অন্য কোনরূপ উপকারের সম্ভাবনা নাই, পৃথিবীর কয়জনে তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রীতির পূজা করিতে জানে? কয় জনে, লাভ ও লোভের প্রবল জোয়ারে বাণিজ্যের ডিঙ্গা না ভাসাইয়া, সৌহৃদ্যধর্ম্মরূপ স্বপ্নসুখের অন্বেষণে উজান জল সাঁতরাইয়া উঠিতে শক্তি রাখে?

যে সকল উচ্চাশয়সম্পন্ন উদারমতি হৃদয়িক ব্যক্তিরা স্নেহমমতার কমনীয় মাধুর্য্যে জীবহৃদয়ের উপাস্য হইবার যোগ্য, তাঁহারা, তৃণাচ্ছাদিত মাণিক্যের ন্যায় অন্ধকারে পড়িয়া থাকেন, এবং যাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় তৃণতুল্য হইবারও যোগ্য নহে, তাহারা বণিগ্ ধর্ম্মের চাতুর্য্য প্রভাবে, সংসারের বাণিজ্যে, * শতশত বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত হইয়া

* ভারতীয় সাধু-ভক্ত-কল্পনার ভবের হাট ও ইয়ুরোপীয় সভ্য কল্পনার বাণিজ্যক্ষেত্র ঠিক এক কথা নহে। ভবের হাট ও ভবসাগর প্রভৃতি কল্পনায় কাঙ্গালের ঠাঁই আছে। স্বয়ং ভগবান্ সে হাটে কাঙ্গালের সম্বল, সে সাগরে কাঙ্গালের কর্ণধার।

সর্ব্বদা সকলের কাছেই আদরের মধুতে পুষ্ট রহে। ইহার কারণ কি? সংসারে এইরূপ দৃষ্টান্ত কি নিতান্তই বিরল? যাঁহাদিগের চিত্ত প্রীতি ও মহত্বের প্রিয়নিবাস,—চক্ষু প্রতিভাব আলোকে সতত উজ্জ্বল এবং চরিত্র পরোপকাব ব্রতেরই পবিত্র ইতিবৃত্ত, তাঁহারা অজ্ঞাতবনবাসে অনাহার-ক্লেশে দিনপাত করেন, এবং যে সকল বণিগ্বৃত্তিবিচক্ষণ ক্রূরকর্ম্মা পুরুষ, দয়া ধর্ম্ম, উদারতা ও পরার্থ প্রীতিব মর্ম্মস্থলে পদাঘাত করিয়া, পিশাচের ন্যায় খল খল করিয়া হাসে, পৃথিবীব প্রেমব্যবসায়ীবা তাহাদিগেব কণ্ঠে প্রেমের পুষ্পমালা দোলাইয়া দেন, বন্ধুবা বন্ধুত্বের স্বর্গসম্পদলাভের আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদা তাহাদিগের কাছে কাছে থাকেন, কবি তাহাদিগের জন্য প্রাণের উচ্ছ্বাসে কবিতা লিখেন, এবং স্নেহ-প্রবণ আশীর্ব্বাদকেরা আশীর্ব্বাদেব দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ কবিয়া তাঁহাদিগেব সম্মুখে দাঁড়াইযা বহেন। ইহাব কাবণ কি? সংসারে এইরূপ ঘটনা কি নিতান্তই কম? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কে ইহা অস্বীকাব কবিবে যে, মানবজীবনের প্রায় সর্ব্বপ্রকার বিকাশই বাণিজ্যনীতিব বিস্ময়াবহ ইতিহাস, এবং যাহাবা বণিকের মধ্যে বড বণিক্, তাহাবাই সুতরাং বড মানুষ, এবং মানুষেব মধ্যেও সুতবাং তাহারা সকলের বড়। তাহাদিগেব বুদ্ধি মানবসমাজের পরিমাপ-যন্ত্র, এবং তাহাদিগের হৃদয়ের দুই ভাগ সেই পবিমাপ অথবা তোলকযন্ত্রেব দুই দিকের দুই তৌল-পাত্র।

ইযুরোপের আব এক শ্রেণীব ভাবুকেরা বলিয়া থাকেন যে, মানব-জীবন অনন্ত-পট-পিহিত এক অপূর্ব্ব অভিনয়ভূমি এবং মনুষ্যমাত্রই সেই অভিনয়ক্ষেত্রে স্বভাবসিদ্ধ নট। ইহা মনুষ্যের দোষ নহে,—মনুষ্যপ্রকৃতির নিন্দার কথাও নহে; কিন্তু মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবি ফল। উল্লিখিত ভাবুকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যসমাজ যে ভাবে বিকসিত, যে ছাঁদে গঠিত হইয়াছে,—মনুষ্যের সামাজিক নীতি,

সামাজিক প্রয়োজনের শত সহস্র প্রকার তাড়নে যেরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে মনুষ্য, বুদ্ধির প্রথমস্ফুরণ হইতেই, বাধ্য হইয়া কাপট্য শিক্ষা করে,—কপট হইতে পারিলেই প্রশংসা পায়, এবং কাপট্যের সোপান-মঞ্চে একটুকু উপরে উঠিতে সমর্থ হইলেই সাংসারিক উন্নতির সোপানমঞ্চেও অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। সুতরাং এই প্রয়োজনাধীন, পরিগৃহীত ও প্রচলিত কাপট্যের শাসনে কেহ দাতা, কেহ গৃহীতা,—কেহ যাজক, কেহ যজমান,—কেহ ধার্ম্মিক কেহ প্রেমিক,—কেহ গৃহী, কেহ সন্ন্যাসী। কেহ সুবর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, মাথায় মুকুট পরিয়া, রাজলীলার অভিনয় করেন,—কেহ বা মেরাবোর * মত রাজদ্রোহী সাজিয়া রাজার দণ্ডমুকুট, বেশ-ভূষা, এবং স্বত্ব ও অধিকার কাড়িয়া লইবার জন্য, প্রজার স্বত্ব ও প্রজার অধিকারের নামে হৃদয়ের আগ্নেয়গিরি হইতে উদ্দীপনার অগ্নিস্রব ঢালিয়া দেন। কেহ গুরু সাজিয়া আপনার মনোবুদ্ধির অগম্য, অজ্ঞাত, অশ্রুত ও অচিন্তিত বিষয়ে অশেষপ্রকার দিব্য জ্ঞান দান করেন, কেহ বা গুরুর উপযোগী শিষ্য সাজিয়া তাদৃশ জ্ঞানালোকের স্পর্শমাত্রেই শুকদেবের গাম্ভীর্য্য লাভে

* পণ্ডিতদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য পণ্ডিত—বাগ্মিকুলে, এক অর্থে, অদ্বিতীয়, অসামান্য-শক্তিসম্পন্ন মেরাবো, ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধানতম নায়ক না হইলেও, অতি বড় প্রধান অগ্রপংক্তির নায়ক। মেরাবো বাল্য ও প্রথম যৌবনে পিতৃদ্রোহী, প্রৌঢ় যৌবনে রাজদ্রোহী এবং চির জীবনই বিশ্বদ্রোহী ও ঈশ্বরদ্রোহী। কিন্তু, মেরাবো পিতৃদ্রোহ ও ঈশ্বরদ্রোহে যেরূপ অকপট ছিলেন, রাজদ্রোহ ব্যাপারে সেইরূপ অকপট বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। তিনি রাষ্ট্রবিপ্লবের উন্মেষ-সময়ে, প্রথম কিছুকাল, রাজার স্বার্থ সমর্থনের প্রতিকূলে, লোকহৃদয়দ্রাবণী দুঃশ্রব বক্তৃতা করিয়া শেষে অনতিদীর্ঘকাল রাজপ্রসাদ স্বরূপ বিপুল পেন্সন ভোগ করিয়াছিলেন, এবং কিরূপে বিপ্লবের অগ্নি নির্ব্বাণ করিবেন, তদর্থ প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

কৃতার্থ হন। রঙ্গভূমির শৈলুষগণ যেরূপ মিথ্যা হাসি হাসে, মিথ্যা কান্না কাঁদে, মিথ্যা স্নেহে শত্রুর কণ্ঠে ঢুলিয়া পড়ে,—মিথ্যা প্রেমে নয়নজলে ভাসে,—মৃগের ন্যায় ভীতিবিহ্বল ব্যক্তি মৃগেন্দ্রের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে সভাস্থ সকলকে চমকিত করিয়া ভীম কিংবা ভীমসেনের অনুকরণ করে,—চটুলনয়না পণ্যবিলাসিনী পবিত্রহৃদয়া দেসদিমোনার * পরিচ্ছদ পরে,—সাইলক-সদৃশ † রক্তপিপাসু পুরাণ-প্রথিত শিবি সাজিয়া মনুষ্যের পূজা পায়, এবং জীব-দুঃখবিলাসী দুর্ব্বৃত্ত পামর অথবা জীবের সুখ-শান্তির সাক্ষাৎ যম, জীমূতবাহনের ‡ অংশ গ্রহণ করিয়া, বিপন্নের পরিত্রাণের

* মহাকবি শেক্ষপীরের মানসী কন্যা দেস-দিমনা, পতিপ্রেম ও পতিপরায়ণতা প্রভৃতি রমণীজন-পূজ্য পবিত্র ধর্ম্মে, রমণীকুলের শিরোমণি হইবার যোগ্য। পরকীয় প্রতারণায় অন্ধীভূত পতি যখন তাঁহার প্রাণের উপর আঘাত করিয়াছেন, তখনও তিনি—তাঁহার জীবনের সেই চরম মুহূর্ত্তে, তাদৃশ পাপনিমগ্ন পতির প্রাণরক্ষার্থ প্রকৃত সত্য গোপন করিয়াছেন। দেস-দিমনা সত্যের অপলাপ করিয়া পাপস্পর্শে দূষিত হইয়াছেন কি না, তাহার বিচারকর্ত্তা ভগবান্ অনন্তদেব। কিন্তু, তাঁহার হৃদয় প্রেম, স্নেহ ও দয়াধর্ম্মের কিরূপ গভীর প্রস্রবণ ছিল, তাহা মনে করিলে মন আনন্দে আপ্লুত হয়।

† যাহারা সুদ ও আসলের হিসাব লইয়া দিবারাত্র ব্যাপৃত রহে, তাহাদিগের মধ্যে এক্ষণও দুই একটি সাইলক না আছে, এমন নহে। সাইলকের বিশেষ কীর্ত্তি এই যে, সে তাহার টাকার পরিবর্ত্তে খাতকের বুকের মাংস পাওয়ার কথা খতে লিখাইয়া লইয়াছিলেন, এবং সেই বুকের মাংস পাওয়ার জন্যই, অশেষ কূট-কৌশল করিয়া ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলেন।

‡ নাগানন্দ নামক রমণীয় নাটকের নায়ক। কবি-কল্পনার সৃষ্টি হইতেও জীমূতবাহন এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যাঁহারা পরের প্রাণরক্ষার্থ আপনার দেহপ্রাণ অম্লানবদনে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হন, জীমূতবাহন তাঁহাদিগের আদর্শ পুরুষ। সে আদর্শ চরিত্র মাঝে মাঝে ধ্যান করিলে মনুষ্যের মহৎ উপকার হওয়ার কথা।

জন্ম আপনার প্রাণটা বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়; সংসারেও সকলেই সেইরূপ যাহা নয় তাহা দেখাইয়া,—সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য-রূপে প্রদর্শন করিয়া, দুঃখ-দগ্ধ হৃদয়ে সুখের হাসি হাসিয়া এবং সুখ-ফুল্ল চিত্তে দুঃখের কান্না কাঁদিয়া, নিজ নিজ নট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, এবং কে কিরূপ পটুতার সহিত আপনার অঙ্গীকৃত লীলার অভিনয় করিয়া যাইতেছে, পরস্পর তাহা আলোচনা করিয়া দেখে। অপিচ, অভিনয়-গৃহের পৃষ্ঠভাগে যেমন নেপথ্য, এবং সেখানে প্রবেশ করিলে সকলেই যেমন নূতন ছাড়িয়া পুরাতন; মানবজীবনের পৃষ্ঠভাগেও সেইরূপ নিষিদ্ধগৃহ, এবং সেখানে প্রবিষ্ট হইলে সকলেই সেইরূপ কৃত্রিম ছাড়িয়া অকৃত্রিম।* যাহাদিগের নেপথ্য অপেক্ষাকৃত একটুকু অপরিরক্ষিত,—অদৃষ্টের এমন বিড়ম্বনা!—তাহারাই মনুষ্যসমাজে অপেক্ষাকৃত একটুকু অধিক নিন্দিত।

ঐ যে অদূরে মৃদুহাসিনী—মৃদুভাষিণী, অতি মৃদুল-মুগ্ধ মনোহর স্বরে তোমার সহিত আলাপ করিতেছেন, আর দণ্ডে দশবার প্রিয়সম্বোধন করিয়া তোমার তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছেন, উনি মৈথিলী জনক-বালার অনুকারিণী, না মৈশরী ক্লিওপেট্রার † ছায়ারূপিণী, তাহা কিরূপে জানিবে, বল। উঁহাকে জানিতে চাও ত একবার নেপথ্যে প্রবেশ কর। ঐ যে ধ্যানস্তিমিতলোচন ধীর গম্ভীর যুবা নির্ব্বাণলিপ্সু বুদ্ধদেবের

---

* "A man is most sincere, when he is most alone"

† মিশর দেশের রাজকন্যা,—রূপ, গুণ ও রাজনৈতিক মহিমায় রমণীকুলে অগ্রগণ্যা—পতিহীনা অথচ পুত্রবতী এবং প্রেমের নাটকে আত্মসুখ-পরায়ণা হইলেও, আত্মহত্যার লোক-ভয়ঙ্কর দুরন্ত নাটকে, অনির্ব্বাণ-প্রেম-পিপাসার প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি।

ন্তায় নিস্তব্ধ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে নয়ন-প্রান্তে হাঁঙ্গত করিয়া, তোমাকে ইহলোক, পরলোক, সাধুলোক ও স্বর্গলোকের অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বসকল শ্রবণ করাইতেছেন, উঁহার স্বকীয় হৃদয় এই অবসরে কোন্ লোকে বিচরণ করিতেছে, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ। ঐ যে গূঢ়ার্থদর্শী দেশহিতৈষী মহাত্মা, উন্নতমঞ্চে উত্থিত হইয়া, বাহু তুলিয়া উপদেশ করিতেছেন, আর সকলকে দেশের জন্ত বিষয়, বৈভব, প্রাণ, মান এবং হৃদয়ের প্রতপ্ত শোণিত-রাশিও ঢালিয়া দিতে বলিতেছেন, উনি কাহারও জন্ত চক্ষের এক ফোটা জলও কখনও দিয়াছেন কি না, তাহাও একবার অবগত হও। আর দশ মূর্ত্তিধরও যেমন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে, ইঁহারাও তেমনই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অভিনয়মাত্র করিতেছেন। নির্ব্বোধেরা দেখিয়া মোহিত হইতেছে এবং ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; চক্ষুষ্মান্ সুবোধ ব্যক্তি দেখিতেছেন, এবং দেখিয়া দুঃখে অহোরাত্র দগ্ধ হইতেছেন। মানবজীবনের এইরূপ মূর্ত্তিকল্পনা যে, নিতান্তই ক্লেশকর, তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু এ কল্পনা সভ্যতার অভিমানসমুচ্ছি্ত নব্য ইয়ুরোপে অনেক স্থলেই স্বীকৃত কথা;— এবং অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, ইহা কল্পনা নহে, ইহাই স্বভাবানুগত ও শাস্ত্রসিদ্ধ সভ্যতা।

তৃতীয় সম্প্রদায় বর্ত্তমান ইয়ুরোপের বিজ্ঞানগুরু। তাঁহাদিগের মতে মানবজীবন এক ভয়ানক সংগ্রামস্থান, এবং মনুষ্যের জন্ম হইতে মরণ-পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত জীবনকাহিনী এক সুদীর্ঘ যুদ্ধকাহিনী। কখনও ইহার সঙ্গে, কখনও বা উহার সঙ্গে,—এবং অবশ্যই কাহারও না কাহারও সঙ্গে,—আঘাত প্রতিঘাতেই মনুষ্যের বিতস্তি-পরিমিত আয়ুঃকাল ব্যয়িত হয়; এবং অবশেষে কেহ ক্ষতবিক্ষতকলেবরে

ধরাশয়নে শয়ান হন ; কেহ কণ্ঠে বিজয়মালা দোলাইয়া জয়শ্রীতে দিগন্ত আলোকিত করেন। জল, বায়ু, অগ্নিপ্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ ; ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডারপ্রভৃতি বন্যজন্তু, এবং পারাচত, অপরিচিত আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রভৃতি সকল শ্রেণির মনুষ্যই মনুষ্যের স্বাভাবিক শত্রু। অতএব, সকলকে বলে কিংবা কৌশলে পরাভব করিয়া, স্বশক্তি-প্রতিষ্ঠাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কার্য্য এবং ইহাই প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট মানবজীবন।

যেমন তরুশাখা হইতে অকস্মাৎ একটি ফল ভূতলে স্খলিত হইলে, শত শত কাক ভয়ানক কোলাহল করিয়া উহার জন্য উড়িয়া যায়, অথবা যেমন একখণ্ড মাংস দূরে ফেলিয়া দিলে, উহা কবলিত করিবার জন্য শত শত শৃগাল কুক্কুর পরস্পর বিরোধে প্রমত্ত হয়, মনুষ্যমণ্ডলী-তেও গ্রাসাচ্ছাদন,—সম্পদ,সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতাপ ও প্রতিপত্তি এবং তিষ্ঠিবার স্থানলাভের জন্য সকলেরই সকলের সহিত নিয়ত সেইরূপ বিরোধ ঘটে। এই বিরোধ মনুষ্যে মনুষ্যে, এই বিরোধ পরিবারে পরিবারে, এবং এই বিরোধ জাতিতে জাতিতে। যে মনুষ্য যে পরিবার অথবা যে জাতি, এই চিরোধ-বিঘট্টনে বিকম্পিত না হইয়া, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই মনুষ্য, সেই পরিবার এবং সেই জাতিই টিকিয়া রহিয়াছে, যাহারা বিরোধে আপনা হইতে মাথা নোয়াইয়াছে কিংবা পরাভব পাইয়াছে, তাহারা একবারে বিচূর্ণিত হইয়া লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। মনুষ্যসমাজের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, এই বিরোধের ভাবই তাহার নিদান। ইহা হইতেই শিক্ষা, ইহা হইতেই সভ্যতা এবং ইহা হইতেই মানবীয় শক্তির ক্রম-বিকাশ। এই বিরোধের ভাব তিরোহিত হউক, বসুন্ধরা উহার এইক্ষণকার শিল্পাম্বর-বিভূষিত সুমার্জ্জিত বেশ পরিত্যাগ করিয়া,পুনরায়

বহুজীবের আলয় হইবে ;—এবং শক্তি যদি নির্ব্বাণ হয়, তাহা হইলে সুখ, সমৃদ্ধি শোভা,সম্পদও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় পাইবে।

এই মতাবলম্বীরা, ন্যায়কে শক্তির ভিত্তি না বলিয়া, শক্তিকেই ন্যায়ের ভিত্তি বলেন, এবং যিনি পৌরুষ ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া পরিণামে কৃতকার্য্য হন, তাঁহাকেই * কৃতী ও সার্থকজন্মা বলিয়া সম্মান করেন। রুষিয়া যে পোলণ্ডকে নির্ম্মম রাক্ষসের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া সরক্ত সমাংস গ্রাস করিয়াছে,—ইয়ুরোপীয় শক্তিসম্পন্ন সুসভ্য জাতিসমূহ যে পৃথিবীর নানাস্থানীয় আদিমনিবাসী মনুষ্যদিগকে লোকালয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছে, অথবা একবারে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে,—অধুনাতন আমেরিকেরা যে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অসভ্যদিগকে বনের পশুর মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে,—এবং জর্ম্মণেরা যে আলসেস ও লরেণ নিবাসীদিগের সহস্রবিধ আপত্তিসত্বেও ফ্রান্সের বক্ষঃস্থল হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইয়া প্রজাভাবে পদতলে রাখিয়াছে, তাহা ইহাঁদিগের বুদ্ধিতে অন্যায় নহে। কারণ, এই সমস্ত কার্য্য শক্তিকৃত এবং যাহা কিছু শক্তিকৃত তাহাই বস্তুগত্যা ন্যায়সঙ্গত।

আমরা অধুনাতনী ইয়ুরোপীয় সভ্যতার তিন দিকের তিনটি কল্পনা মাত্র এখানে প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু বুদ্ধিমানের জন্য ইহাই প্রচুর। ইহার পর আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, হে সৌম্য! হে সুখপ্রিয়! হে প্রিয়দর্শন পাঠক! হে রসের রসিক, ভাবের ভাবুক! হে সংসারসর্ব্বস্ব ধীর! তুমি ইহার কোন্ মতের মন্ত্রশিষ্য ও কোন্ পথের পথিক, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ?—না তুমি সকলের সকল মতকেই

* "The Good old Rule,—the Simple Plan,
For him to take and keep, who can."

সময়ক্রমে তোমার আত্মমত করিয়া লইয়া স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইতেছ ? তুমি সৌহার্দ্দের বাজারে বণিক্‌, সামাজিকতায় নট, এবং শিক্ষা ও পরীক্ষার কর্ম্মক্ষেত্রে যোদ্ধা, ইহাই কি তোমার নিত্য জীবন ?— না, তোমার হৃদয়নিহিত প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতি দেব-বৃত্তি সকল, জীবনের কোন কোন সময়ে, সুদূরদৃষ্ট শৈল-শোভার ন্যায়, তোমাকে যে আর একটি উচ্চতর জীবনের আদর্শ দেখায়, তাহার অনুসরণই তোমার প্রকৃত জীবন ?

দিগন্তমিলন।

পূর্ব্ব আর পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ স্থূল দৃষ্টিতে বড় দূর। দিঙ্মণ্ডলের এক প্রান্তে পূর্ব্ব, আর এক প্রান্তে পশ্চিম, এক প্রান্তে উত্তর, আর এক প্রান্তে দক্ষিণ; এবং মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। কিন্তু বুদ্ধি যেখানে দিগন্ত কল্পনা করে, গোলকের সেই কল্পিত প্রান্তরেখায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পরকে প্রণয়ে চুম্বন করে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ একবৎ প্রতীয়মান হয়।

নীতিজগতেও এইরূপ দিগন্তমিলনের বহু উদাহরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান আর অজ্ঞান নৈতিক দিঙ্মণ্ডলের দুই প্রান্তে অবস্থিত। জ্ঞানের নাম আলোক, অজ্ঞানের নাম অন্ধকার। জ্ঞানে মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম, অজ্ঞানে জন্মান্ধতা। এই উভয়ে এত প্রভেদ যে, যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে জ্ঞানালোকবঞ্চিত দুর্ভাগ্য মনুষ্য হইতে পৃথগ্জাতীয়জীব বলিয়া অবধারণ করিলেও তাহা অতিবাদ হয় না। এক জন জগতের আদিতত্ত্ব কিংবা বর্ত্তমান শক্তিপ্রবাহের কারণ চিন্তায় সতত ধ্যানমগ্ন, আর এক জন আপনার তন্মুহূর্ত্তের অপরিহার্য্য প্রয়োজন বিষয়েও চিন্তাশূন্য। এক জনের দৃষ্টি কালের দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া ধরিত্রীর স্তরে স্তরে কিংবা নভোমণ্ডলের নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস পাঠ করিতেছে, আর এক জনের জড়বুদ্ধি সামান্য একটি কথার আদ্যোপান্ত আলোচনাতেও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এক জন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে জ্ঞান-লভ্য দেবসম্পদের নিকট অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তত্ত্বসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে, আর এক জন অতি অকর্ম্মণ্য একটি ক্রীড়াকৌতুককেও সংসারের সমস্ত কার্য্য ও সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা হইতে অধিকতর

মুল্য বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া সেই ক্রীড়ামোদেই ক্ষিপ্তের ন্যায় খল খল হাসিতেছে। কিন্তু এই উভয়ের জীবনবত্মে' এক দৃশ্যকালকে আধুনিক বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান আর অজ্ঞান এক। যিনি জ্ঞানশৈলের উর্দ্ধতম শিখরে আরূঢ, তাঁহারও শেষ কথা এই যে, তিনি কিছু জানেন না, এবং যাহাকে লোকে হিতাহিতবোধশূন্য মনুষ্যপশু বলিয়া ঘৃণা করে তাঁহারও শেষ কথা এই যে, সে কিছু বোঝে না। জ্ঞানের প্রান্তরেখায় উভয়েই এই অংশে সমান। সেই বৈদিক সময়ের আচার্য্যগণ অবধি গ্রীসের সক্রেটিস, জর্ম্মণির স্পিনোজা, ফ্রান্সের সেণ্ট্-সাইমন ও কোম্ট্, আমেরিকার এমারসন এবং ইংলণ্ডের কার্লাইল, মিল ও স্পেন্সার প্রভৃতি মনুষ্যসমাজের অগ্রগণ্য মনস্বীরা এই বলিয়া অতৃপ্তহৃদয়ে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিলাপ করিয়া গেলেন যে, তাঁহারা কিছুই জানিতে পাইলেন না, এবং যে সকল হতমূর্খের জীবন কপিনৃত্যেই পর্য্যবসিত হইল,—যাহাদিগের নিকট জগতের উৎপত্তি-স্থিতি এবং ক্রীড়নকের লীলাগতি উভয়ই সমান,—মনুষ্যহৃদয়ের গভীরতম দুঃখ এবং অতি গভীর বেদনাও যাহাদিগের নিকট বিকটহাস্য ও ব্যঙ্গ পরিহাসের কথা, তাহারাও ইহাই বুঝাইয়া গেল যে, তাহারা কিছু বুঝিতে পাইল না।

এইরূপ তপোরত যোগী এবং তৃষ্ণাদগ্ধ ভোগী,—অথবা সাধারণের সুখ-স্বত্বপরিপোষক নীতিধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সহৃদয় ধীর এবং নীতি ও সামাজিক শান্তির চিরপরিপন্থী আসুর-বীর। এক দিকে দেখিতে গেলে এ উভয়ে কিছুই সাম্য নাই। জলে ও স্থলে এবং শৈত্যে ও উত্তাপে যত না পার্থক্য, ইহাদিগের পার্থক্য তাহা অপেক্ষাও বিস্ময়াবহ। কোথায় তপস্যা কিংবা যোগের অমৃতময়ী পবিত্রতা, আর কোথায় পাশব-পিপাসার প্রদাহময়ী প্রমত্ততা। কোথায় শান্তির নির্ম্মল সুধা, আর কোথায় অশান্তির জ্বালাময় বিষ। কোথায় বিশ্বজনীন মানবজাতির মঙ্গল কাম-

নায় অশ্রুবিসর্জ্জন, আর কোথায় অমঙ্গলের অবতারের ন্যায়, মানবসমাজের মর্ম্মকৃন্তন ও অস্থিচর্ব্বণ। এক জন দেবতার মত বাহু তুলিয়া স্নেহের পূর্ণোচ্ছ্বাসে মনুষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে;—এবং যে অপকার করে, তাহারও উপকার করিয়া,—যে ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে কর্কশ কথা কহে, তাহাকেও প্রীতিমধুর প্রিয় কথায় কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ দেখাইতেছে। আর এক জন, অপদেবতার মত দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, আশীর্ব্বাদের বিনিময়ে অভিসম্পাত করিতেছে, এবং "অমঙ্গল তুমিই আমার মঙ্গল হও," * এইরূপ আসুর-দর্পে ভ্রুকুটিভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া আপনাকে আপনি ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে। এক জন মহত্বের পূজা প্রচার এবং মনুষ্যনিষ্ঠ প্রকৃত মহিমার গৌরব বিস্তারের জন্য আপনার বক্ষঃস্থলের রক্ত ঢালিয়া দিতেছে। আর এক জন মহত্বের মস্তকে পদাঘাত করিবার বিকৃত লালসায় আপনার হৃৎপিণ্ড হইতে সমস্ত সুকুমার বৃত্তির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছে। এক জন দয়ার সুকোমল স্পর্শে দ্রব হইয়া,—আপনার প্রাণকে দয়ার শতমুখী ধারায় সংসারে বিলাইয়া দিয়া, শত সহস্র প্রাণ শীতল করিতেছে;—যেখানে রোগ সেখানে ঔষধ, যেখানে শোক সেখানে সান্ত্বনা এবং যেখানে বিপত্তি সেখানে সাক্ষাৎ সাহস ও ধৈর্য্যের ন্যায় অনুভূত হইতেছে;—অথবা জগতের দুঃখভার ও চরিতভার দূর করিবার জন্য একে এক সহস্র হইয়া সহস্রাধিক হৃদয়কে এক সূত্রে গাঁথিয়া লইতেছে; এবং সেই অসাধ্য সাধনের অভাবনীয় প্রয়াসে, হয় জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, না হয় বধ-কাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া ধূলিমুগ্ধ মনুষ্যকে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ও মূর্ত্তিমতী মানুষী শক্তি প্রদর্শন করিতেছে। আর এক জন, কিরূপে কাহার অন্তরে নিষ্ঠুর আঘাত করিবে, নিভৃতে বসিয়া

* "Evil be thou my good".

তাহা ভাবিতেছে; -যে রুগ্ন তাহার রোগে জ্বালা বাড়াইতেছে,—যে শোকাকুল তাহার শোকে অরুন্তুদ বেদনা জন্মাইতেছে,—যে বিপন্ন তাহার বিপদের উপর অচিন্তিতপূর্ব্ব ক্লেশের ভার বসাইয়া দিতেছে, এবং বুদ্ধির বিকৃতি কিংবা ঔদ্ধত্য বশতঃ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন জ্ঞানে আপনার বিড়ম্বিত আত্মাকেই সমাজের এক মাত্র পুজ্য পদার্থ অবধারণ করিয়া আপনার সেই ক্ষুদ্রতা ও ক্ষুৎপিপাসার নিকট ধর্ম্ম, নীতি, ইহকাল, পরকাল, এবং সকল কালের মূল অবলম্বনস্বরূপ আপনার অধ্যাত্মজীবনকে বলি দিতে যত্ন পাইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই উভয়ের মধ্যে এইরূপ ভয়ানক বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও, নীতিমণ্ডলের প্রান্তসীমায়, এই উভয় শ্রেণীস্থ মনুষ্য প্রকৃতির অনেক লক্ষণে এক।

তপস্যার এক পরিচয় আত্মবিস্মৃতি। যিনি তপোরত, তিনি স্বভাবতঃই আত্মবিস্মৃত। তিনি থাকিয়াও নাই। তাঁহার দৃষ্টি, শ্রুতি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সমস্তই সেই তপস্যায়। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য—আপনাতে আপনি নিমগ্ন। তিনি নৃত্যগীতের কলকূজিত কোলাহলের মধ্যেও পর্ব্বতের মত নিস্পন্দ, নিশ্চল। কবি কহিয়াছেন,—

শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেস্মিন্,
হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব।
আত্মেশ্বরাণাং নহি জাতু বিঘ্নাঃ
সমাধিভেদপ্রভবো ভবন্তি।

অর্থাৎ,—অপ্সরারা চারি দিকে নানা রসে নানা বিলাসে মনোহর গীত গাইতেছে, কিন্তু সে গীত মহাদেবের শ্রুতিপথে প্রবেশ পাইতেছে না, মহাদেবের মহাযোগ ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইতেছে না, কারণ, যাঁহারা তপস্যার বলে আত্মার অধীশ্বর হইয়াছেন,- আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, এই সংসারে কিছুতেই তাঁহাদিগের সমা-

বিভেদ হয় না। * তপস্যার আর এক লক্ষণ উন্মত্ততা, এবং সে উন্মত্ততা আত্মার আনন্দজনিত উৎসাহ। সুতরাং এই জগতে যদি কেহ উন্মত্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাহা হইলে একাগ্রচিত্ত তপস্বীই প্রকৃত উন্মত্ত। মদিরায় আর মত্ততা কি? মনুষের ধমনী উহার প্রভাবে মুহূর্ত্ত মাত্র নৃত্য করে, মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দীপ্ত হয়, মুহূর্ত্তের জন্যই প্রকৃতির প্রশান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিত বহে। কিন্তু যিনি গ্যালিলিও কিংবা গঙ্গেশ প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানের তপস্যায় অথবা তাহা হইতেও অধিকতর উচ্চ আর কোন তত্ত্বের সাধনায় ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সকল সময়েই সমান মত্ততা।

যদি আত্মবিস্মৃতি ও উন্মত্ততার লক্ষণ দেখিয়া পরীক্ষা কর তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যাহারা প্রকৃতির বিকৃত প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিয়া উহার শেষ সীমায় পৌঁছিতে চাহে, তাহাদিগের মানসিক অবস্থাও কোন কোন অংশে উল্লিখিত অবস্থাপন্ন। তাহারাও আত্ম-বিস্মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য এবং অহোরাত্র সমান উন্মত্ত। তাহাদিগের জন্য দিন ও রাত্রি উভয়ই সমান। তাহারা লোকালয়ে আছে, না অরণ্যে বাস করিতেছে, তাহাও অনেক সময় তাহাদিগের বোধ থাকে না। তাহা-দিগের রোগ না থাকিলেও তাহারা রুগ্ন, বিনা জরায় তাহারা জীর্ণ, বিনা শোকে তাহারা বিশীর্ণ। তাহারা সকল সময়েই কেমন এক উন্মত্ততায় 'উচ্ছন্ন'। বস্তুতঃ, ভক্তি প্রভৃতি উচ্চতর ভাবের অসাধারণ উচ্ছ্বাসে যেমন মোহ আছে, ভোগ-লালসার অত্যুৎকট এবং অপ্রকৃত বিকাশেও তেমনই এক মোহ আছে। এই হেতু তাপস যেমন আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ, যাহারা পাশবসুখের মোহময় প্রলোভনের নিকট প্রণি

* এই শ্লোকটি অনেকের কাছেই সুপরিচিত। আমরা এই হেতু ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করি নাই।

মন, বুদ্ধি বল, জীবনের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি অথবা জীবনের সুখ-শান্তি বিক্রয় করিয়াছে, তাহারাও তেমনই আপনার আবেগে আপনারা মুগ্ধ। নহিলে, তাহারা আলোক-মুগ্ধ পতঙ্গের মত অনলে পড়িয়া পুড়িয়া মরিতে সম্মত হইবে কেন?

অপিচ, যাঁহারা প্রীতি ও সত্যের বলে বলীয়ান্ ও ন্যায়বান্,—যাঁহারা উদারপ্রীতি ও উচ্চতর সত্যের পবিত্র জ্যোতিতে অনির্ব্বচনীয় সামর্থ্য লাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ন্যায় সাংসারিক জীবনের বিষ-বিকার-শোধনে কিংবা ধর্ম্মের বিশুদ্ধতর ভিত্তিস্থাপনে দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষণ কি?—তাঁহারা নির্ভীক, নিরুৎ-কণ্ঠ, দৃক্‌পাতশূন্য, এবং স্তুতিনিন্দার অগম্য। লোকে ভাল বলুক, কিংবা মন্দ বলুক, অযুত-মুখে যশঃকীর্ত্তন করুক, কিংবা অযুতকণ্ঠে অপবাদ করিতে রহুক, তাহাতে তাঁহাদিগের ভ্রুক্ষেপ নাই। ফলতঃ, পৃথিবীর মহাপুরুষেরা যত নিন্দা সহিয়াছেন,—তাঁহারা তাঁহাদিগের উচ্ছ্রিত মস্তকে যত কলঙ্কের ভার বহিয়াছেন, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশ নিন্দা এবং একাংশ কলঙ্কেই এখনকার অনেক সূক্ষ্মচর্ম্মা সাধু সংসারে অগ্নি বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু সেই নিন্দা ও সেই কলঙ্ক, পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তিনী স্রোতস্বিনীর আবিল তরঙ্গের ন্যায়, মহাত্মাদিগের পাদমাত্র স্পর্শ করিয়াই প্রতিহত হইয়া যায়, কখনও তাঁহা-দিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। নিন্দা ও কলঙ্কের পর বিপদ আপদের ভয়। ভয় ঈদৃশ পুরুষদিগের প্রতিভাময়ী মনোবৃত্তির মধ্যে কখনও কোন রূপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ধর্ম্ম কিংবা প্রীতি ও নীতির কোন নূতন আলোক বিকিরণের অভিলাষে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যের প্রতিকূলে পর্ব্বতের মত অটলভাবে দণ্ডায়মান রহেন,—যাঁহারা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই যাতনা, লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা ও বিঘ্নবিপত্তি লইয়া ক্রীড়া করেন,—সুখে যাঁহাদিগের সুখ বোধ নাই এবং

দুঃখও যাঁহাদিগের পক্ষে দুঃখজনক নহে,—মৃত্যুর করাল গ্রাস যাঁহাদিগের স্বর্গসম্পদের প্রথম সোপান, তাঁহাদিগের আবার এ সংসারে ভয়ের কথা কি? যদি তাদৃশ লোকোত্তর মহাত্মাদিগের মহাসত্ত্বময় হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চারসম্ভাবনা থাকিবে, তবে সত্যের অবলম্বনস্থল কোথায়? যদি তাদৃশ ব্যক্তিরাও ক্ষীণজীবী মনুষ্যের ন্যায় ভয়ের ভাবনায় ভীত কিংবা বিচলিত হইবেন, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, আগুনে পোড়াইয়া, অশ্রুজলে ধুইয়া, সময়ে সময়ে নূতন নূতন সাঁচে ঢালিয়া নূতন জীবন প্রদান করে কে? কিন্তু হায়! যে সকল প্রচণ্ড পুরুষ, ফরাশি যুবরাজ ফ্রন্‌সোয়া * কিংবা ফরাশি রাজপুরুষ মেরাবোর † ন্যায় পাশব বিকারের প্রবল বেগে বলীয়ান্, তাহারাও বহুল পরিমাণে এইরূপ ভয়শূন্য, ভ্রূক্ষেপ-শূন্য, স্তুতিনিন্দার অস্পৃশ্য ও অভিমানে অটল। তাহারাও আপনাতে আপনি সেই এক প্রকার 'পরিপূর্ণ'। তাহাদিগের বুদ্ধি পৃথিবীর সকলের বুদ্ধির উপরে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু পৌরুষ ও পরাক্রম কল্পনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, তাহা তাহাদিগেরই অন্তরে। মনুষ্য তাহাদিগের কাছে মার্জ্জার ও মূষিকের মত ক্ষুদ্র জীব। সুতরাং মনুষ্যের স্তুতি, মনুষ্যের নিন্দা, মনুষ্যের আশীর্ব্বাদ অথবা মনুষ্যের অভিসম্পাত. ইত্যাদি সমস্তই তাহাদিগের পদরজস্পর্শের অযোগ্য। তুমি কাহাকে উপদেশ দিবে? কাহার নিকট সুনীতি ও কুনীতি এবং উন্নতি ও অবনতির কথা বলিবে? যেখানে প্রবৃত্তির বিকার অভিমানের বিকৃতির

* ফ্রান্সের অপুত্রক রাজা তৃতীয় হেন্‌রীর অনুজ। এই জন্য যুবরাজ। ঐতিহাসিকেরা তৃতীয় হেন্‌রীর নাম করিতে ঘৃণায় জড় সড় হন। কিন্তু যুবরাজ ফ্রন্‌সোয়ার তুলনায় তৃতীয় হেন্‌রী কিছুই নহেন। যে সকল প্রাণপ্রিয় সুহৃৎ, প্রাণের দিকে না চাহিয়া, পুনঃ পুনঃ ইঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, ইনি প্রবৃত্তি বিশেষের কুৎসিত প্রণোদনে গোপনে তাহাদিগকে হত্যা করাইয়াছেন।

† ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের বিখ্যাত নায়ক।—প্রথম বয়সে পিতৃদ্রোহী, তার পর সমাজদ্রোহী, পরিশেষে রাজদ্রোহী এবং চিরজীবনই বিশ্বদ্রোহী।

সহিত প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, মনুষ্যহৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার স্বর্গীয়ভাবকে গ্রাস করিয়া ফেলে,—মনুষ্যত্বের প্রতি মনুষ্যকে বিরক্ত, বীতস্পৃহ ও ঘৃণান্বিত করিয়া তুলে, সেখানে কোন্ তত্ত্বের কি উপদেশ কার্য্যকর ও ফলপ্রদ হইবে? যেখানে দর্পেরই একাধিপত্য এবং দয়া পদাঘাতে ধূলিলুণ্ঠিত,—যেখানে ধর্ম্ম অলীক পদার্থ, ধর্ম্মের বন্ধন লূতাতন্তু,—যেখানে সর্ব্বগ্রাসিনী পৈশাচিক ক্ষুধাই সমস্ত হৃদয় মনের একমাত্র অধীশ্বরী, সেখানে কোন্ আলোক সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে ভেদ করিতে পারিবে?

তবে কি জ্ঞান আর অজ্ঞান,—যোগমগ্নতা ও ভোগমত্ততা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, স্বাস্থ্যের সামর্থ্য ও রোগের বিকার সত্য সত্যই সমান বস্তু? সক্রেটিশ "কিছু জানিতে পারেন নাই, বলিতেন" বলিয়া সংসার কি জ্ঞানের অন্বেষণে নিবৃত্ত হইবে? আর প্রবৃত্তির প্রমাদ ও পাপের মোহেও সেই এক প্রকার দৃক্‌পাতশূন্য নির্ভীকতা ও বিকট পুরুষকার জন্মে বলিয়া মনুষ্য কি এইরূপ পৌরুষের প্রলোভনে পাষণ্ড অথবা অসুর হইতে যাইবে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর চেষ্টা অনাবশ্যক। মনুষ্যহৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহ ইহার প্রতিরোধী; মনুষ্য সমাজের শক্তিপ্রবাহও স্বভাবতঃই ইহার বিরোধী। তথাপি যদি বুদ্ধির ভ্রম মনুষ্যকে এমন সিদ্ধান্তেই লইয়া আইসে, তাহা হইলে মানবসমাজ বিধ্বস্ত হইবে,—সমাজের গ্রন্থনসূত্র সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে,—উচ্ছৃঙ্খলা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্ধকারের আবর্ত্তচক্রের মধ্যে উন্মাদের মত ঘূর্ণ-নৃত্যে নৃত্য করিবে;—এবং সংসার এক ত্রিলোকভয়ঙ্কর হাহাকার রবে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। আমরা নিজ নিজ ঘটিকাযন্ত্রকে বিকল ও বিকৃত করিয়া রাখিলে তাহাতে আমাদিগের ভ্রান্ত বুদ্ধির কাছে অবশ্যই সময়ের গতি কিছু কালের তরে অন্য এক প্রকার অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু সেই অসাময়িক সময়ের সহিত বিশ্বময় সময়ের কোনরূপ মেল থাকে না। আমরা আপনা হইতে আপনার চক্ষু উৎপাটন করিয়া

এই জগৎকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন মনে করিতে পারি। কিন্তু জগতের চন্দ্র সূর্য্য সে জন্ত নিবিয়া যায় না,—জগদ্‌যন্ত্রের অবিরামপ্রবাহিত নিয়মগতিও সে জন্ত মুহূর্ত্তের তরে নিরুদ্ধ হয় না। আমরা অজ্ঞান ও অবিদ্যার আশ্রয় লইয়া আপনার বুদ্ধিবৃত্তির বিলোপ এবং প্রকৃতির বিকারসাধনে যত্ন পাইতে পারি। কিন্তু ঐরূপ বিকৃতিতে আমাদিগেব মনুষ্যত্বই বিলোপ পায়, অন্তের বিশেষ কিছু আসে যায় না। আমরা অনীতির আশ্রয় লইয়া অন্যদীয় সুখ-শান্তি এবং অন্যদীয় স্বত্বাধিকার ক্ষণকালের জন্ত পাদ-তলে দলন করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে সংসারের ন্যায়-ধর্ম্মে ঘুণাক্ষরেও কোনরূপ পরিবর্ত্ত ঘটে না; এবং পক্ষান্তরে আমরা যখন অন্তকর্ত্তৃক ঐরূপ অন্যায়ভাবে বিদলিত হই,—যখন অন্তে আসিয়া আমাদিগের ন্যায্য স্বত্ব ও ন্যায্য অধিকারের উপর ঐরূপ আসুরিক বলে আক্রমণ ও অত্যাচার করে, তখন হা ধর্ম্ম বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করা ভিন্ন আমাদিগের আর কোন উপায় থাকে না। জ্বলনোন্মুখ প্রদীপ ও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা উভয়ই একবার প্রখর দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু একটির দীপ্তি তিমির নাশ করে, আর একটি নিমেষের পরেই নিবিয়া যায়। স্বাস্থ্যের সঞ্জীবনী স্ফূর্ত্তি ও রোগের প্রমাদিনী গতি এই উভয়ই ক্ষণকালের তরে সমানশক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু একটির পর দীর্ঘ জীবন, আর একটির পর জীবনের লয়। উষা ও প্রদোষে আকৃতির কিঞ্চিৎপরিমিত সাদৃশ্য থাকিলেও, উষার পর প্রফুল্ল জ্যোতিঃ, প্রদোষের পর অন্ধকার। তবে এই এক আশার কথা আছে যে, বিশ্ব-বিধাতার বিশ্বকৌশলে, কিবা জ্যোতিঃ কিবা অন্ধকার, কিবা উদয় কিবা আপাতপ্রতীয়মান লয়, সমস্তেরই সদ্যঃপ্রসূত কিংবা সুদূরসম্ভাবিত পরিণামফল—মঙ্গলময়।